উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

সেপ্টেম্বর, ২০১৯

উখিয়া উপজেলা, কক্সবাজার।

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় ঃ প্রেক্ষাপট ও এলাকা পরিচিতি ৫

১.১. প্রেক্ষাপট ঃ ৫

মানচিত্র -০১ ঃ উখিয়া উপজেলা ৬

১.২. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ঃ ৭

১.৩. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা ঃ ৭

১.৪. উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরির আইনগত ভিত্তি ঃ ৭

১.৫. এক নজরে উপজেলা / উপজেলা (প্রোফাইল) পরিচিতি ঃ ৮

ছক - ০১ ঃ এক নজরে উপজেলা পরিচিতি ৮

১.৬. উখিয়া উপজেলার এলাকা পরিচিতি ঃ ১০

১.৭. উখিয়া উপজেলার ভৌগলিক অবস্থান ঃ ১০

১.৮. আয়তন ঃ ১১

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ দুর্যোগ, আপদ ও ঝুঁকি ১২

২.১. দুর্যোগের সার্বিক ইতিহাস ১২

ছক - ০২ ঃ উখিয়া উপজেলার দুর্যোগের সার্বিক ইতিহাস ১২

২.২. উখিয়া উপজেলার আপদসমূহ ঃ ১৫

ছক - ০৩ ঃ উখিয়া উপজেলার আপদের তালিকা ১৫

২.৩. বিভিন্ন আপদ তার বর্তমান ও ভবিষ্যত চিত্রের বিস্তারিত বর্ণনা ঃ ১৫

২.৪. আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জি ঃ ১৬

ছক - ০৪ ঃ আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জি ১৬

চিত্র - ০১: আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জি ১৬

ছক - ০৫ ঃ প্রতিটি খাত/প্রতিষ্ঠান/স্থাপনার বিপদাপন্নতা ১৮

২.৫. খাত ভিত্তিক আপদ ও ঝুঁকির বর্ণনা ঃ ১৯

ছক - ০৬ ঃ উখিয়া উপজেলার বিপদাপন্ন খাতসমূহ চিহ্নিতকরণ ১৯

২.৬. জলবায়ু পরিবর্তন এবং তার সম্ভাব্য প্রভাব ঃ ১৯

ছক - ০৭ ঃ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্থ খাতসমূহ ২০

২.৭. ঝুঁকি বিশ্লেষণ ঃ ২০

ছক - ০৮ ঃ আপদের ঝুঁকি বিশ্লেষণ ২১

২.৮. ঘূর্ণিঝড় আপদের জরুরী দৃশ্যপট ঃ ২১

ছক - ০৯ ঃ ১৯৬৫ সাল থেকে ঘূর্ণিঝড়ে কক্সবাজার জেলায় উল্লেখযোগ্য ক্ষয়-ক্ষতির ইতিহাস। ২১

২.৯. বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা ২৪

ছক - ১০ ঃ বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা ২৪

তৃতীয় অধ্যায় ঃ দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ২৭

৩.১. ঝুঁকির কারণসমূহ চিহ্নিতকরণ ঃ ২৭

৩.১.১. ঘূর্ণিঝড়/জলোচ্ছাস্ ২৭

৩.১.২. জলাবদ্ধতা ২৭

৩.১.৩. হঠাৎ বন্যা/আকস্মিক বন্যা ২৭

৩.২. ঝুঁকি নিরসনের উপায়সমূহ চিহ্নিতকরণ ঃ ২৮

৩.২.১. ঘূর্ণিঝড়/জলোচ্ছাস ২৮

৩.২.২. জলাবদ্ধতা ২৮

৩.২.৩. হঠাৎ বন্যা/আকস্মিক বন্যা ২৮

৩.২.৪. পাহাড় ধস ২৯

৩.৩. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা ঃ ২৯

ছক - ১১ ঃ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান খাতসমূহ ঃ ২৯

চতুর্থ অধ্যায় ঃ জরুরী সাড়া প্রদান ৩৩

৪.১. উখিয়া উপজেলা জরুরী অপারেশন সেন্টার (EOC) ৩৩

ছক - ১২ ঃ ইমার্জেন্সী অপারেশন সেন্টার, উখিয়া ৩৩

৪.২. দায়িত্ব বন্টন ঃ ৩৫

ছক - ১৩ ঃ আপদকালীন সময়ে দায়িত্ব পালনের তালিকা ঃ ৩৫

৪.৩. উখিয়া উপজেলার সম্পদের ছক (যা দুর্যোগকালে ব্যবহৃত হতে পারে) ঃ ৩৮

ছক - ১৪ ঃ উখিয়া উপজেলার সম্পদের ছক ৩৮

৪.৪. উখিয়া উপজেলার ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের তালিকা ঃ ৪০

ছক - ১৫ ঃ উখিয়া উপজেলার ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের তালিকা ৪০

ছক - ১৬ ঃ উখিয়া উপজেলার অন্যান্য অস্থায়ী জরুরী আশ্রয়কেন্দ্রের তালিকা ৪২
ছক - ১৭ ঃ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাজের তথ্য এবং বর্তমান অবস্থা ৪৩

৪.৫. উখিয়া উপজেলার বিভিন্ন হাট ও বাজারে অবস্থিত কয়েকটি পাইকারী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের তালিকা। ৪৭

ছক - ১৮ ঃ উখিয়া উপজেলার দোকানের তালিকা (ইউনিয়ন ভিত্তিক) ৪৭

৪.৬. আপদকালীন তহবিল: ৪৯

পঞ্চম অধ্যায় ঃ উদ্ধার ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা ৫০

৫.১. উখিয়া উপজেলার সমন্বয়ের ছকঃ ৫০

ছক - ১৯ ঃ আপদকালীন সময়ের সমন্বয় ছক ৫০

সংযুক্তিসমূহ ৫২

৬. সংযুক্তি ০১ ঃ (ইউনিয়ন পরিষদে প্রদত্ত জরুরী উদ্ধার ও ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম) ৫২

৭. সংযুক্তি ০২ ঃ উখিয়া উপজেলা আনসার/ভিডিপি সংঘঠনের জনবল তালিকা ৫৪

৮. সংযুক্তি ৩.১ ঃ উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা (পৃষ্ঠা-১) ৫৫

৮. সংযুক্তি ৩.২ ঃ উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা (পৃষ্ঠা-২) ৫৬

৯. সংযুক্তি ৩.৩ ঃ উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা (পৃষ্ঠা-৩) ৫৭

১০. সংযুক্তি ০৪ ঃ উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা (উখিয়া উপজেলা স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত) ১ বছর মেয়াদী ৫৮

প্রথম অধ্যায় ঃ প্রেক্ষাপট ও এলাকা পরিচিতি

১.১. প্রেক্ষাপট ঃ

উখিয়া উপজেলা বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলায় অবস্থিত। উখিয়া উপজেলাটি জেলা সদর হতে ৩০ কিঃ মিঃ দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত। বাংলাদেশ ও মায়ানমারের সীমান্ত ঘেঁষে বহমান নাফ নদীর পশ্চিম তীরের পাহাড়ী এলাকায় এর অবস্থান। উপজেলার পশ্চিমে প্রায় ৩০ কিঃ মিঃ দীর্ঘ বঙ্গোপসাগরের সমুদ্র তীর রয়েছে। এই উপজেলার পূর্ব পাশে মায়ানমার এবং নাইক্ষ্যংছড়ি (বান্দরবান), পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর, উত্তরে রামু এবং দক্ষিণে টেকনাফ উপজেলা অবস্থিত। উখিয়া উপজেলার উত্তর পাশে রয়েছে হলদিয়াপালং ইউনিয়ন, দক্ষিণে পালংখালী ইউনিয়ন, পূর্বে রত্নাপালং ইউনিয়ন ও রাজাপালং ইউনিয়নের কিছু অংশ এবং পশ্চিমে রাজাপালং ও জালিয়াপালং ইউনিয়ন রয়েছে। কক্সবাজার জেলার অন্যতম সংরক্ষিত বনাঞ্চল উখিয়ারঘাট রিজার্ভ ফরেস্ট এই উপজেলায় অবস্থিত। প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ এই উপজেলায় ঘূর্ণিঝড়, অতিবৃষ্টি, আকস্মিক বন্যা, উপকূলীয় বন্যা, ভূমিধস, জলাবদ্ধতা, ভূগর্ভের পানি শুকিয়ে যাওয়া, ভূমিকম্প এবং সুনামী আপদ জনিত ঝুঁকি আছে। প্রায় প্রতিবছর কমপক্ষে একটি ঘূর্ণিঝড় এবং এর সাথে যুক্ত অতিবৃষ্টি, জলাবদ্ধতা, আকস্মিক বন্যা, উপকূলীয় বন্যা, ভূমিধস মোকাবিলা করে এই ইউনিয়নের মানুষ টিকে আছে। এসবের সাথে যুক্ত হয়েছে মায়ানমার থেকে বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিক, যা ২০১৭ সালে চরম আকার ধারণ করে। একক ভাবে উখিয়া উপজেলায় এই জনগোষ্ঠির (রোহিঙ্গা) প্রায় ৮০.৪৭ % (২০১৯, ইউএনএইচসিআর, এর তথ্য মতে) অবস্থান করে।

এছাড়াও ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছাস মত প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রবণতার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ১৯টি উপকুলবর্তী জেলার মধ্যে কক্সবাজার অন্যতম। কক্সবাজার জেলার মোট ৮টি উপজেলার ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচনায় উখিয়া উপজেলা একটি দুর্যোগ ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা। বঙ্গোপসাগরের তীরে অবস্থিত পাহাড় সমেত এই ভুখন্ডে পাহাড়ী ঢলে আকস্মিক বন্যা, জলাবদ্ধতা, ঘূর্ণিঝড়, অতিবৃষ্টি অন্যতম প্রাকৃতিক দুর্যোগ যা এতদ্বাঞ্চলের মানুষের জান-মালের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে থাকে। এমতাবস্থায় দুর্যোগের সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনা ও ঝুঁকি হ্রাসের লক্ষ্যকে সামনে রেখে এই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

বর্ণিত প্রেক্ষাপটে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিয়ে দায়িত্ব বন্টনের মাধ্যমে উক্ত আপদ জনিত দুর্যোগ মোকাবিলা করে থাকে। যা সময় সাপেক্ষ এবং আপদকালীন কাজের জন্য যথেষ্ট পরিমানে সহায়ক নয়। পূর্ব অভিজ্ঞতা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দৈনন্দিন কাজের প্রেক্ষিতে উপরোক্ত আপদ সমূহ মোকাবিলায় উপজেলা পরিষদের এই বিষয়ক সক্ষমতা বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে। একটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা এই ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা দক্ষতা উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার আলোকে এ বিষয়ে উদ্যোগ নেয়া হয়, যা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২ এবং দুর্যোগের স্থায়ী আদেশাবলী, ২০১০ অনুযায়ী প্রনয়ণ করার বিধান রয়েছে। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন হিউম্যানিটারিয়ান এইড এন্ড সিভিল প্রোটেকশন (ECHO) এর আর্থিক সহায়তায় জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচী (ইউএনডিপি) এবং একশনএইড বাংলাদেশ এই কাজ বাস্তবায়ন করছে।

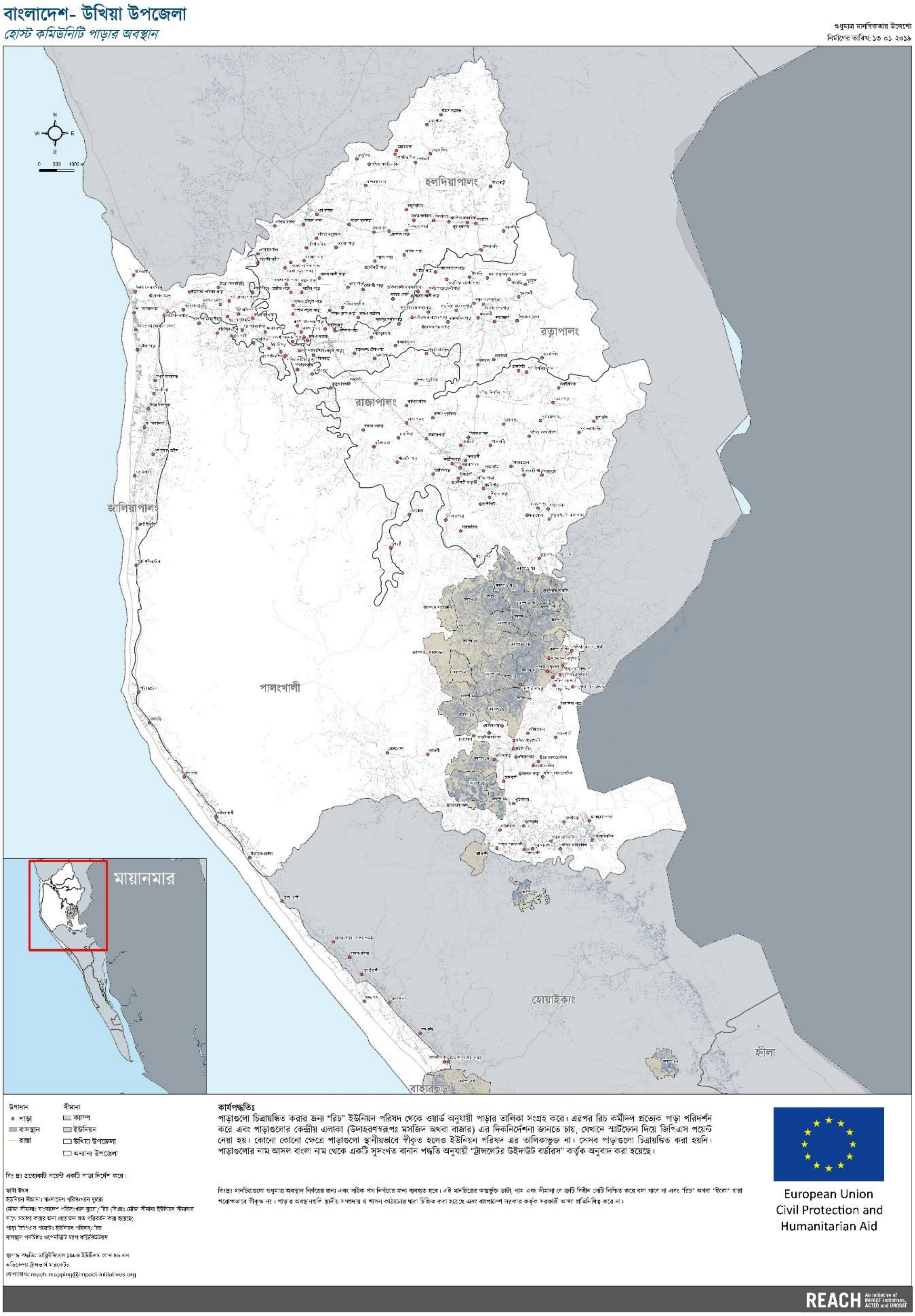

মানচিত্র -০১ ঃ উখিয়া উপজেলা

১.২. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ঃ

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রধান উদ্দেশ্য হলো - নির্দিষ্ট দুর্যোগ সাড়াদানে নিজস্ব সম্পদ এবং সক্ষমতার আলোকে দ্রুত / সময়মত সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে জনগণের জীবন ও সম্পদ সম্ভাব্য ক্ষয়-ক্ষতির হাত থেকে রক্ষায় উপজেলা পরিষদ এবং উপজেলা পরিষদের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সহায়তা করা।

১.৩. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা ঃ

যে কোন পরিকল্পনা একটি কাজকে সহজ ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। একইভাবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা দুর্যোগের পূর্বে, দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগের পরে উদ্ধার ও পূনর্বাসন মূলক কাজ সঠিক সময়ে সঠিক ভাবে করতে সাহায্য করে। তাই যে কোন প্রতিষ্ঠানের একটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা থাকা জরুরী। স্থানীয় প্রশাসন হিসেবে জনগণের জীবন ও সম্পদ রক্ষার কাজটি সফলভাবে করার জন্য উপজেলা পরিষদের একটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা থাকা অত্যাবশ্যক/ অত্যন্ত জরুরী। এই পরিকল্পনা সুনির্দিষ্টভাবে নিম্নোক্ত সুবিধা প্রদান করবে-

- দুর্যোগের স্থায়ী আদেশাবলী (এসওডি) অনুসারে সমন্বিত ও সময়মত দুর্যোগ সাড়াদান;
- সঠিক সময়ে স্থানান্তর (ইভাকুয়েশন), উদ্ধার এবং প্রাথমিক চিকিৎসা নিশ্চিত করা;
- স্থানান্তরের প্রয়োজনে স্থানীয় পর্যায়ে ব্যক্তিগত ও বেসরকারি দালানকোঠা এবং যানবাহনের তালিকা প্রস্তুত করা এবং আপদকালীন সময়ে এ সকল স্থাপনা এবং যানবাহন ব্যবহারের ব্যবস্থা করা/ রিকুইজিশন নিশ্চিত করা:
- পর্যাপ্ত মানবিক সহায়তা মজুদ / বিকল্প পরিকল্পনা এবং সঠিক বন্টন নিশ্চিত করা;
- ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা এবং অবকাঠামো চিহ্নিতকরণ;
- দ্রুত ক্ষতি নিরুপণ করা;
- সময়মত উদ্ধার পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে সহায়তা করা;
- কার্যক্রম ও সম্পদসমূহ চিহ্নিত করা;
- উপজেলা পরিষদের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির (ইউজেডডিএমসি) সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ করা।

১.৪. উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরির আইনগত ভিত্তি ঃ

১.৪.১. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২ এর ধারা ২০ এর উপধারা (২) অনুযায়ী উপজেলা পর্যায়ে আপদকালীন পরিকল্পনা তৈরী / প্রস্তুত করার বিধান রয়েছে। (২) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত পরিকল্পনার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিসমূহ স্ব স্ব এলাকা ও স্থানীয় আপদভিত্তিক স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করিবে।

১.৪.২. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার স্থায়ী আদেশাবলী, ২০১০

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার স্থায়ী আদেশাবলী ২০১০ অনুসারে ধারা ৩.৩.৫ এর উপধারা ৩.৩.৫.১.১১ অনুযায়ী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরী / প্রস্তুত করার বিধান রয়েছে।

১.৪.৩. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা (কমিটি গঠন ও কার্যাবলী) বিধিমালা, ২০১৫

"একটি সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা, যাহার মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠী, ইউনিয়ন, পৌরসভা ও উপজেলা কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় সংগঠনসমূহ যাহাতে দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসকরণের জন্য আয়সহ অন্যান্য সামর্থ্য বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করিতে পারে এবং আসন্ন বিপদ সংক্রান্ত সতর্কবার্তার প্রেক্ষিতে বা দুর্যোগ সংঘটিত হইলে যাহাতে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা"

১.৫. এক নজরে উপজেলা / উপজেলা (প্রোফাইল) পরিচিতি ঃ

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার গভীরে প্রবেশের পূর্বে দেখে নেয়া যাক উখিয়া উপজেলার সার্বিক চিত্র। এই উপজেলায় বর্তমানে মোট জনসংখ্যা ২,৪১,১৪৪ (আইএসসিজি, নভেম্বর ২০১৮) জন। এখানকার বেশিরভাগ জনগণ কৃষি ও শ্রমজীবী; এছাড়াও রয়েছে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মৎসজীবি। এখানে রয়েছে বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠান। এর মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাই বেশি। নিচের ছকে এক নজরে উপজেলা পরিচিতি উপস্থাপন করা হলো।

ছক - ০১ ঃ এক নজরে উপজেলা পরিচিতি

আয়তন	২৬১.৮০ বর্গ কিঃ মিঃ	ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানঃ মসজিদ হিন্দু মন্দির বৌদ্ধ মন্দির কবরস্থান হিন্দু শ্মশান বৌদ্ধ শ্মশান	 ৩৮৮ টি ৪৩ টি ৩৭ টি ১৭৫ টি ৯ টি ১৯ টি
গ্রাম ওয়ার্ড	১১৮ টি ৪৫ টি	প্রধান প্রধান পেশাঃ	কৃষিজীবী, পান ও সুপারী চাষী, মৎস্যজীবী, চাকুরী, ব্যবসা, অন্যান্য
মৌজা ইউনিয়ন	১৩ টি ৫ টি	গভীর নলকূপ অগভীর নলকূপ	১৩৯৫ টি ১৬৩১ টি
হাট-বাজার	হাট = ৬ টি বাজার = ১২ টি	কৃষি জমির পরিমান মোট আবাদযোগ্য জমির পরিমান চিংড়ি চাষ	২৬,১৮০ হেক্টর প্রায় ১০,৮৫১ হেক্টর ৭০০ একর প্রায়
বেড়িবাঁধ সুইচ গেট রাবার ড্যাম	৩ টি, ২০ কিঃ মিঃ (প্রায়) ২ টি ২ টি	যোগাযোগ ব্যবস্থাঃ কালভার্ট ব্রীজ কাঁচা রাস্তা পাকা রাস্তা HBB	 ৪২১ টি ১৮২ টি ৪১৭ কিঃ মিঃ ৯৭.৫ কিঃ মিঃ ১১৩ কিঃ মিঃ

লোকসংখ্যা ঃ পুরুষ মহিলা	২,০৭,৩৭৯ জন ১,০৪,৫৬৭ জন ১,০২,৮১২ জন (২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী); ২,৪১,১৪৪ জন (আইএসসিজি, নভেম্বর ২০১৮)	মুসলিম হিন্দু বৌদ্ধ অন্যান্য	১,৮৯,৮২১ জন ৪,৩৪০ জন ১৩,০০০ জন ২১৮ জন
পরিবার সংখ্যা	৩৭, ৯৪০ টি ৪৪, ১২৮ টি (আইএসসিজি, নভেম্বর ২০১৮)	চিংড়ি ঘের চাষযোগ্য জলাশয় মোট পুকুর	৮৮৬ হেক্টর ১৪৮ হেক্টর ১৪০২ টি
ভোটার সংখ্যাঃ পুরুষ মহিলা	১,০৬,৪৪৫ জন ৫৩,১৬৪ জন ৫৩,২৪০ জন	নিবন্ধিত মৎস্যজীবী অনিবন্ধিত জেলে সংখ্যা	৩,৩৯২ জন ৪০০ প্রায়
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানঃ		আশ্রয়ণ/আবাসন/গুচ্ছগ্রাম	৪ টি
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৭৮ টি	সরকারী প্রতিষ্ঠানঃ	
উচ্চ বিদ্যালয়	১৭ টি	ইউনিয়ন ভূমি অফিস	৩ টি
নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১ টি	বন বিট অফিস	৯ টি
কমিউনিটি প্রাঃ বিঃ	-	ডাকঘর	৬ টি
এবতেদায়ী মাদ্রাসা	১১ টি	কমিউনিটি ক্লিনিক	১৭ টি
দাখিল মাদ্রাসা	১১ টি	পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র/মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র	৩ টি
আলিম মাদ্রাসা	২ টি	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	১ টি
ফাজিল মাদ্রাসা	১ টি	এ্যামবুলেন্স - উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	৩ টি (সচল ১ টি, নষ্ট ২ টি)
বালিকা দাখিল মাদ্রাসা	২ টি	এ্যামবুলেন্স - বেসরকারি এনজিও কর্তৃক সরবরাহকৃত	২ টি
কিন্ডার গার্টেন (কে.জি)	৩৩ টি	পুলিশ থানা	১ টি
ডিগ্রি কলেজ	১ টি (বেসরকারী)	কাস্টমস অফিস	১ টি
মহিলা কলেজ	১ টি	ফায়ার সার্ভিস স্টেশন	১ টি
টেকনিক্যাল কলেজ	১ টি	ব্যাংক ও অন্যান্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানঃ	
এতিমখানা	৯ টি	ব্যাংক	৭ টি
শিক্ষার হার	৩৬.৩%	প্রাইভেট হাসপাতাল	৩ টি
স্যানিটারী টয়লেট ব্যবহার কারী পরিবারের সংখ্যা	৭৩ % (প্রায়)	প্রাইভেট ক্লিনিক	৩ টি
বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী (সম্ভাব্য)ঃ ভূমিহীন কৃষক পরিবার বয়স্ক মানুষ বিধবা প্রতিবন্ধি মহিলা (দুস্থ) শিশু	 ৮,২২৮ টি (০ - ০.৪৯ একর) ১০,১৬১ জন ১,৮১২ জন ৮০ জন ৮৯,২৮৬ জন (ছেলে শিশু = ৪৫,৫৩৫ টি এবং মেয়ে শিশু = ৪৩,৭৫১ টি), (১ - ১৫ বছর বয়সী শিশুর সংখ্যা, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, উখিয়া, ২০১৯)	এনজিও আন্তর্জাতিক এনজিও ইউএন এজেন্সি	৫৩ টি ৭৫ টি ৮ টি
সাইক্লোন সেন্টার	৪৬ টি (ধারণক্ষমতা ১৮,১৬৫ জন)	রোহিঙ্গা ক্যাম্প (উখিয়া) রোহিঙ্গা'র সংখ্যা (উখিয়া) রোহিঙ্গা'র সংখ্যা (মোট) ক্যাম্পের বাহিরে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সংখ্যা (নো ক্যাম্প)	২৬ টি ৭,৪১,৭২০ জন ৯,১২,৮৫২ জন ৭,০৯৪ জন (আগস্ট ২০১৯, ইউএনএইচসিআর তথ্য মতে)

তথ্য সূত্র ঃ উপজেলা প্রশাসন, উখিয়া

১.৬. উখিয়া উপজেলার এলাকা পরিচিতি ঃ

উখিয়ার প্রাচীন ইতিহাস তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। যার কারণে এর সঠিক ও সঠিক ইতিহাস এখনো সম্পূর্ণভাবে জ্ঞাত হয়নি। উল্লেখ আছে এক সময় সমগ্র উপজেলাটি গভীর জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর রেকর্ডপত্রে উখিয়ার শব্দের ব্যবহার ব্যাপকভাবে দেখা যায়। ইতিপূর্বে উখিয়া শব্দটি তেমন উল্লেখযোগ্য ভাবে আলোচিত হয়নি। ১৮১৪ সালে ইষ্ট ইন্ডয়া কোম্পানীর রেকর্ডপত্রে উখিয়ার ঘাট শব্দের উদ্ভব । জনশ্রুত আছে যে, রোসাঙ্গ যেতে এই উখিয়ার ঘাট পার হয়ে যাওয়া ছাড়া অন্য কোন ব্যবস্থা ছিল না। তৎকালীন সময়ে এই উখিয়া ঘাটের ট্যাক্স আদায় করার দায়িত্বে ছিলেন 'উখি' নামের বার্মিজ ভাষাভাষি এক মগ। কালের বিবর্তনে তার নামানুসারে ঐ ঘাটের নাম হয় উখি আ' শব্দটি। এই উখি আ' ঘাট বাক্য থেকে পরবর্তীতে ঘাটটি বিলুপ্ত হয়ে উখিয়া হয়ে গেছে বলে অনুমান করা হয়। উখিয়া উপজেলা কক্সবাজর জেলার দক্ষিণ র্পুব দিকে অবস্থিত একটি উপজেলা। উখিয়া উপজেলার দক্ষিণে টেকনাফ উপজেলা এবং পশ্চিমে ইনানী বিচ আর পূর্বে মায়ানমার সীমান্তবর্তী এলাকা এবং বান্দরবান পার্বত্য জেলা। উখিয়া উপজেলায় বন, পাহাড়, সমূদ্র সৈকত ছাড়াও চিংড়ী হ্যাচারীসহ অনেক সম্পদ ও স্থাপনা রযেছে।

১.৭. উখিয়া উপজেলার ভৌগলিক অবস্থান ঃ

উখিয়া কক্সবাজার জেলার একটি উপজেলা। উখিয়া উপজেলার দক্ষিণে টেকনাফ উপজেলা, পূর্বে নাফ নদী ও বান্দরবান পার্বত্য জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা, উত্তরে রামু উপজেলা ও পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর। দক্ষিণে টেকনাফ উপজেলা সীমানা। উখিয়া ২১.০৮ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে উত্তর অক্ষাংশ ও ৯২.০৩ দ্রাঘিমাংশ হতে এবং ৯২.১২ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। উখিয়া উপজেলা সদর কক্সবাজার জেলার সদর থেকে ৩০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত। ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থার দিকে দিয়ে উখিয়া উপজেলার একটি বৈচিত্র রয়েছে। উপজেলার একদিকে সাগর ও সমুদ্র তীরবর্তী নিচু এলাকা, অন্যদিকে রয়েছে সুউচ্চ পাহাড় ও বনভূমি। মধ্যখানে সমতল ভূমি উপজেলার কৃষি উৎপাদনকে সমৃদ্ধ করেছে। এলাকার মাটি বেলে ও দোআঁশ দিয়ে গঠিত। সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চল এটেল আর বালি মাটির সংমিশ্রন। সাগর পাড়ের মাটি বেলে।

এই উপজেলার প্রাকৃতিক সম্পদের সমাহার যেমন বিশেষভাবে সমুদ্র সৈকত উল্লেখ্যযোগ্য। এছাড়াও রয়েছে পাহাড়, সংরক্ষিত বনভূমি, খাল, জমি, গাছ-পালা, মৎস্য সম্পদ, পশু ও পাখি ইত্যাদি। উখিয়া উপজেলার কয়েকটি পরিচিত খাল রয়েছে যেমন রেজু খাল, বড় ইনানী খাল, ছোট ইনানী খাল, মাছকারিয়া খাল, বালুখালী খাল, থিমছড়ি খাল, পালংখালী খাল, হিজলিয়া খাল, থাইংখালী খাল, ছোয়ানখালী খাল, দোছড়ি খাল, রত্নাপালং খাল উল্লেখযোগ্য।

১.৮.   আয়তন ঃ

উখিয়া উপজেলার মোট আয়তন ২৬১.৮০ বর্গকিলোমিটার বা ৪১,১৪৩ একর। উখিয়া উপজেলাটি মোট ৫টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত। উপজেলার উত্তরের দিকে রয়েছে হলদিয়াপালং ইউনিয়ন এবং দক্ষিণ দিকে রয়েছে পালংখালী ইউনিয়ন। উখিয়ার পূর্বদিকে রত্নাপালং ও রাজাপালং এর কিছু অংশ এবং পশ্চিম দিকে রয়েছে রাজাপালং ও জালিয়াপালং ইউনিয়নের অবস্থান।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ দুর্যোগ, আপদ ও ঝুঁকি

২.১. দুর্যোগের সার্বিক ইতিহাস

কক্সবাজার জেলা হতে ৩২কি.মি. দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে কুল ঘেষে পাহাড় বেষ্টিত উখিয়া উপজেলা। বঙ্গোপসাগরের সন্নিকটে হওয়ার কারণে বিভিন্ন সময়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিশেষতঃ ঘূণিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছাস, পাহাড়ী ঢল ও আকস্মিক বন্যা, পাহাড় কাটা, কালবৈশাখী/বজ্রপাত, ধান-পানে পোকার আক্রমণ, লবনাক্ততা ইত্যাদির প্রভাবে এসকল অঞ্চলের মানুষ নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও ঝুঁকির মধ্যে বসবাস করে। এই উপজেলার প্রধান দুর্যোগের মধ্যে পাহাড়ী ঢলে বন্যা, ঘূণিঝড়, জলাবদ্ধতা,গ্রীষ্ম মৌসুমে সেচ সমস্যা, খাল পাড় ভাঙ্গন, হাতির আক্রমণ, পাহাড় কাটা, বৃক্ষ নিধন, কালবৈশাখী ঝড়, বজ্রপাত, অতিবৃষ্টি উল্লেখযোগ্য।

বিশেষভাবে বছরের মার্চ-মে এবং অক্টোবর মাসে এই উপজেলায় পাহাড়ী ঢলের কারণে বন্যা, খাল পাড় ভাঙ্গন, হাতির আক্রমণ, পাহাড় কাটা, বৃক্ষ নিধন এর কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগ হানা দেয়। যেহেতু পাহাড়ী অঞ্চল বঙ্গোপসাগরের কুলবর্তী অঞ্চল হওয়ার কারণে খুব সহজে এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার এবং ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। সেই সাথে সামুদ্রিক জলোচ্ছাস এ অঞ্চলের মানুষদের বিপদাপন্ন করে তোলে।

অতীতের রেকর্ড থেকে দেখা যায় যে, ১৯৯১ সালে ঘূর্ণিঝড়ে জালিয়াপালং ইউনিয়নে ১২ ফুট উচ্চতায় জলোচ্ছাস হয়েছিল এবং বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়। ১৯৯১, ১৯৯৪, ১৯৯৭ সালে জলোচ্ছাস ও ঘূর্ণিঝড়ের প্রবল বাতাসে গাছপালা, পাহাড়ী বন সম্পদ বা বনবৃক্ষের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয় যা পূরণ করার মত নয়। সাধারণত বর্ষা মৌসুমে সামুদ্রিক জোয়ার ৩-২০ ফুট উচ্চতায় প্লাবিত হয়ে থাকে এবং ৬ ঘন্টা পর্যন্ত স্থায়ী হয়। উপজেলার ৫টি ইউনিয়ন পাহাড় বেষ্টিত হওয়ায় দ্রুত পানি নেমে যায়।

উখিয়া উপজেলার ঘূর্ণিঝড় সাধারণতঃ দক্ষিণ-পশ্চিম দিক হতে আসে এবং জলোচ্ছাস পশ্চিম দিক থেকে ধেয়ে আসে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে এলাকার অধিবাসীদের নানাবিধ সমস্যা ও অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। যেমন বসতবাড়ি ধ্বংস হয়ে যাওয়া, পানীয় জলের দুস্প্রাপ্যতা, যাতায়াতের সমস্যা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধ্বংস হবার কারণে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হয়, সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যের মারাত্মক হানি হয়ে থাকে।

ছক - ০২ ঃ উখিয়া উপজেলার দুর্যোগের সার্বিক ইতিহাস

দুর্যোগের নাম	বছর	ক্ষতির পরিমাণ	কোন কোন খাতে উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্থ হয়
বন্যা	২০১০	• ক্ষতিগ্রস্থ ইউনিয়ন ৫টি • ক্ষতিগ্রস্থ এলাকা ৬৪.৫ বর্গকি.মি. • ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার ১,৮৩৯টি আংশিক ৩,৯৭৩টি • ক্ষতিগ্রস্থ লোক ১৯৫জন ও আংশিক ১৯,৮৬৫জন • মৃত্যুর হার- ৯জন	অবকাঠামো, রাস্তা, গবাদি পশু, ফসলি জমি, ধান, পান বরজ, সুপারি বাগান, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, চিংড়ী চাষ, হ্যাচারী, আবাসিক, বনভূমি, ঘরবাড়ি ইত্যাদি।

		• ১০,৮৯২ একর জমির ২০% ফসল ক্ষতি হয় যার মুল্য প্রায় ২ কোটি টাকা। • চিংড়ি/মৎস্য, খামার/হ্যাচারী খাতে ২২৯৭ একর জমিসহ প্রায় ১০ কোটি টাকা। • ২৮১টি নলকূপ, জলাশয় রাস্তাঘাটসহ অন্যান্য খাতে ক্ষতি প্রায় ২০ কোটি টাকা।	
ঘূর্ণিঝড় আইলা	২০০৯	• ক্ষতিগ্রস্থ ইউনিয়ন ৫ টি • ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার ৮৭টি আংশিক ৩,৯৭৩টি • ক্ষতিগ্রস্থ লোক ৬১০জন • মৃত্যুর হার- ১জন • ৫,০০০ একর জমির ১৫% ফসল ক্ষতি হয় যার প্রায় ১ কোটি টাকা। • চিংড়ি/মৎস্য/হ্যাচারী খাতে ১০০০ একর জমিসহ প্রায় ২ কোটি টাকা।	অবকাঠামো, রাস্তা, গবাদি পশু, ফসলি জমি, ধান, পান বরজ, সুপারি বাগান, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, চিংড়ীর ঘের, বনভূমি, ঘরবাড়ি ইত্যাদি।
ঘূর্ণিঝড়	১১৯৭	• ক্ষতিগ্রস্থ ইউনিয়ন ৫ টি • ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার ১৯,৯০০টি • ক্ষতিগ্রস্থ লোক ৯৬,৪৮৮জন • মৃত্যুর হার- ৩জন (আহত-৩০০) • গবাদি পশু মৃত্যু সংখ্যা- ৪৭২ এ খাতে ক্ষতির পরিমাণ ২৫ লক্ষ টাকা • টেলিযোগাযোগ খাতে ১০ লক্ষ টাকা • ১৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্থ হয় যার মুল্য ২০ লক্ষ টাকা • ১৫০টি মসজিদ ও মন্দিরের ক্ষতি হয় যার মূল্য ৩০ লক্ষ টাকা • ২,৫০০ একর জমির ফসলের ক্ষতি হয়, ৩০০ একর পান বরজ ক্ষতি হয় যার মূল্য প্রায় ১০ কোটি টাকা। • চিংড়ি/মৎস্য, খামার/হ্যাচারী খাতে ২,৪০০ একর জমিসহ প্রায় ৭ কোটি টাকা। • নলকূপ, বনভূমি, রাস্তাঘাটসহ গাছপালার ক্ষতি হয়, পান বরজ, সুপারি বাগান, ঘরবাড়ি সহ ব্যাপক ক্ষতি হয়। যার মূল্য ৫০ কোটি টাকা।	অবকাঠামো, রাস্তা, বেড়িবাঁধ, গবাদি পশু, ফসলি জমি, ধান, পান বরজ, সুপারি বাগান, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, চিংড়ীর ঘের,বনভূমি, ঘরবাড়ি ইত্যাদি।
ঘূর্ণিঝড়	১৯৯৪	• ক্ষতিগ্রস্থ ইউনিয়ন ৫ টি • ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার ২২,০০০টি • ক্ষতিগ্রস্থ লোক ১৯,৮৬৫জন • মৃত্যুর হার- ৪০জন (বিদেশী-৭) • গবাদি পশু মৃত্যু সংখ্যা- ৪০০ এ খাতে ক্ষতির পরিমাণ ৩৫ লক্ষ টাকা	অবকাঠামো, রাস্তা, বেড়িবাঁধ, গবাদি পশু, ফসলি জমি, ধান, পান বরজ, সুপারি বাগান, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, চিংড়ীর ঘের, বনভূমি, ঘরবাড়ি ইত্যাদি

		● টেলিযোগাযোগ খাতে ১০ লক্ষ টাকা ● ৪৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্থ হয় যার মুল্য ১,৪৭,৩০,০০০ টাকা ● ১৬৫টি মসজিদ ও মন্দিরের ক্ষতি হয় যার মূল্য ৪৫ লক্ষ টাকা ● ৩৭৮০ একর জমির ফসলের ক্ষতি হয়, ৪০০ একর পান বরজ ক্ষতি হয় যার মূল্য প্রায় ১৫ কোটি টাকা। ● চিংড়ি/মৎস্য, খামার/হ্যাচারী খাতে ২,৫০০ একর জমিসহ প্রায় ৮ কোটি টাকা। ● নলকূপ, বনভূমি, রাস্তাঘাটসহ অন্যান্য খাতে ক্ষতি হয় প্রায় ১৫ কোটি টাকা। ডিআরআরও তথ্য মতে ১৯৯৪ সালের ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতির পরিমাণ ৮০ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা।	
ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছাস	১৯৯১	● ক্ষতিগ্রস্থ ইউনিয়ন ৫ টি ● ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার ১২,৫৫০টি ● ক্ষতিগ্রস্থ লোক ৬৭,২৫০জন ● মৃত্যুর হার- ১৩জন, আহত-৯৭২০ জন ● গবাদি পশু মৃত্যু সংখ্যা- ৯৮২০ ● ক্ষতিগ্রস্থ কৃষি জমি- ৩৬৫০ একর ● টেলিযোগাযোগ খাতে ক্ষতিগ্রস্থ ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা ● ৮৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্থ হয় ● ১৫০০ একর পান বরজ ক্ষতি হয় ● বনজ সম্পদ/গাছপালার সংখ্যা ২,২০,০০০টি ● ক্ষতিগ্রস্থ চিংড়ী জমি- ২৭৫ একর ● ক্ষতিগ্রস্থ রাস্তা- ১৪৪ কি.মি. ● বিদ্যুৎ খাতে ৩৩ লক্ষ টাকা ● নলকূপ, বনভূমি, রাস্তাঘাটসহ অন্যান্য খাতে ব্যাপক ক্ষতি হয় ডিআরআরও তথ্য মতে ১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতির পরিমাণ ১০৯ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা।	অবকাঠামো, রাস্তা, বেড়িবাঁধ, গবাদি পশু, ফসলি জমি, ধান, পান বরজ, সুপারি বাগান, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, চিংড়ীর ঘের, বনভূমি, ঘরবাড়ি ইত্যাদি।

তথ্য সূত্র ঃ উখিয়া উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, ২০১৪

২.২. উখিয়া উপজেলার আপদসমূহ ঃ

ছক - ০৩ ঃ উখিয়া উপজেলার আপদের তালিকা

ক্রমিক নং	আপদ	ক্রমিক নং	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে
১.	ঘূর্ণিঝড়/জলোচ্ছাস	১.	পাহাড়ী ঢল/বন্যা
২.	পাহাড়ী ঢল/বন্যা	২.	ঘূর্ণিঝড়/জলোচ্ছাস
৩.	অতিবৃষ্টি	৩.	অতিবৃষ্টি
৪.	খরা/সেচ সমস্যা	৪.	কালবৈশাখী/বজ্রপাত
৫.	কালবৈশাখী/বজ্রপাত	৫.	জলাবদ্ধতা
৬.	জলাবদ্ধতা	৬.	খরা/সেচ সমস্যা
৭.	বন্যহাতির আক্রমণ	৭.	বন্যহাতির আক্রমণ

তথ্য সূত্র ঃ উখিয়া উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, ২০১৪

২.৩. বিভিন্ন আপদ তার বর্তমান ও ভবিষ্যত চিত্রের বিস্তারিত বর্ণনা ঃ

ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস ঃ এ অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের কাছে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস সর্বাপেক্ষা বড় আপদ। ১৯৯১ সালের ২৯ এপ্রিল এ অঞ্চলের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া ঘূর্ণিঝড় এখনো স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে একটি বিভীষিকাময় স্মরণীয় অধ্যায়। স্বজন হারানোর বেদনা এখনো তাদেরকে তাড়িয়ে বেড়ায়। গত দশকে ১৯৯১ এর ২৯ই এপ্রিল, ১৯৯৪ এর ২রা মে, ১৯৯৫ সালের ১৫ই মে, ১৯৯৭ সালের ১৯ই মে ও ১৯৯৮ সালের ২০ই মে, ২০০১ সালের, ২০০৪ সালের ১৫ই মে ও ২০০৭ সালের ১৪ই মে উখিয়া উপজেলার উপর দিয়ে ঘূর্ণিঝড় প্রবাহিত হয়। এতে অনেক পরিবার তাদের আত্মীয়-স্বজন হারিয়েছেন, অনেকে বেঁচে থাকার সম্বল হারিয়েছেন। উখিয়ায় ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘূর্ণিঝড়ে ১৬০কিঃমিঃ এর বেশি বাতাসের গতি বেগ লক্ষ্য করা গেছে। সাইক্লোনের প্রচন্ড গতির টানে বিরাট জলরাশিসহ সমুদ্র উপকুল এবং উখিয়ার জালিয়াপালং সহ ৫টি ইউনিয়নের উপর দিয়ে অতিক্রম করে সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এ জলোচ্ছাসে ৩ ফুট থেকে ২০ ফুট পর্যন্ত পানির উচ্চতা ছিল। (সূত্র: পিআইও দপ্তর; সিপিপি)

পাহাড়ী ঢলে সৃষ্ট বন্যা ঃ উখিয়া উপজেলায় অতিবৃষ্টির কারণে পাহাড়ী ঢলের ফলে বন্যা সংঘটিত হয়। এ বন্যায় ধান, সবজি, ঘরবাড়ি. রাস্তাঘাট এবং বাঁধ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। উখিয়া উপজেলায় ১৯৮৮,১৯৯৮,২০১০ সালে সংগঠিত ভয়াবহ পাহাড়ী ঢলের বন্যায় প্রতিটি ইউনিয়নেই ক্ষতিগ্রস্থ হয়। পাহাড়ী ঢলের কারণে খাল, নদী ভাঙ্গনের প্রবণতা বেশি দেখা যায়। ফলে বসতবাড়ি ও কৃষি জমি বিলীন হওয়ার পাশাপাশি যোগাযোগ ব্যবস্থার বাধাগ্রস্থ হয় পাহাড় থেকে সৃষ্ট খাল, ছড়া ও রেজু, কোহেলিয়া, প্রবাহিত এলাকা, নিম্ন ও সমভূমি অঞ্চল প্লাবিত করে। পাহাড়ী বন্যায় ধান, সবজি, ঘরবাড়ি. রাস্তাঘাট, যোগাযোগ, বিদ্যুৎ, অবকাঠামো এবং বাঁধ এর ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্থ করে। পাহাড়ী ঢল সৃষ্ট হলে উখিয়ায় সব কয়টি ইউনিয়ন অধিবাসীদের স্বাভাবিক জীবনধারা ক্ষতিগ্রস্থ হবে। অবকাঠামো, স্থানীয় সম্পদ, রাস্তাঘাট, গবাদি পশু, ফসলি জমি,ধান, পান বরজ, বনসম্পদ, ঘরবাড়ি ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

অতিবৃষ্টি : উখিয়া উপজেলার জালিয়াপালং,রাজাপালং,রত্নাপালং,হলদিয়াপালং,পালংখালি ইউনিয়নে প্রতি বছর প্রচুর বৃষ্টি হয়। প্রতিটি ইউনিয়নে পাহাড় থাকার কারনে পাহাড়ী ঢলের ফলে বন্যা হয়। অতি বৃষ্টির কারনে ধান,সব্জী,ঘরবাড়ী রাস্তাঘাট এবং বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উখিয়া উপজেলায় ১৯৮৮,১৯৯৮,২০১০ সালে অতিবৃষ্টি হয়। পাহাড়ী ঢলের বন্যায় প্রতিটি ইউনিয়নেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জালিয়াপালং ইউনিয়নের প্রায় জায়গায় পশ্চিমের মেরিন ড্রাইভ সড়ক বা বেড়ীবাঁধ না থাকায় লবনাক্ত

পানি দ্বারা প্লাবিত হয় ফলে প্রায় ১৫০০ একর ফসলী জমীতে চাষাবাদ করা সম্ভব হবে না। উপজেলার ৫টি ইউনিয়নে নাফ নদী, দু'ছড়ি রেজুর খাল, গয়ালমারা খাল, বালুখালী খাল, থাইংখালী খাল, পাগলীবিল খাল, চেইংচুরি খাল, ইনানী খাল, ছেপটখালী, চোয়াংখালী ও মনখালী খাল এলাকা প্লাবিত হয়। ঘরবাড়ি নষ্ট হয়।

খরা/সেচ সমস্যা ঃ উপজেলার পালংখালী ইউনিয়নে মাঘ-বৈশাখ মাসে এখানকার খালবিলের পানি শুকিয়ে যায় এবং ভূ-গর্ভাস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যায়। ফলে ফসলের উৎপাদন হ্রাস পায়। লোকজনের অসুখ-বিসুখ বেড়ে যায়। এ অবস্থা অব্যাহত জনজীবন, পরিবেশ মারাত্মক বিপদের সম্মুখীন হতে পারে।

কালবৈশাখী ঃ প্রতি বছর বৈশাখ-জৈষ্ঠ মাসে উপজেলার প্রায় ইউনিয়নে কালবৈশাখী হয়। অধিকাংশ জনগন গরীব হওয়ায় দূর্বল অবকাঠামো ও অপরিকল্পিত বসতভিটা কালবৈশাখী সহনীয় নয়। বড় আকারে কালবৈশাখী হলে বা আঘাত হানলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে।

জলাবদ্ধতা ঃ উপজেলার অধিকাংশ ইউনিয়নের ভুমি উচু ফলে দীর্ঘমেয়াদী বন্যার সৃষ্টি হয় না। তবে অতিবৃষ্টির ফলে পাহাড়ী ঢলে অনেক স্থানে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়। বাঁধ নির্মাণ, গাইড ওয়াল নির্মাণ ও রাস্তার দু'পাশে বৃক্ষ রোপন সহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে ভবিষ্যতে ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা কমে আসবে।

বন্যহাতির আক্রমণ ঃ উখিয়া উপজেলার ৬৪,৬৬৫ একর জমির মধ্যে ৩২,০৬৩ একর পাহাড়ী বনভূমি হাতি অভয়ারণ্য হিসেবে নাম ছিল। এ পাহাড়ী অঞ্চলে অনেক বন্য প্রাণী বাস করে এবং এ প্রাণীর আক্রমণে কৃষি জমির ফসল ক্ষতিগ্রস্থ হয়। বিশেষ করে ফসল কাটার সময় বন্যহাতির আক্রমণ হয়ে থাকে। হাতির আক্রমণে অনেক ঘরবাড়ি ভাংচুরসহ মানুষ ও গবাদিপশু মৃত্যু ও হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

২.৪. আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জি ঃ

ছক - ০৪ ঃ আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জি

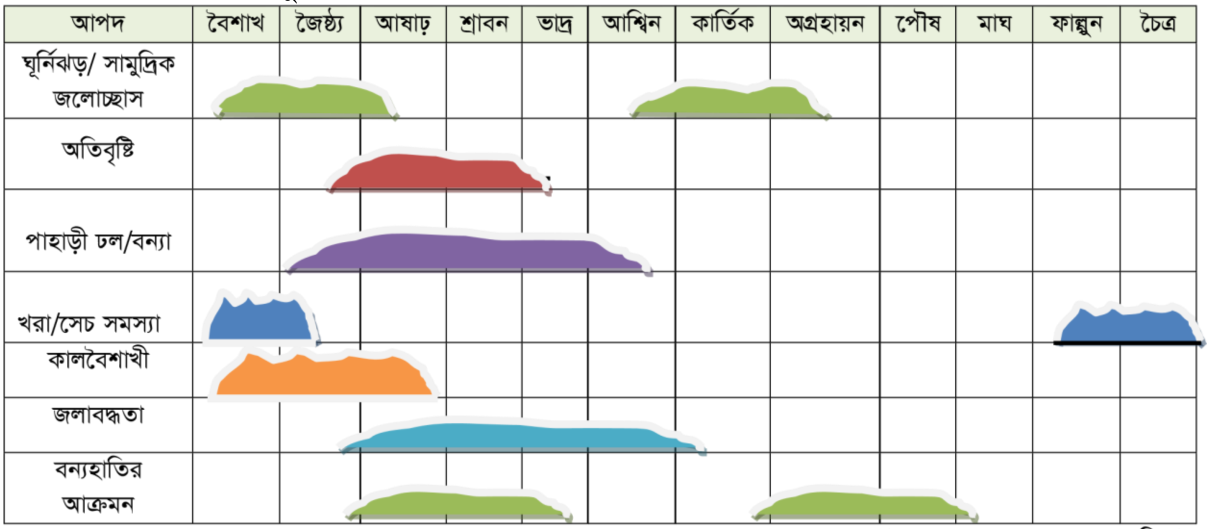

(তথ্যসূত্র জেলা আবহাওয়া অফিস)

চিত্র - ০১: আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জি

মৌসুমী দিনপঞ্জী বিশ্লেষণঃ

- ঘূর্ণিঝড়ঃ উখিয়া উপজেলায় ঘূর্ণিঝড় একটি অন্যতম আপদ। সাধারণতঃ বৈশাখ ও জৈষ্ঠ্য মাস এবং আশ্বিন ,কার্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসে ঘূর্ণিঝড় বেশী আঘাত হানে। ঘুর্ণিঝড়ে এখানকার কাঁচা ঘরবাড়ি, পানের বরজ, কৃষি ফসল, গাছপালার ব্যাপক ক্ষতি অন্যদিকে ঘূর্ণিঝড়ের কারণে সৃষ্ট সামুদ্রিক জলোচ্ছাসের কারণে গ্রামীণ সড়ক, কাঁচা ঘরবাড়ি এবং ফসলের মারাত্মক ক্ষতি হয়। তাছাড়া প্লাবিত জমিতে লবনাক্ততার পরিমাণ বেড়ে যায়। জৈষ্ঠ্য মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে অগ্রহায়ণ মাসের অর্ধেক সময় অবধি এই দুর্যোগ বেশী সংঘটিত হয়।
- অতিবৃষ্টিঃ এই উপজেলার অধিবাসিদের মতে এ অতিবৃষ্টি অঞ্চলের জন্য একটি মাঝারি প্রকৃতির আপদ। অতিবৃষ্টির ফলে জলাবদ্ধতা তৈরী হয় এবং নিন্মাঞ্চলের ফসল ও কাঁচা ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্থ হয়।বছরের আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে এর প্রভাব বেশী।
- পাহাড়ি ঢল/বন্যাঃ ভৌগলিক অবস্থান ও ভূ-প্রাকৃতিক কারণে এই জনপদে অনেক ছোট বড় খাল,ছড়া রয়েছে। বর্ষা মৌসুমে অতিবৃষ্টির সময়ে এই সমস্ত খাল ও ছড়া বেয়ে নেমে আসা পাহাড়ি ঢল বৃষ্টির পানিতে অনেক এলাকা তলিয়ে যায়। তাই এটি উখিয়া উপজেলার জন্য মারাত্মক ঝুঁকি সৃষ্টিকারী আপদ। এই আপদের কারণে ফসল, বীজতলা,পুকুর ও ঘেরের মাছ ভেসে যায় এবং অপেক্ষাকৃত নিচু এলাকায় কাঁচা ঘরবাড়ি ভেঙ্গে যায়।
- খরা/সেচ সমস্যাঃ বছরের বৈশাখ, চৈত্র ও ফাল্গুন মাসে খরার প্রভাব দেখা যায়। এ সময় সেচের ক্ষেত্রেও সমস্যা পরিলক্ষিত হয়। এতে ফসল উৎপাদন ব্যহত হয় এবং পানীয় জলের অভাব দেখা দেয়।
- কালবৈশাখীঃ কালবৈশাখীর কারণে পানের বরজ, ধান ও অন্যান্য ফসলের ক্ষতি হয়। তাছাড়া ব্যাপক পরিমাণ গাছ উপড়ে পড়ে এবং কাঁচা ঘরবাড়ী ভেঙ্গে যায়। কালবৈশাখী প্রধানতঃ বৈশাখ-জৈষ্ঠ্য মাসে আঘাত করে থাকে।
- জলাবদ্ধতাঃ উখিয়া উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় জলাবদ্ধতা অতিসম্প্রতি ব্যাপক আকার ধারন করেছে। পানির প্রবাহের পথ সংকুচিত হওয়া,খাল-ছড়া ভরাট হয়ে যাওয়া সহ নানা কারণে আষাঢ়,শ্রাবন ও ভাদ্র এই তিন মাসে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়।
- বন্য হাতির আক্রমনঃ বনভুমি সহ উখিয়ার বিভিন্ন এলাকায় বন্যহাতি ফসল নষ্ট করে এবং লোকালয়ে প্রবেশ করে মানুষের উপর আক্রমন করে এবং গাছপালা-বাড়ীঘর ভেঙ্গে ফেলে। বছরের আষাঢ়, শ্রাবন, ভাদ্র, অগ্রহায়ন ও পৌষ মাসে বন্যহাতির আক্রমন বেশি হয়ে থাকে।

ছক - ০৫ ঃ প্রতিটি খাত/প্রতিষ্ঠান/স্থাপনার বিপদাপন্নতা

খাত/প্রতিষ্ঠান/স্থাপনাসমূহ	কেন বা কিভাবে বিপদাপন্ন	কি করলে বিপদাপন্নতা কমবে
পরিবেশ	পাহাড়, বৃক্ষ নিধন এর কারনে গাছ পালা কমে গিয়ে পরিবেশ ভারসাম্য হারিয়ে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে পরিবেশের উপর বিরুপ প্রভাব দেখা যায়।	পরিবেশের প্রয়োজনীয়তা, উপকারিতা সর্ম্পকে জনগনকে সচেতন করতে হবে। পাহাড়কাটা বন্ধের আইন কঠোর ভাবে বাস্তবায়ন করা। ইউনিয়ন পরিষদের সহযোগিতায় চারা রোপন করতে হবে। বিহিঙ্গি জাল দিয়ে মাছ ধরা বন্ধ করা সহ মাছের প্রজনন স্থান সুরক্ষিত করতে হবে
রাস্তাঘাট	সমাজের উচ্চ প্রভাবশালী লোকজন দ্বারা নিজেদের সেচ কাজের সুবিধার্থে রাস্তা কেটে ড্রেন র্নিমান করা এবং অপরিকল্পিত চিংড়ি চাষ, রাস্তায় ড্রেইন ব্যবস্থা না থাকা ও পানি নিষ্কাষনের ব্যবস্থা না থাকায় রাস্তার দুই পাশে ভেঙ্গে যায়।	ইউনিয়ন পরিষদ কতর্ক রাস্তা কেটে ড্রেন নির্মানে বাধা দেওয়া, রাস্তার দুই পাশে বনায়ন উদ্যোগ নেয়া এবং অপরিকল্পিত চিংড়ী ঘের না করার জন্য মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক কঠোর আইন প্রয়োগ
গাছপালা	বৃক্ষ নিধনের কারনে ফলজ বনজ গাছ কমে যায়। এছাড়া বয়সী চারা রোপন করায় গাছের মূল মাটির গভীরে না থাকার কারনে ঝুঁকিপূর্ণ গাছের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে	জনসাধারনকে সামাজিক বনায়নে উদ্বুদ্ধ করা সেই সাথে কম বয়সী চারা রোপন করার জন্য সকলকে উৎসাহিত করা এবং ঔষধি চার রোপন করার উপকারিতা সর্ম্পকে প্রচার প্রচারনা করা
ফসল	অতিরিক্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে ফসলি জমিতে বসতবাড়ী করা, সমুদ্র উপকুলীয় এলাকা হওয়ায় লবনাক্ততার কারণে মাটির ফসল উৎপন্ন শক্তি হ্রাস পাওয়া	কৃষি অধিদপ্তর কর্তৃক স্যালাইনিটি সহনীয় ফসল উৎপাদনে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করা
খাবার পানি	ভুগর্ভস্থ পানির স্তর কমে যাওয়া ও সমুদ্র উপকুলীয় এলাকা হওয়ায় পানিতে লবনাক্ততার পরিমান বৃদ্ধি পাওয়া ।	কম খরচে বিশুদ্ধ পানির প্রযুক্তি ব্যবহার করে অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা দূরীকরণ সহজলভ্য ঢেঁকিকলের ব্যবহার বৃদ্ধি করা স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে রেইন ওয়াটার হারভেষ্ট করা
স্বাস্থ্য	বিচ্ছিন্ন পাহাড়ী অঞ্চল হতে জরুরী প্রয়োজনে উন্নত চিকিৎসা সুবিধার জন্য জেলা বা বিভাগীয় শহরে যেতে না পারা, জনসংখ্যার তুলনায় অপ্রতুল হাসপাতালও চিকিৎসা সুবিধা, পাহাড়ী এলাকা বিধায় নিয়োগপ্রাপ্ত ডাক্তারগণ এলাকায় না থাকা, ওজা বৈদ্য, কবিরাজের প্রতি স্থানীয় জনসাধারণের দৃঢ় বিশ্বাস থাকা এবং স্বাস্থ্য সচেতন না হওয়ায়। জলাবদ্ধতা/বাড়ি ঘরে পানি জমে থাকা। স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতার অভাব।	স্থানীয় কমিউনিটি ক্লিনিক গুলোর সেবা জনগনের দৌড় গোড়ায় পৌছে দেওয়ার মাধ্যমে স্বাস্থ্য সচেতনতার ব্যাপারে জিও/ এনজিওর মাধ্যমে প্রচার প্রচারনা চালানো গ্রাম পর্যায়ে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে স্বাস্থ্য দিবস উদযাপন। স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণে সচেতন ও উদ্যোগী করতে হবে। ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে কমিউনিটি ক্লিনিকের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহারে ও স্বাস্থ্য বিষয়ে সামাজিক ও প্রশাসনিকভাবে জনসচেতনতা বাড়াতে হবে। তুলণামূলক উঁচু স্থানে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন নির্মাণ করতে হবে। টিউবওয়েলের চারপাশ পাকা করতে হবে।
শিক্ষা	দুর্যোগ প্রবন এলাকা হওয়ায়, বিদ্যালয় গুলোর দুর্বল অবকাঠমোর ফলে ছাত্র ছাত্রীরা প্রতিনিয়ত শিক্ষা বঞ্চিত হচ্ছে	স্থানীয় সরাকারের মাধ্যমে স্কুল গুলো পাকা ভবন নির্মান ও বেসরকারী আশ্রয়কেন্দ্র গুলোকে বিদ্যালয় হিসাবে ব্যবহার করার উদ্যোগ নেওয়া। দুর্যোগকালীন সময় বিদ্যালয় চালানোর ব্যবস্থা করা।

মৎস্য	মৎস্য প্রজননের ক্ষেত্র গুলো ভরাট বা বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া ও নির্বিচারে পোনা নিধন করা। খালের কাছাকাছি বা নিচু এলাকায় পুকুরের অবস্থান। পুকুরের পাড় উঁচু না করা। পুকুরের চার পাশে গাছ না লাগানো। লবনাক্ত পানি সহজে পুকুরে প্রবেশ করে।	মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক আইনের কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিত করা এবং সেই সাথে মাছের ডিম ছাড়ার সময় মৎস্য আহরণ না করার জন্য মৎস্য বিভাগ কর্তৃক তৃণমুল পর্যায়ে প্রচার প্রচারনা চালানো, পুকুরের পাড় উঁচু এবং পুকুর সংস্কার করতে হবে। পুকুরের চার পাশে গাছ লাগাতে হবে
হাট-বাজার	পানি নিষ্কাষনের ব্যবস্থা না থাকায় হাট বাজার গুলো প্লাবিত হয়ে নিত্য প্রয়োজনীয় পন্য সরবরাহ ব্যাহত হচ্ছে। দুবর্ল অবকাঠামো।	পরিকল্পিত ভাবে ড্রেন নির্মাণ ও নিত্য প্রয়োজনীয় পন্য সরবরাহে মজবুত রাস্তা তৈরীর জন্য স্থানীয় সরকার কর্তৃক প্রকল্প হাতে নেওয়া এবং বাজারের চারপাশে বনজ ও ফলজ গাছ লাগাতে হবে।
ঘরবাড়ী	সমুদ্রের কাছাকাছি ও তুলণামূলক নিচু এলাকায় বসতভিটার অবস্থান অর্থাৎ অপরিকল্পিত বসতভিটা এবং দূর্বল অবকাঠামো	বসতভিটার অবস্থান নদী হতে দুরে ও উঁচু করতে হবে।

তথ্য সূত্র ঃ উখিয়া উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, ২০১৪

২.৫. খাত ভিত্তিক আপদ ও ঝুঁকির বর্ণনা ঃ

ছক - ০৬ ঃ উখিয়া উপজেলার বিপদাপন্ন খাতসমূহ চিহ্নিতকরণ

আপদসমূহ	বিপদাপন্ন সামাজিক উপাদানসমূহ													
	ঘরবাড়ি	রাস্তাঘাট	গাছপালা	ফসল	পরিবেশ	হাঁস মুরগী	গরু ছাগল	খাবার পানি	হাট বাজার	নদ-নদী	মৎস্য	স্বাস্থ্য	শিক্ষা	আশ্রয়কেন্দ্র
পাহাড়ী ঢল ও বন্যা														
ঘূর্ণিঝড় / জলোচ্ছাস														
জোয়ারের পানি														
খালের দু'পাড় ভাঙ্গন														
অতিবৃষ্টি														
কালবৈশাখী														
পানির অভাব														
বন্যহাতির আক্রমণ														

তথ্য সূত্র ঃ উখিয়া উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, ২০১৪

২.৬. জলবায়ু পরিবর্তন এবং তার সম্ভাব্য প্রভাব ঃ

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্থ খাতসমূহ : কৃষি, মৎস্য, গাছপালা, স্বাস্থ্য, জীবিকা, পানি, অবকাঠামো

ছক - ০৭ ঃ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্থ খাতসমূহ

খাতসমূহ	বর্ণনা
কৃষি	খালের পাড় ভাঙ্গন, অতি বৃষ্টি, পাহাড়ী ঢল ও বন্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষি খাত ব্যাপক হুমকির মুখে পড়বে। কৃষিজীবিরা পেশা পরিবর্তনে বাধ্য হবে। শহর ও শিল্পের প্রতি আগ্রহ তৈরি হবে। ফলে খাদ্য ঘাটতি হবে। কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হবে। পাশাপাশি অন্যান্য কৃষিজ উৎপাদন মারাত্বকভাবে ব্যাহত হবার সম্ভাবনা রয়েছে।
মৎস্য/চিংড়ী	খাল বা নদীর গতি পথ পরির্তন হওয়ার প্রেক্ষিতে চাহিদা মোতাবেক মাছ উৎপাদন হবে না। মাছের প্রজনন জায়গার বিলুপ্তি হবে। বিভিন্ন প্রজাতির মাছ বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে, ফলে মৎস্য ঘাটতি হতে পারে। পাশাপাশি মাছের প্রজনন স্থান বিলুপ্ত হয়ে যাবে। ফলে জেলে বা মৎস্যজীবিরা পেশা পরিবর্তনে বাধ্য হবে।
গাছপালা (বনায়ন ও পরিবেশ)	পাহাড়, বৃক্ষ নিধন এর কারনে গাছ পালা কমে গিয়ে পরিবেশ ভারসাম্য হারিয়ে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে পরিবেশের উপর বিরুপ প্রভাব দেখা যায়। অতিবৃষ্টি, পাহাড় নিধন, বন্যার কারণে পলিমাটি সাগরে পড়ে সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টির মত আপদের কারণে বিভিন্ন ফলজ, বনজ গাছসহ প্রভৃতি গাছ বিলুপ্ত হবে। প্রাকৃতিক বেড়ি বাঁধ ধ্বংস সহ উপকুলীয় গ্রাম গুলো প্লাবিত হবে , জীবন রক্ষাকারী গাছের সংখ্যা কমে যাবে।
স্বাস্থ্য	পাহাড়ী এলাকা মশার উপদ্রুপ বেশি, গাছপালা নিধন জনিত কারণে তাপমাত্র বৃদ্ধির ফলে বিভিন্ন রোগ ব্যাধি বৃদ্ধি পাবে, নতুন নতুন রোগের অবির্ভাব হবে। ফলে দারিদ্রতার কারণে সঠিক চিকিৎসা সেবা সুযোগ না পেয়ে অসুস্থতার বৃদ্ধি পেয়ে স্বাস্থ্য হানি হবে। ফলে তারা আয়মূলক কাজে অংশ নিতে পারবেনা। ফলে এলাকায় দারিদ্রতা বৃদ্ধি পাবে।
জীবিকা	অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত, পাহাড়ী বন্যা, জলোচ্ছাস, ঘূর্ণিঝড়সহ বিভিন্ন আপদ সময় ও অসময়ে হতে থাকায় কৃষি, শিক্ষা, অবকাঠামো ও মৎস্যসহ বিভিন্ন খাত সমূহ ব্যাপক হুমকির মুখে পড়বে। অত্র এলাকায় জীবিকা নির্বাহের জন্য সাধারণ জনগণ পেশা পরিবর্তনে বাধ্য হবে। পরিবর্তিত নতুন পেশায় দক্ষতা কম থাকায় কাজ করতে কষ্ট হবে ফলে ভুক্তভোগীরা আর্থিক সংকটে পড়বে।
পানি	তাপমাত্রা জনিত কারণে ভু-গর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় পানি সংকট তীব্র আকার ধারণ করবে ফলে পানি দূষণের মাত্রা বৃদ্ধি পাবে। পানির অভাব জনিত কারণে পানিবাহিত রোগ বাড়বে। পানির কারণে দুর্ভোগ বৃদ্ধি পাবে।
অবকাঠামো	অতিবৃষ্টি, জলোচ্ছাস, ঘূর্ণিঝড় কারণে উপকূলীয় এলাকা সমুদ্র গর্ভে ও খালের দু'পাড় ভেঙ্গে তীরবর্তী এলাকা বিলীন হবে। ফলে রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ী, শেল্টার, দালান সহ সকল অবকাঠমো রক্ষা করা কঠিন হবে। অমাবশ্যা পূর্ণিমার নিত্য জোয়ারের প্রভাবে গ্রামগুলো প্লাবিত হবে। অনেক লোকজন গৃহহীন হয়ে বসতি ও এলাকা পরিবতর্ন করবে।
শিক্ষা	আর্থিক সংকটে পড়ায় শিশুরা লেখা পড়ার চেয়ে কাজের দিকে ঝুঁকে পড়বে।

তথ্য সূত্র ঃ উখিয়া উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, ২০১৪

২.৭. ঝুঁকি বিশ্লেষণ ঃ

আপদের ঝুঁকি, প্রবণতা এবং ভয়াবহতা বিবেচনায় এই উপজেলায় ঘূর্ণিঝড়কে প্রধান আপদ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের আপদ হিসেবে আছে অতিবৃষ্টি, হঠাৎ বন্যা ও উপকূলীয় বন্যা; এবং তৃতীয় পর্যায়ের আপদ হিসেবে আছে জলাবদ্ধতা ও ভূমিধস। উল্লেখিত আপদজনিত ঝুঁকি বিশ্লেষণ ছকে উপস্থাপন করা হলো।

ছক - ০৮ ঃ আপদের ঝুঁকি বিশ্লেষণ

প্রভাব						
	৫. খুব বেশি			হঠাৎ বন্যা (স্থানীয়)	ঘূর্ণিঝড়, ঝড় (ব্যাপক)	
	৪. বেশি			জলাবদ্ধতা, উপকূলীয় বন্যা		ঘূর্ণিঝড়, ঝড় (স্থানীয়)
	৩. সহনীয়			ভূমিধস (স্থানীয়)	স্বাভাবিক বন্যা (ব্যাপক)	
	২. সামান্য					
	১. যৎ সামান্য					
		১. খুব কম সম্ভাবনা	২. ঘটতে/হতে পারে	৩. মাঝে মাঝে ঘটতে পারে	৪. প্রায়ই ঘটবে	৫. প্রতি বছর ঘটবে
		সম্ভাবনা				

সম্ভাবনা:
১ = খুব কম সম্ভাবনা (ঘটনা ঘটার আনুমানিক ০-২০% সম্ভাবনা),
২ = ঘটতে /হতে পারে (২১-৪০%),
৩ = মাঝে মাঝে ঘটতে পাওে (৪১-৬০%),
৪ = প্রায় ঘটবে (৬১-৮০%),
৫ = প্রতি বছর ঘটবে (৮১-১০০%)

প্রভাব:
১ = যৎ সামান্য (০-৫% পরিবার আক্রান্ত)
২ = সামান্য (০-১০% পরিবার আক্রান্ত)
৩ = সহনীয় (১০-২০% পরিবার আক্রান্ত)
৪ = বেশি (২০-৩০% পরিবার আক্রান্ত)
৫ = খুব বেশি (৩০% এর পরিবার আক্রান্ত)

তথ্য সূত্র ঃ উখিয়া ইউজেডডিএমসি সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত, ১০-১১ জুন, ২০১৯

২.৮. ঘূর্ণিঝড় আপদের জরুরী দৃশ্যপট ঃ

যে কোন পরিকল্পনা প্রনীত হয় কোন একটি আপদকে কেন্দ্র করে। সেখানে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আপদের বিষয়ও বিবেচনা করা হয়। যেগুলোকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের আপদ বলা হয়। উখিয়া উপজেলার ক্ষেত্রে ঘূর্ণিঝড় প্রধান আপদ এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের আপদ হিসেবে আছে যথাক্রমে আকস্মিক বন্যা, জলাবদ্ধতা ও উপকূলীয় বন্যা; এবং স্বাভাবিক বন্যা ও ভূমিধস। এই সকল আপদের ভিত্তিতে এই উপজেলার সম্ভাব্য দুর্যোগ দৃশ্যপট কল্পনা করা হয়েছে।

বাংলাদেশের উপকূলে আঘাত হানা যে সকল ঘূর্ণিঝড় কক্সবাজার জেলায় উল্লেখযোগ্য ক্ষয়-ক্ষতি ঘটিয়েছে সেগুলো নিম্নের ছকে উপস্থাপন করা হলো।

ছক - ০৯ ঃ ১৯৬৫ সাল থেকে ঘূর্ণিঝড়ে কক্সবাজার জেলায় উল্লেখযোগ্য ক্ষয়-ক্ষতির ইতিহাস[1]।

বছর	মাস	দুর্যোগ	ঝড়ের বেগ সর্বোচ্চ বাতাস (কিঃমিঃ/ঘন্টা)	জলোচ্ছাস/ জোয়ারের উচ্চতা (ঢেউ) (মিটার)	মৃত্যুর সংখ্যা
১৯৬৫	ডিসেম্বর	সাইক্লোন	২১০	২.৪-৩.৬	৮৭৩
১৯৭০	নভেম্বর	ভোলা সাইক্লোন	২২৪	৫.৫-১০.০	৩০০,০০০
১৯৭৪	নভেম্বর	সাইক্লোন	১৬৩	২.৪-৫.০	-
১৯৯১	এপ্রিল	সাইক্লোন গোর্কী	২২৫	৪.০-৭.৬	১৩৮,০০০
১৯৯৭	মে	সাইক্লোন	২৩২	৩.১-৪.৬	১৫৫
২০১৫	জুলাই	কোমেন	৬৫	২.০	৭

[1] আবহাওয়া অধিদফতরের ঘূর্ণিঝড় বিষয়ক প্রতিবেদন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয়ের দুর্যোগ প্রতিবেদন এবং ঘূর্ণিঝড় জরুরি প্রস্তুতি পরিকল্পনা: বাংলাদেশ মার্চ ২০১৬

২০১৬	মে	রোয়ানু	১২৮	১.৫-২.০	২৭
২০১৭	মে	মোরা	১৪৬	-	৬

কক্সবাজার জেলার ঘূর্ণিঝড়ের ইতিহাস, উখিয়া উপজেলার জনসংখ্যা এবং ভৌগোলিক অবস্থা বিবেচনায় সম্ভাব্য দু'টি দৃশ্যপট (ইউনিয়ন ভিত্তিক) কল্পনা করা হয়েছে।

উখিয়া উপজেলার ইউনিয়ন ভিত্তিক দৃশ্যপট

পালংখালী ইউনিয়ন ঃ

দৃশ্যপট ঃ ১

ক্যাটাগরী ২ মাত্রার কোন ঘূর্ণিঝড় (উদাহরণ ঃ ঘূর্ণিঝড় মোরা) আঘাত হানলে পালংখালী ইউনিয়নের ওয়ার্ড নং ১,২,৫,৬,৭ (আংশিক), ৯ এ নিচু এলাকা এবং রাস্তাঘাট ডুবে যাবে।

দৃশ্যপট ঃ ২

একইভাবে অতিবৃষ্টি জনিত আকস্মিক বন্যা অথবা নিয়মিত বন্যায় ওয়ার্ড নং ১,৩,৬,৯ এ ড্রেন এবং খাল বালি জমে ভরাট হয়ে যাবে এবং নিচু এলাকা ও রাস্তাঘাট ডুবে যাবে

রত্নাপালং ইউনিয়ন ঃ

দৃশ্যপট ঃ ১

ক্যাটাগরী ২ মাত্রার কোন ঘূর্ণিঝড় (উদাহরণ ঃ ঘূর্ণিঝড় মোরা) আঘাত হানলে রত্নাপালং ইউনিয়নের ওয়ার্ড নং ১,৩, ৯ (সম্পূর্ণ); ৭ ও ৮ (আংশিক), এ নিচু এলাকা এবং রাস্তাঘাট ডুবে যাবে।

দৃশ্যপট ঃ ২

একইভাবে অতিবৃষ্টি জনিত আকস্মিক বন্যা অথবা নিয়মিত বন্যায় ওয়ার্ড নং ৩, ৪, ৫, ৯ (সম্পূর্ণ); ৭ ও ৮ (আংশিক) এ পাহাড়ধস হবে; ড্রেন এবং খাল বালি জমে ভরাট হয়ে যাবে এবং নিচু এলাকা ও রাস্তাঘাট ডুবে যাবে।

রাজাপালং ইউনিয়ন ঃ

দৃশ্যপট ঃ ১

ক্যাটাগরী ২ মাত্রার কোন ঘূর্ণিঝড় (উদাহরণ ঃ ঘূর্ণিঝড় মোরা) আঘাত হানলে রাজাপালং ইউনিয়নের ওয়ার্ড নং ১,২,৪,৬,৭,৯ এ নিচু এলাকা এবং রাস্তাঘাট ডুবে যাবে।

দৃশ্যপট ঃ ২

একইভাবে অতিবৃষ্টি জনিত আকস্মিক বন্যা অথবা নিয়মিত বন্যায় ওয়ার্ড নং ১ (পিনজিরকুল, রাজারকুল); ২ (আলীমোরা);৩ (দক্ষিণ হরিণমারা); ৪ (পশ্চিম ও মধ্য দিঘলিয়া পালং); ৭ ডেইলপাড়া

এবং টাইপালং) এলাকর নিচু এলাকা ও রাস্তাঘাট ডুবে যাবে ও বন্যায় তলিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। দোছড়ী (৩ নং ওয়ার্ড), তুলাতলী (৭ নং ওয়ার্ড), বাগানপাড়া (৮ নং ওয়ার্ড), লম্বাসিয়া (৯ নং ওয়ার্ড) এ পাহাড়ধস হবে। এছাড়াও ২, ৪ ও ৭ নম্বর ওয়ার্ডে বর্ষাকালে নদী ভাঙ্গনের প্রবণতা আছে।

জালিয়াপালং ইউনিয়ন ঃ

দৃশ্যপট ঃ ১

ক্যাটাগরী ২ মাত্রার কোন ঘূর্ণিঝড় (উদাহরণ ঃ ঘূর্ণিঝড় মোরা) আঘাত হানলে জালিয়াপালং ইউনিয়নের সোনারপাড়া, লম্বরীপাড়া, সোনাইছড়ি, নিদানিয়া, ইনানী, মোহাম্মাদার শফির বিল, রূপপতি, বাইলাখালীসহ প্রায় পুরো ইউনিয়নের নিচু এলাকা ডুবে যাবে।

দৃশ্যপট ঃ ২

একইভাবে অতিবৃষ্টি জনিত আকস্মিক বন্যা অথবা নিয়মিত বন্যায় পাইন্যাশিয়া, লম্বরীপাড়া ও সোনাইছড়ি এলাকাসহ অধিকাংশ এলাকা আকস্মিক বন্যায় প্লাবিত হয়, রাস্তা-ঘাট ডুবে যায় এবং জলাবদ্ধতা হয়।

হলদিয়াপালং ইউনিয়ন ঃ

দৃশ্যপট ঃ ১

হলদিয়াপালং এর বিভিন্ন স্থান সাধারণ ঘূর্ণিঝড় ঝুঁকিতে রয়েছে।

দৃশ্যপট ঃ ২

হলদিয়াপালং ইউনিয়ন সমূহের অধিকাংশ এলাকা আকস্মিক বন্যায় প্লাবিত হয় এবং রাস্তা-ঘাট ডুবে যায় এছাড়াও অতিবৃষ্টিতে জলাবদ্ধতায় ইউনিয়নের রূমখাঁ পালং ও চৌধুরীপাড়া এলাকা ঝুঁকিপূর্ণ হিসাবে চিহ্নিত।

উখিয়া উপজেলার প্রধান ৩ টি আপদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাব্য এলাকা

ঘূর্ণিঝড়ঃ

- জালিয়াপালং ইউনিয়নের সোনারপাড়া, লম্বরীপাড়া, সোনাইছড়ি, নিদানিয়া, ইনানী, মোহাম্মাদার শফির বিল, রূপপতি, বাইলাখালীসহ প্রায় পুরো ইউনিয়ন।
- পালংখালি ইউনিয়নের ফাড়িয়াবিল, থাইংখালি, আঞ্জুমানপাড়া, নলবনিয়া, বালুখালি, রহমতের বিল সহ এর আশেপাশের এলাকা।
- এছাড়াও রাজাপালং, রত্নাপালং ও হলদিয়াপালং এর বিভিন্ন স্থান ঘূর্ণিঝড় ঝুঁকিতে রয়েছে।

আকস্মিক বন্যাঃ

- পালংখালি, রাজাপালং, রত্নাপালং, জালিয়াপালং ও হলদিয়াপালং ইউনিয়ন সমূহের অধিকাংশ এলাকা আকস্মিক বন্যায় প্লাবিত হয় এবং রাস্তা-ঘাট ডুবে যায়।

জলাবদ্ধতাঃ

- রাজাপালং ইউনিয়নের লম্বাঘোনা, ডেইলপাড়া ও তুতুরবিল এলাকায় জলাবদ্ধতার ঝুঁকি আছে।
- পালংখালি ইউনিয়নের দক্ষিণ গয়ালমারা এলাকা
- রত্নাপালং ইউনিয়নের ভালুকিয়া, থিমছড়ি, পেঁচার ডেবা, রুহুল্যার ডেবা ও তেলিপাড়া এলাকা
- হলদিয়া পালং ইউনিয়নের রুমখাঁ পালং ও চৌধুরীপাড়া এলাকা
- জালিয়াপালং ইউনিয়নের পাইন্যাশিয়া, লম্বরীপাড়া ও সোনাইছড়ি এলাকা।

২.৯. বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা

ছক - ১০ ঃ বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা

আপদ	বিপদাপন্নতা	সক্ষমতা
ঘূর্নিঝড়/জলোচ্ছাস	• অবকাঠামো ব্যাপক ক্ষতি হয় • চাষ যোগ্যজমির ক্ষতি হয় • জালিয়াপালং ইউনিয়নের প্রায় জায়গায় পশ্চিমের মেরিন ড্রাইভ সড়ক বা বেড়ীবাঁধ না থাকায় লবনাক্ত পানি দ্বারা প্লাবিত হয় ফলে প্রায় ১৫০০একর ফসলী জমিতে চাষাবাদ করা সম্ভব হয় না। • উপজেলার ৫টি ইউনিয়নে নাফ নদী, দু'ছড়ি, রেজুর খাল, গয়ালমারা খাল, বালুখালী খাল, থাইংখালী খাল, পাগলীরবিল খাল, চেইংচুরিখাল, ইনানী খাল, ছেপটখালী খাল, চোয়াংখালী ও মনখালীখাল এলাকায় প্লাবিত হয়। • ঘরবাড়ী নষ্ট হয়। • ফসল নষ্ট হয়ে অর্থনৈতিক ভাবে দুর্বল হতে পারে। • পেশা পরিবর্তন হতে পারে। • যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। • ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়।	• সমুদ্র উপকুলীয় এলাকা হওয়ায় তারা স্থানীয় পদ্বতিতে মাটিতে গর্ত করে ধান সংরক্ষণ করে। • মেরিন ড্রাইভ সড়ক • প্রতিটি ইউনিয়নে উচু পাহাড় আছে • ইউনিয়নে আশ্রয় কেন্দ্র আছে। • মুলত অধিকাংশ কৃষক চাষ এর উপর র্নিভরশীল হওয়ায় তারা ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে পারে। • নাফ নদীর বেড়ীবাঁধ
পাহাড়ী ঢল /বন্যা	• বসতবাড়ীর ক্ষতি হয় • অবকাঠামোর নষ্ট হয় • ফসলের ক্ষতি হয় • যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে • ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয় • পানির সমস্যা দেখা দেয় • পানিবাহিত রোগ বেড়ে যায় • মশা, মাছির উপদ্রব বেড়ে যায় • নিচু এলাকা ডুবে যায়।	- পাহাড়ী এলাকা হওয়ায় বৃষ্টি কমে গেলে পানি নেমে যায় - পাহাড়ী ছড়া সংস্কার করা যেতে পারে। - উচু বাঁধ দিয়ে ফসলের জমি রক্ষা করা যেতে পারে; - মূলত কিছু কৃষক চাষ, মাছধরার উপর নির্ভরশীল হওয়ায় তারা ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে পারে; - ইউনিয়ন পরিষদ এবং এনজিওদের যৌথ উদ্যোগে মাটি ভরাট কর্মসূচি।
অতিবৃষ্টি	• ঘরবাড়ী নষ্ট হয় • যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে • ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয় • নিচু এলাকা তলিয়ে যায় • অবকাঠামো নষ্ট হয়।	• উঁচু এলাকা ও সমুদ্র উপকুলীয় এলাকা হওয়া পানি দ্রুত নেমে যায়। • মেরিন ড্রাইভ সড়ক আছে • প্রতিটি ইউনিয়নে উচু পাহাড় আছে • ইউনিয়নে আশ্রয় কেন্দ্র আছে।

		• মুলত অধিকাংশ কৃষক চাষ এর উপর নির্ভরশীল হওয়ায় তারা ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে পারে। • নাফ নদীতে বেড়ীবাঁধ আছে।
খরা / মৌসুমী সেচ সমস্যা	• কৃষি সেচ পানির অভাব • দীর্ঘদিন অনাবৃষ্টির জন্য ফসলের ক্ষতি হয় • অনাবৃষ্টির জন্য মাছ মারা গিয়ে উৎপাদন কমে যায়। • চাষীদের আর্থিক ক্ষতি হয় • খাদ্য ঘাটতি হয় • দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায় • মৌসুমি শ্রমিক বেকার হয়	• গভীর নলকুপ বসানো ব্যবস্থা আছে • মাঠে বিদ্যুৎ নেয়ার ব্যাবস্থা আছে। • মটর পাম্প এর সুযোগ আছে।
কালবৈশাখী	• ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। • ঘরবাড়ী নষ্ট হয়। • বসত বাড়ীর গাছপালা, পাহাড়ী বৃক্ষসহ বন সম্পদ নষ্ট হয়	• আশ্রয় কেন্দ্র আছে। • মুলত অধিকাংশ কৃষক চাষ এর উপর র্নিভরশীল হওয়ায় তারা ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে পারে । • সমুদ্র হতে মৎস্য আহরন করতে পারে
জলাবদ্ধতা	• ফসলের ক্ষতি হয় • সৃষ্টি হয় • বেড়িবাঁধ ভেঙ্গে যায় • ঘরবাড়ী নষ্ট হয় • যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষতি হয়।	• অমাবস্যা, পূর্ণিমার স্বাভাবিক জোয়ারের পানি উঠার আগে স্থানীয় জনগন পার্শ্ববর্তী উচু গ্রামে চলে যায় • উচু জায়গায় আশ্রয় নেয়।
বন্যহাতির আক্রমন	• ফসলের ক্ষতি হয়। • ঘরবাড়ী নষ্ট হয়। • গাছপালার ক্ষতি হয়। • লোক জনের ক্ষতি হয়।	• উঁচু গাছে টং ঘর বেঁধে পাহারা দেয়া • স্থানীয় লোকজন এর দলবদ্ধ হয়ে মশাল জ্বেলে হাতি তাড়ানো।

তথ্য সূত্র ঃ উখিয়া উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, ২০১৪

২.১০. সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকাঃ

ছক - ১১ ঃ সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা

আপদ	সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা	বিপদাপন্নের কারণ	বিপদাপন্ন জনসংখ্যা
ঘূর্ণিঝড়/জলোচ্ছাস	-জালিয়া পালং ইউনিয়নের সোনারপাড়া, ডেইলপাড়া, লম্বরীপাড়া, সোনাইছড়ি, নিদানিয়া, ইনানী, মোহাম্মদার শফির বিল, রুপপতি, বাইলাখালী, ঈমামের ডেইল, ছেপটখালী, মাদারবনিয়া, ও মনখালী -পালং খালী ইউনিয়নের ফাড়িরবিল, আনজিমানপাড়া, নলবনিয়া, বালুখালী, গয়ালমারা, ধামনখালী থাইংখালী, রহমতের বিল সহ উপজেলার	✓ সঠিক সময়ে সর্তক সংকেত না পাওয়া ✓ আশ্রয় কেন্দ্রে যাওয়া অনিহা প্রকাশ ✓ দূর্বল অবকাঠামো ও অপরিকল্পিত ✓ বসতভিটা টর্নেডো/ ঘূর্ণিঝড় সহনীয় নয় ✓ বঙ্গোপসাগরে সাথে লাগানো এলাকা হওয়ার কারনে	সমগ্র উপজেলার জনসাধারন

	অন্যান্য ইউনিয়ন সমূহ।		
পাহাড়ী ঢল/বন্যা	উপজেলার পালংখালী, রাজাপালং, রত্নাপালং, হলদিয়া পালং ও জালিয়া পালং ইউনিয়নের অধিকাংশ এলাকা।	✓ অতি বৃষ্টি, ✓ পর্যাপ্ত পানি নিস্কাশন ব্যবস্থা না থাকা। ✓ ভরাট হয়ে খালের গভীর কমে যাওয়া। ✓ নদী/খাল দখল করে স্থাপনা নির্মাণ	৩৫০০ পরিবার
অতিবৃষ্টি	উপজেলার পালংখালী, রাজাপালং, রত্নাপালং, হলদিয়া পালং ও জালিয়া পালং ইউনিয়নের অধিকাংশ এলাকা।	✓ রাস্তাঘাট উচু না থাকা, ✓ খাল ভরাট হয়ে যাওয়ায় বর্ষা মৌসুমে গ্রাম গুলো প্লাবিত হয়	১৫০০ পরিবার
কালবৈশাখী	উপজেলার ৫টি ইউনিয়নের সমগ্র এলাকা সমূহ	দূর্বল অবকাঠামো ও অপরিকল্পিত বসতভিটা টর্নেডো/ ঘূর্ণিঝড় সহনীয় নয়	সমগ্র ইউনিয়নের জনগন
জলাবদ্ধতা	উপজেলার রাজাপালং ইউনিয়নের লম্বাঘোনা, ডেইলপাড়া, তুতুরবিল, দক্ষিন গয়ালমারা। রত্না পালং ইউনিয়নে ভালুকিয়া, থিমছড়ি, পেঁচার ডেবা, রুহুল্যারডেবা ও তেলীপাড়া। হলদিয়াপালং ইউনিয়নে সাবেক রুমঁখা, চৌধুরীপাড়া এবং জালিয়াপালং ইউনিয়নের পাইন্যাশিয়া,লম্বরীপাড়া ও সোনাইছড়ি।	✓ অতি বৃষ্টি, ✓ পাহাড়ী ঢল, ✓ পানি নিস্কাষনের ব্যবস্থা না থাকা। ✓ খাল, নদী নালা সংস্কার না করা।	৫০০০ পরিবার
বন্যহাতির আক্রমন	পালংখালী, রাজাপালং ও জালিয়া পালং ইউনিয়নের পাহাড় সংলগ্ন এলাকা ও পাহাড়ী উপত্যকা ।	✓ পাহাড়ে বন্য হাতির প্রয়োজনীয় খাদ্যের অভাব ✓ পাহাড়ের বসতি গড়ে উঠায় ✓ অধিক হারে বৃক্ষ নিধন	৫০০ পরিবার

তথ্য সূত্র ঃ উখিয়া উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, ২০১৪

তৃতীয় অধ্যায় ঃ দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস

৩.১. ঝুঁকির কারণসমূহ চিহ্নিতকরণ ঃ

উখিয়া উপজেলার প্রধান প্রধান ঝুঁকির কারনসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো। এসকল তথ্য উখিয়া উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, ২০১৪ পর্যালোচনা করে প্রাপ্ত।

৩.১.১. ঘূর্ণিঝড়/জলোচ্ছাস্

ঝুঁকির কারন সমূহ		
প্রাথমিক	মাধ্যমিক	চূড়ান্ত
- তাপমাত্রা বৃদ্ধি - সংকেত না পাওয়া - আশ্রয়কেন্দ্রে মহিলাদের আলাদা থাকার ব্যবস্থা না থাকা - সর্তক বানীর অর্থ না বুঝা - স্যানিটেশন সুবিধা না থাকার ফলে মহিলারা আশ্রয়কেন্দ্রে যেতে চায় না	- সচেতনতার অভাব - সর্তক বানীর প্রতি গুরুত্ব না দেওয়া - শক্ত ও মজবুত করে ঘর তৈরী না করা	- সুনির্দিষ্ট ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নাই - প্যারাবন না থাকা - বেড়িবাঁধ না থাকা - পাহাড় কাটা - পানি নিষ্কাশনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকা

৩.১.২. জলাবদ্ধতা

ঝুঁকির কারন সমূহ		
প্রাথমিক	মাধ্যমিক	চূড়ান্ত
- জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে গড় বৃষ্টির পরিমাণ বৃদ্ধি পায় - আবাদী জমির অবস্থান নিচু এলাকায় হওয়া - নিচু এলাকায় বসতবাড়ি নির্মান করা	- অপরিকল্পিত বাঁধ ও রাস্তা নির্মাণ - পানি নিষ্কাশনের পরিকল্পিত ব্যবস্থা না থাকা	- খাল ও ছড়া দিয়ে পানি প্রবাহের পথ সংকুচিত হয়ে যাওয়া

৩.১.৩. হঠাৎ বন্যা/আকস্মিক বন্যা

ঝুঁকির কারন সমূহ		
প্রাথমিক	মাধ্যমিক	চূড়ান্ত
- নির্বিচারে বৃক্ষ নিধন - খাল ও ছড়া সমুহের দু'পাশ দখল হয়ে যাওয়া - জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারনে অতিবৃষ্টি	- বনজ সম্পদের আনুপাতিক মাত্রা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাওয়া - প্রবাহমান খাল ও ছড়া সমূহের দুই পাড়ে পর্যাপ্ত গাছ না থাকা - পানি নিষ্কাশনের পরিকল্পিত ব্যবস্থা না থাকা	- খাল ও ছড়ার সীমানা যথাযথভাবে নির্ধারণ না করা এবং দখল মুক্ত না করা - পানি প্রবাহের স্বাভাবিক রাখার জন্য খাল খনন ও ছড়া সংস্কার না করা

৩.২. ঝুঁকি নিরসনের উপায়সমূহ চিহ্নিতকরণ ঃ

উখিয়া উপজেলার প্রধান প্রধান ঝুঁকি নিরসনের উপায়সমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো । এসকল তথ্য উখিয়া উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, ২০১৪ পর্যালোচনা করে প্রাপ্ত।

৩.২.১. ঘূর্ণিঝড়/জলোচ্ছাস

ঝুঁকি নিরসনের উপায়সমূহ		
প্রাথমিক	মাধ্যমিক	চূড়ান্ত
- সচেতনতা সৃষ্টি করা - যথাসময়ে পুর্বাভাসের ব্যবস্থা করা -বীজ সংরক্ষণের কৌশল জানানো - বন নিধন বন্ধ করা - প্রয়োজনীয় সংখ্যক বেড়িবাঁধ নির্মান করা	- সংকেত প্রচার করা -প্যারাবন সৃষ্টি করা - সতর্কবার্তা সময় নিয়ে ব্যাখ্যা সহ প্রচার করা - নিয়মত রেডিওতে আবহাওয়া সংবাদ শোনার অভ্যাস করা - পর্যাপ্ত স্যানিটেশন সুবিধা বৃদ্ধি করা	- কমিউনিটি রেডিও চালু করা এবং দুর্যোগের সংকেত স্থানীয় ভাষায় প্রচার করা - দুর্যোগের সংকেত সম্পর্কে এবং ঝুঁকি হ্রাসের সম্পর্কে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্তি করা - প্যারাবন সৃষ্টি করা - পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা - উঁচু করে বেড়ি বাঁধ নির্মান করা - বৃক্ষ রোপন করা

৩.২.২. জলাবদ্ধতা

ঝুঁকি নিরসনের উপায়সমূহ		
তাৎক্ষণিক	**মাধ্যমিক**	**চূড়ান্ত**
- নিচু এলাকায় বসতবাড়ি নির্মান না করা - পাইপ দিয়ে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা	- পানি নিষ্কাশনের স্লুইচ গেট নির্মান করা -খাল পুনঃ খনন করা -গ্রামীন রাস্তা তৈরির সময় পানি সরানোর ব্যবস্থা রাখা।	- খাল ও ছড়া দিয়ে পানি প্রবাহের পথ সুগম করা - পরিকল্পিতভাবে রাস্তাঘাট তৈরি করা - বেড়ি বাঁধের সাথে স্লুইচ গেট নির্মান করা।

৩.২.৩. হঠাৎ বন্যা/আকস্মিক বন্যা

ঝুঁকি নিরসনের উপায়সমূহ		
প্রাথমিক	মাধ্যমিক	চূড়ান্ত
- পাহাড় ও বন সংরক্ষণের কার্যকরি ব্যবস্থা নেওয়া - পানি প্রবাহের জায়গা সংকুচিত না করা।	- খাল ও ছড়া সমূহ খনন করা - বৃষ্টি ও পাহাড়ী ঢলে উজান থেকে নেমে আসা পানি খাল/ছড়া দিয়ে নেমে যাওয়ার ব্যবস্থা করা।	- প্রতি বছর পানি প্রবাহের ধারা স্বাভাবিক রাখার খাল খনন ও ছড়া সংস্কার করা - খাল খনন ও ছড়ার দুপাশে বনায়ন করা

		- বন্যা সহনশীল জাতের ধান চাষ করা।

৩.২.৪. পাহাড় ধস

ঝুঁকি নিরসনের উপায়সমূহ		
প্রাথমিক	মাধ্যমিক	চূড়ান্ত
- স্থানীয় জনসাধারণের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করা - প্রয়োজনে প্রশাসনকে জানানো।	- আইনের প্রয়োগ করা - প্রশাসনের সহায়তায় অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পাহাড়ে ফলজ বৃক্ষ রোপন করা।	- পাহাড় কাটা আইনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৩.৩. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা ঃ

ছক - ১১ ঃ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান খাতসমূহ ঃ

খাত	বিস্তারিত বর্ণনা	ঝুঁকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়
কৃষি	▪ উখিয়া উপজেলায় প্রতিবছর সব মৌসুমে কৃষি ফসল ও শস্য উৎপাদন হয়ে থাকে শীত মৌসুমে বেশি হয়। ▪ উপজেলার পালংখালী, রাজাপালং, রত্নাপালং, হলদিয়া, জালিয়াপালং ইউনিয়নে বিভিন্ন খাল দিয়ে বৃষ্টি পানি প্রবাহিত হয়ে প্রায় ৪২৮০ একর জমির ২০% ফসল ও ১০% সবজি ক্ষেত সম্পূর্ণ বিনষ্ট যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। ▪ প্রতিবছর জোয়ারের পানি দ্বারা প্রায় ৪২৮০ একর জমির প্রায় ১৫% ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। ▪ উপজেলার ৫টি ইউনিয়নে বর্ষা মৌসুমে নিচু এলাকায় জলাবদ্ধতা হয়ে প্রায় ৪০০০ একর জমির ৩০% ফসল নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ▪ উপজেলার ৫টি ইউনিয়নে ২০০ থেকে ২২০ কি:মি: বেগে ঘূর্ণিঝড় সংগঠিত হলে প্রায় ৫০% ফসলের ক্ষেতের ক্ষতি হতে পারে।	▪ উপযুক্ত জায়গায় স্লুইচ গেইট স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহন। ▪ খালের গভীরতা সৃষ্টি করার ব্যবস্থা গ্রহন। ▪ পালংখালী ইউনিয়নের বেড়িবাঁধ মজবুত করার উদ্যোগ গ্রহন। ▪ মেরিন ড্রাইভ সড়ক রক্ষনাবেক্ষন করা। ▪ খাল সমূহ সংস্কারের মাধ্যমে জোয়ারের পানি থেকে ফসল রক্ষা পেতে পারে। ▪ সরকারের কৃষি বিভাগ কতর্কৃ জলাবদ্ধ এলাকায় বিকল্প ফসল ফলানোর উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। ▪ ঢলের পানি নদীতে বা খালে প্রবাহের ব্যবস্থা করা। ▪ স্থানীয় সরকার ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সমন্বয়ে খাল খনন এর উদ্যোগ গ্রহণ করা।
শিক্ষা	▪ ১৯৯১ সালের মতো ঘূর্ণিঝড় হলে ছাত্র ছাত্রীর পড়ালেখা সাময়িক বন্ধ হতে পারে। শিক্ষা ব্যবস্থার ৫০% ক্ষতি হতে পারে। অনেক ছাত্র ছাত্রীর লেখাপড়া সাময়িক ভাবে বন্ধ থাকতে পারে।	▪ মেরিন ড্রাইভ সড়ক রক্ষনাবেক্ষন করা। ▪ পালখালী ইউনিয়নের বেড়িবাঁধ নির্মান করা। ▪ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো উচু স্থানে বা মজবুত ভাবে নির্মান করা। ▪ অধিক বৃক্ষ রোপনের ব্যবস্থা করা। ▪ খাল খননের ব্যবস্থা করা রাস্তা উঁচু করা। ▪ গাইড ওয়াল দেয়া। ▪ প্রয়োজনীয় ব্রীজ ও কালভার্ট নির্মান করা।

যোগাযোগ	▪ ১৯৯১ ইং সালের মত ২০০ থেকে ২২০ কিঃমিঃ বেগে ঘূর্ণিঝড় সংগঠিত হলে উপজেলার পালংখালী ইউনিয়নে ৫ কিঃমিঃ বেড়ীবাঁধ ভেঙ্গে যেতে পারে এবং ১৫ কিঃমিঃ মেরিন ড্রাইভ সড়ক ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। ▪ অতিবৃষ্টির কারণে নিচু এলাকায় বর্ষা মৌসুমে প্রায় ১৫ কি.মি. কাঁচা ও ২০ কি.মি. ব্রিক সোলিং রাস্তা ডুবে গিয়ে যোগাযোগ ব্যাহত হয়ে যেতে পারে। ▪ উপজেলায় প্রতি বছর বর্ষা মৌসুমে বৃষ্টির কারণে প্রায় ২৫ কিঃমিঃ রাস্তা ভেঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। ▪ উপজেলার ৫টি ইউনিয়নে এর নিচু এলাকা সমূহ জলাবদ্ধতার ফলে ৮ কিঃমিঃ রাস্তা চলাচল অনুপযোগী হয়ে যেতে পারে।	▪ রাস্তা উঁচু করে তৈরী করা। ▪ যথাস্থানে গাইডওয়াল দেয়া। ▪ প্রয়োজনীয় কালভার্ট ও ব্রীজ নির্মান করা। ▪ পর্যাপ্ত সাইক্লোন শেল্টার নির্মান করা। ▪ বেড়িবাঁধ নির্মাণ ও সংস্কারের ব্যবস্থা করা। ▪ বৃক্ষ রোপন, ঝাউবন, প্যারাবন সৃষ্টির ব্যবস্থা করা। ▪ মেরিন ড্রাইভ সড়ক রক্ষাণাবেক্ষন করা।
স্বাস্থ্য	▪ উখিয়া উপজেলায় পালংখালী, রাজাপালং, রত্নাপালং, হলদিয়াপালং, জলিয়াপালং ইউনিয়নে পযার্প্ত নলকূপ না থাকায় ডায়রিয়া, আমাশয়, কলেরাসহ বিভিন্ন পানিবাহিত রোগ দেখা দিতে পারে। ▪ উপজেলার জালিয়াপালং এবং পালংখালী ইউনিয়নে লবনাক্ততা থাকলে পানীয় জলের অভাব জনিত কারনে নানাবিধ রোগ বালাই দেখা দিতে পারে। ▪ উপজেলার ৫টি ইউনিয়নে তাপমাত্রার বৃদ্ধির কারনে ডায়রিয়া এবং অন্যান্য রোগের কারণে প্রায় ২০% লোকের স্বাস্থ্যহানি ঘটতে পারে।	▪ স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি করা। ▪ স্যানিটেশন বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানো। ▪ দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য ব্যাপক প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা। ▪ পর্যাপ্ত সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ করা। ▪ পুরাতন সাইক্লোন সেল্টার সংস্কার করার উদ্যোগ গ্রহণ।
পরিবেশ	▪ উপজেলায় ব্যাপকভাবে পাহাড়কাটা, পাহাড়ী বৃক্ষ নিধন, ঝাউবন নিধন, বসতবাড়ীর বৃক্ষ নিধনের কারণে প্রায় ৫০% বনজ সম্পদ ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। ▪ জন সচেতনতার অভাবে বসতবাড়ীর বৃক্ষনিধন, প্যারাবন কাটার পর লবন চাষ করার ফলে মারাত্মক পরিবেশ বিপর্যয় হতে পারে।	▪ ব্যাপক ভাবে ঝাউবন সৃষ্টি করার উদ্যোগ গ্রহন ▪ বনায়নে গনজাগরন সৃষ্টি করা ▪ মেরিনড্রাইভ সড়কসহ রাস্তা ও বেড়ী বাঁধের দুই পাশে বৃক্ষ রোপণ করা। ▪ বাড়ির আশে পাশে বৃক্ষরোপণ করার জন্য জনগণকে উৎসাহিত করা। ▪ পরিবেশ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। ▪ অবৈধভাবে গাছ কাটা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রয়োগ করা।
বনজ সম্পদ	▪ ১৯৯১ সালের মতো ঘূর্ণিঝড় হলে উপজেলার অধিকাংশ ঝাউবন, পাহাড়, বসতভিটার গাছ-পালা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গিয়ে ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। ▪ ১৯৯৭ সালের মতো ঘূর্ণিঝড় হলে অধিকাংশ পাহাড়কাটা, ঝাউবন, পাহাড়ী গাছ, গাছ-পালা	▪ রাস্তার দুই পাশে বৃক্ষ রোপণ করা। ▪ বাড়ির আশে পাশে বৃক্ষ রোপণ করার জন্য জনগণকে উৎসাহিত করা ▪ পাহাড়ে ব্যাপক বনায়ন করা ▪ সমুদ্র সৈকতের মেরিন ড্রাইভ সড়কে ঝাউবন সৃষ্টি করা। ▪ পরিবেশ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

	নষ্ট হয়ে গিয়ে কয়েক ১.৫ কোটি (আনুমানিক) টাকার ক্ষতি হতে পারে। ▪ প্রতি বছরের ন্যায় পাহাড়ধস বা পাহাড়ী ঢল হলে বিভিন্ন ইউনিয়নে বিভিন্ন প্রজাতির গাছপালা বিলুপ্ত হয়ে প্রায় ১০ কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে। ▪ প্রতি বছরের ন্যায় টর্নেডো হলে উপজেলার কয়েক লক্ষ গাছপালা ভেঙ্গে গিয়ে কয়েক কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে।	▪ বৃক্ষ নিধন ও অবৈধভাবে গাছ কাটা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রয়োগ করা।
মৎস্য	▪ ১৯৯১ সালে মত ঘূর্ণিঝড় হলে উপজেলায় পালংখালী ইউনিয়নে সমস্ত চিংড়ি চাষ নষ্ট হয়ে যেতে পারে ▪ উপজেলায় কাল বৈশাখী হলে ১০% মৎসচাষ ক্ষতি হতে পারে। ▪ কারেন্ট জালে ও বিহিঙ্গী জাল এর কারণে মৎসচাষ ক্ষতি হতে পারে।	▪ বেড়ীবাঁধ এলাকায় বনায়ন, ঝাউবন, প্যারাবন সৃষ্টি ও রক্ষনাবেক্ষন করা। ▪ মাছ ধরার বোট ও জাল রক্ষা করার জন্য দুর্যোগ সহনশীল ও মজবুত স্থাপনা নির্মাণ করে বোট ও জাল রক্ষা করা ও মৎস্য উৎপাদনকে তরান্বিত করা। ▪ পুকুরের পাড় উঁচুকরণ এবং পুকুর সংস্কার করা। ▪ নদী/সাগর পাড়ের কম পক্ষে ১ কিলোমিটার দূরে বিহিঙ্গি জাল পাতা। ▪ হ্যাচারি শিল্পে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
আবাসন	▪ উপজেলায় ১৯৯১ সালে মত সামুদ্রিক জলোচ্ছাসের কারণে প্রায় ৫,০০০ মাটির বাড়ি ও আধাপাকা ক্ষতির সম্মুক্ষিণ হতে পারে ▪ উপজেলায় ১৯৯১ সালে মত ঘূর্ণিঝড় ২০০-২২০ কিলোমিটার বেগে ঘূর্ণিঝড় হলে ৪০% মাটির বাড়ি ও আধাপাকা বাড়ী ক্ষতি হতে পারে। ▪ উপজেলায় কাল বৈশাখী হলে ২০ % ঘর বাড়ি ক্ষতি হতে পারে। ▪ উপজেলায় সামুদ্রিক জোয়ার, অতি বৃষ্টির কারণে প্রায় ১০% ঘরবাড়ী নষ্ট হতে পারে	▪ মেরিন ড্রাইভ সড়কে বনায়ন, ঝাউবন, প্যারাবন সৃষ্টি ও রক্ষনাবেক্ষন করা। ▪ ঘূণির্ঝ ড় সহনীয় ঘর-বাড়ী নির্মাণ ও সংস্কার করা। ▪ বসত বাড়িসহ বিভিন্ন স্থাপনা নদী হতে দূরে ও উঁচু স্থানে মজবুতভাবে নির্মাণ করা। ▪ আবহাওয়া সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা ও তাদের সক্ষমতা বাড়াতে সহায়তা করা। ▪ বেড়িবাঁধ নির্মাণ ও সংস্কার করা। ▪ বসত বাড়িসহ বিভিন্ন স্থাপনার চারিদিকে, রাস্তা ও খালসমূহের দুই ধারে বৃক্ষ রোপণ করা। ▪ পর্যাপ্ত সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ করা।

তথ্য সূত্র ঃ উখিয়া উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, ২০১৪

উখিয়া উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা (১ বছর মেয়াদী) সংযুক্তি (সংযুক্তি ঃ ০৯) আকারে দেওয়া হলো।

এছাড়াও উখিয়া উপজেলার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় - দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও দুর্যোগ সচেতনতা বাড়াতে সুপারিশ সমূহ (ইউজেডডিএমসি সদস্যদের সুপারিশের ভিত্তিতে) ঃ

১। খোলা জায়গায় বাজারে / হাটে প্রচারণার মাধ্যমে সচেতনতা বাড়াতে মহড়া, আলোচনা সভা (প্রজেক্টরের মাধ্যমে) আয়োজন করে স্থানীয় জনগনকে উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে।

বাজেট (আনুমানিক)ঃ ৩০০,০০০/- (১২ টি বাজার)

২। স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা পর্যায়ে ছাত্র ছাত্রীদের দুর্যোগ বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে প্রজেক্টরের মাধ্যমে ডকুমেন্টারী ভিডিও দেখানো ও লিফলেট বিতরণ।

বাজেট (আনুমানিক)ঃ ২০,০০০/- প্রতি প্রোগ্রাম (প্রতিটি বিদ্যালয়ে ১ টি করে প্রোগ্রাম)

৩। ইমামদের নিয়ে সমাবেশ করা বা প্রশিক্ষণ দেওয়া যাতে পরবর্তীতে ইমামরা নিজ নিজ মসজিদে দুর্যোগ বিষয়ে সচেতনতামূলক বক্তব্য উপস্থাপন করতে পারে।

বাজেট (আনুমানিক)ঃ ৫০০,০০০/- (৫ টি ইউনিয়ন * ১০০,০০০ = ৫০০,০০০/)

৪। মহিলাদের সম্পৃক্ত করে তাদের সাথে উঠান বৈঠকের মাধ্যমে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস সচেতনতা বাড়ানো যেতে পারে।

বাজেট (আনুমানিক)ঃ ১,১২৫,০০০/- (প্রতি ইউনিয়নে ৯ টি করে ৪৫ টি)

৫। এছাড়াও সচেতনতা বাড়াতে র‍্যালি, রোড শো করা যেতে পারে।

বাজেট (আনুমানিক)ঃ ২৫০,০০০/- (প্রতি ইউনিয়নে ১ টি করে)

চতুর্থ অধ্যায় ঃ জরুরী সাড়া প্রদান

৪.১. উখিয়া উপজেলা জরুরী অপারেশন সেন্টার (EOC)

যেকোন দুর্যোগে জরুরী অপারেশন সেন্টার যেকোন সাড়া প্রদানে কার্যকরী সমন্বয় করে থাকে। উখিয়া উপজেলায় দুর্যোগকালে একটি জরুরী অপারেশন সেন্টার গঠিত হয়। উক্ত সেন্টার দুর্যোগকালে সাড়া প্রদানের কার্যকরী ভূমিকা পালন করে ও সাথে সাথে সমন্বয় প্রদান করে। উল্লেখযোগ্য যে, জরুরী অপারেশন সেন্টার ২৪ ঘন্টা খোলা থাকে। উক্ত সময়ে ঐ সেন্টার তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, পরীক্ষন, পরিদর্শন ও সম্পদের ব্যবস্থাপনা করে থাকে।

জরুরী অপারেশন সেন্টার টি উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসারের রুমে খোলা হয়। ঐ সেন্টারে একটি অপারেশন সেন্টার, একটি কন্ট্রোল রুম ও একটি যোগাযোগ সেল থাকে। নিম্নে ছকের মাধ্যমে (উখিয়া উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয় হতে সরবরাহকৃত) দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম, পদবী ও মোবাইল নম্বরের তালিকা প্রদান করা হল ঃ

Emergency Operation Center (EOC), Ukhiya

ছক - ১২ ঃ ইমার্জেন্সী অপারেশন সেন্টার, উখিয়া

<table>
<tr><td>Upazila Emergency Control Room</td><td colspan="4"><u>Using as Temporary</u>
Upazila Project Implementation Office
Ukhiya Upazila, Cox’s Bazar</td></tr>
<tr><td>Upazila Emergency Control Room Manager</td><td colspan="4">(There is no designated Manager for Upazila Emergency Control Room, but overall coordinated by UNO)
Md. Nikaruzzaman, Upazila Nirbahi Officer, Ukhiya, Cox’s Bazar
&
Md. Al Mamun, Upazila Project Implementation Officer, Ukhiya, Cox’s Bazar</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Upazila Emergency Control Room staffing</td><td colspan="4">(Upazila Emergency Control Room staffing based on experience from Fani)</td></tr>
<tr><td>Name</td><td>Designation</td><td>Contact Number</td><td>Role</td></tr>
<tr><td>Badrul Alam</td><td>Upazila Academic Supervisor</td><td>01718161825</td><td>Receiving any emergency information from unions and coordination</td></tr>
<tr><td>Md. Al Mamun</td><td>Upazila Project Implementation Officer</td><td>01882160082</td><td>Receiving any emergency information from unions and coordination</td></tr>
</table>

	Md. Abdul Karim	Upazila Coordinator, Ekti Bari Ekti Khamar		Receiving any emergency information from unions and coordination
	Khorshed Alam	Upazila BRDB Officer	01822866360	Receiving any emergency information from unions and coordination
	Subrata Kumar Dhar	Upazila Education Officer	01813283053	Receiving any emergency information from unions and coordination
	Kabir Ahmad	Upazila Cooperative Officer	01670309970	Receiving any emergency information from unions and coordination
	Sheikh Mohammad Ershad Bin Shahid	Upazila Fisheries Officer	01819076544	Receiving any emergency information from unions and coordination
	Morshedul Karim	Upazila Food Controller (Acting)	01812496403	Receiving any emergency information from unions and coordination
	Md. Shahadat Hossain Akhand	Assistant Upazila Education Officer	01918469880	Receiving any emergency information from unions and coordination
	Md. Raihanul Islam Mia	Upazila Higher Education Officer	01716110247	Receiving any emergency information from unions and coordination
	Ibrahim Khalil	Sub-Assistant Engineer- Public Health	01557448718	Receiving any emergency information from unions and coordination
	Khemajon Tripura	Field Officer, UNDP	01842229107	Receiving any emergency information from unions and coordination
Has been provided EOC equipment by IOM, but yet to be kept at the new constructed building/EOC.	Has been provided EOC equipment by IOM, but yet to be kept at the new constructed building/EOC.			

তথ্যসূত্র ঃ উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিস, উখিয়া।

৪.২. দায়িত্ব বন্টন ঃ

দুর্যোগের স্থায়ী আদেশাবলী অনুযায়ী ঘূর্ণিঝড়ের বিপদ সংকেত চার (৪) প্রদর্শনের নির্দেশ আসার সাথে সাথে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা আহ্বানের মাধ্যমে সম্ভাব্য দুর্যোগ মোকাবিলার কাজ শুরু হয়। তাই ঘূর্ণিঝড়ের বিপদ সংকেত চার (৪) কে আপদকালীন পরিকল্পনা সক্রিয় করারও সংকেত হিসেবে বিবেচনা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এই সময়ে কে কোন দায়িত্ব পালন করবেন এবং কিভাবে করবেন তা ছকে উপস্থাপন করা হলো। এই দায়িত্ব পালনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২, দুর্যোগের স্থায়ী আদেশাবলী ২০১০ এবং স্থানীয় সরকার আইন ২০০৯ অনুযায়ী কাজ করবেন।

ছক - ১৩ ঃ আপদকালীন সময়ে দায়িত্ব পালনের তালিকা ঃ

ক্রমিক নং	এলাকার নাম (ইউনিয়ন)	সাড়াদান পরিকল্পনা/ সক্ষমতাসমূহ						মন্তব্য
		কি করতে হবে	কোথায় করতে হবে	কখন করতে হবে	কিভাবে করতে হবে	কে সমন্বয় করবে	প্রয়োজনীয় তহবিল/সরঞ্জামাদি	
১	সকল ইউনিয়নের জন্য	জরুরী সভা	উপজেলা পরিষদ	ঘূর্ণিঝড়ের ৪ নম্বর সংকেত হলে	উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সকল সদস্যের উপস্থিতিতে	মোঃ নিকারুজ্জামান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, উখিয়া, ১৭৩৩৩৭৩২০৫; মোঃ আল মামুন, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, উখিয়া ০১৮৮২১৬০০৮২	ইওসি কার্যকর থাকতে হবে, আইওএম এর সহায়তায় একটি ইওসি থাকলেও তা বর্তমানে কার্যকর নেই	স্বাভাবিক এবং দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে এক তৃতীয়াংশ এবং সতর্ক সংকেত চলাকালে ও দুর্যোগকালে এক চর্তুাংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হইবে।
২	প্রতিটি ইউনিয়ন	সংকেত প্রচার	প্রতিটি ইউনিয়নে	ঘূর্ণিঝড়ের ৪ নম্বর সংকেত হলে	মাইকিং ও সংকেত পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে	এ বি এম আবুল হোসেন রাজু, উপজেলা প্রতিনিধি, সিপিপি, ০১৮১৯৬২২১৮৮; মোঃ আল মামুন, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, ০১৮৮২১৬০০৮২	মাইক/মেগাফোন, সংকেত পতাকা, পতাকা স্ট্যান্ড, মোবাইল ফোন	সংকেত নম্বর বৃদ্ধির সাথে সাথে পতাকার সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং এ সংক্রান্ত তথ্য ইউনিয়ন পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়া

৩	প্রতিটি ইউনিয়নে	স্থানান্তর	প্রতিটি ইউনিয়নে	ঘূর্ণিঝড়ের ৬ নম্বর সংকেত হলে	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, জরুরী বৈঠক, পরিবহন ও নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া	আবুল মনছুর, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, উখিয়া থানা, ০১৭১৩৩৭৩৬৬৫	প্রয়োজনীয় তহবিল দরকার	ট্যাগ অফিসারবৃন্দ ও চেয়ারম্যানদের সাহায্য নিয়ে কাজ করা
৪	প্রতিটি ইউনিয়নে	সাইক্লোন সেল্টার ব্যবস্থাপনা	সাইক্লোন সেল্টার	ঘূর্ণিঝড়ের ৬ নম্বর সংকেত হলে	সাইক্লোন সেন্টার ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে	সুব্রত কুমার ধর, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, ০১৮১৩২৮৩০৫৩; মো: রাইহানুল ইসলাম মিঞা, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, ০১৭১৬১১০২৪৭	প্রয়োজনীয় তহবিল দরকার, সাইক্লোন সেল্টার আধুনিকীকরণ, খাবার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ব্যবস্থা করা, নিরাপত্তা নিশ্চিত করা	ট্যাগ অফিসারবৃন্দ ও চেয়ারম্যানদের সাহায্য নিয়ে কাজ করা
৫	সাইক্লোন সেন্টার ও উপজেলার সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্থ এলাকা	ত্রাণসামগ্রী সংরক্ষণ	উপজেলা পরিষদ	ঘূর্ণিঝড়ের ৪ নম্বর সংকেত হলে	জেলা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি/বিভাগের সাথে যোগাযোগ, উপজেলা পরিষদে ত্রাণসামগ্রী ও তালিকাসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সঠিক নিয়মে সংরক্ষণ	মো: সেলিম হেলালী, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ০১৮১৫৩৩৩২৪০; মোঃ আল মামুন, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, উখিয়া ০১৮৮২১৬০০৮২	স্থানীয় ও ইউনিয়ন পর্যায়ে মজুদাগার প্রয়োজন	ত্রাণ সামগ্রীর হালনাগাদ তালিকা সময় সময় জেলা কমিটির নিকট প্রেরণ করা।
৬	উপজেলার সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্থ এলাকা	খোঁজ এবং উদ্ধার	উপজেলার সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্থ এলাকা	ঘূর্ণিঝড় সংগঠিত হলে	ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ের সদস্যদের সাথে নিয়ে ক্ষতিগ্রস্থ এলাকা চিহ্নিতকরণ, প্রয়োজনীয় উপকরণের ব্যবহার, প্রয়োজনে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, আনছার ভিডিপি এর সহযোগিতা নেয়া	মো: ইমদাদুল হক, স্টেশন অফিসার, ফায়ার সার্ভিস, ০১৭১১০৭৯৪৪৭; রোকেয়া বেগম, উপজেলা আনছার ও ভিডিপি কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত), ০১৮২৯০৬২৬৫২	ব্যক্তিগত নিরাপত্তা এবং খোঁজ ও উদ্ধার উপকরণ দরকার।	সিপিপি স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে খোঁজ ও উদ্ধার কার্যক্রম চালানো যেতে পারে।
৭	উপজেলার ক্ষতিগ্রস্থ ইউনিয়নে	দ্রুত ক্ষয়-ক্ষতি নিরুপণ করা	উপজেলার ক্ষতিগ্রস্থ এলাকা	ঘূর্ণিঝড় সংগঠিত হওয়ার অব্যবহতি পরেই	ইউনিয়নের নিকট হতে ক্ষতিগ্রস্থ এলাকার তথ্য সংগ্রহ করে (যেমন: চিহ্নিতকরণ, ক্ষয়ক্ষতি নিরুপণ) এসওএস ফরম, ডি-ফরম এর মাধ্যমে ক্ষতির তালিকা তৈরি ও জেলায় প্রেরণ করা	মোঃ নিকারুজ্জামান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, উখিয়া, ১৭৩৩৩৭৩২০৫; মোঃ আল মামুন, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, উখিয়া ০১৮৮২১৬০০৮২,	কম্পিউটার, প্রিন্টার, কাগজপত্র	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও উপজেলা পরিসংখ্যান অফিসের সহায়তায় রিপোর্ট তৈরি করা যেতে পারে

৮	সাইক্লোন শেল্টার ও উপজেলার ক্ষতিগ্রস্থ এলাকা	ত্রাণ প্যাকেজ এবং বিতরণ	সাইক্লোন শেল্টার ও উপজেলার ক্ষতিগ্রস্থ এলাকা	ঘূর্ণিঝড় সংগঠিত হওয়ার পরপর	চাহিদা নিরূপন, সঠিক তালিকা প্রস্তুত, নির্দিষ্ট বিতরণ স্থান নির্ধারণ, বিতরণের জন্য জনবল ও সঠিক নিয়মে বিতরণ	মোঃ আল মামুন, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, ০১৮৮২১৬০০৮২; সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন চেয়্যারম্যান ও ট্যাগ অফিসারবৃন্দ	প্রয়োজনীয় ত্রাণ সামগ্রী (শুকনো খাবার, পানি / পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট, খাবার স্যালাইন ইত্যাদি)	ট্যাগ অফিসারবৃন্দ ও চেয়ারম্যানদের সাহায্য নিয়ে কাজ করা
৯	সাইক্লোন শেল্টার ও উপজেলার ক্ষতিগ্রস্থ এলাকা	সুরক্ষা	সাইক্লোন শেল্টার ও উপজেলার ক্ষতিগ্রস্থ এলাকা	ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানলে	সচেতনতামূলক প্রচারণা, অভিযোগ গ্রহন ও সমাধান, নথিভুক্তকরণ	ডাঃ আব্দুল মান্নান, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, ০১৮১৮১২০১৮০; সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন চেয়্যারম্যান ও সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড সদস্যবৃন্দ	স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মাঝে সচেতনতামূলক কার্যক্রম চালানো যেতে পারে।	ট্যাগ অফিসারবৃন্দ ও চেয়ারম্যানদের সাহায্য নিয়ে কাজ করা
১০	উপজেলার ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠী	মেডিকেল রেফারেল	উপজেলার ক্ষতিগ্রস্থ এলাকা	ঘূর্ণিঝড় সংগঠিত হওয়ার সময় বা পর	চিকিৎসার পরবর্তী পর্যায় নিরূপণ, চিকিৎসার পরবর্তী জায়গা (হাসপাতাল) নির্ধারণ, পরিবহন ব্যবস্থাপনা, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তৈরী	ডাঃ আব্দুল মান্নান উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ০১৭৩০-৩২৪৪৭১; ডাঃ মোঃ সাহাব উদ্দিন, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, ০১৮১৯০৭৩৬৬১	প্রাথমিক চিকিৎসা সামগ্রী (খাবার স্যালাইন, পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট ইত্যাদি) দরকার	প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান শেষে সংকটাপূর্ণ রোগীদের নিকটস্থ হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে।
১১	উপজেলার ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠী	ওয়াশ কার্যক্রম	উপজেলার ক্ষতিগ্রস্থ এলাকা ও সাইক্লোন শেল্টারসমূহে	ঘূর্ণিঝড় সংগঠিত হওয়ার সময় বা পর	সরেজমিনে পর্যবেক্ষন করে ক্ষতি নিরুপণ করা এবং ইউনিয়ন পরিষদের চাহিদানুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া	ইব্রাহিম খলিল, উপ-সহকারি প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল, ০১৫৫৭৪৪৮৭১৮	খাবার স্যালাইন, পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট, খাবার পানি সরবরাহের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা, মোবাইল সেনেটারী টয়লেটের ব্যবস্থা করা, ইত্যাদি	ট্যাগ অফিসারবৃন্দ ও চেয়ারম্যানদের সাহায্য নিয়ে কাজ করা
১২	সাইক্লোন শেল্টার ও উপজেলার ক্ষতিগ্রস্থ এলাকা	বিদ্যুৎ / আলোর ব্যবস্থা	উপজেলার ঝুঁকিপূর্ণ/ক্ষতিগ্রস্থ এলাকা ও সাইক্লোন শেল্টারসমূহে	ঘূর্ণিঝড়ের ৬ নম্বর সংকেত হলে	উপজেলার ঝুঁকিপূর্ণ/ক্ষতিগ্রস্থ এলাকা ও সাইক্লোন সেল্টার সমূহে আলোর প্রয়োজনীয়তা নিরূপন করে	প্রকৌশলী গোলাম ছরওয়ার মোর্শেদ, ডিজিএম, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, উখিয়া, ০১৭৬৯৪০০১২৫; উখিয়া পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কন্ট্রোল নাম্বার ঃ ০১৭৬৯৪০১০৫৪ পালংখালী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কন্ট্রোল নাম্বার ঃ ০১৭৬৯৪০১০৫৬	সাইক্লোন সেল্টার সমূহে আলোর ব্যবস্থা করা, এবং জরুরী অবস্থায় বিদ্যুৎ না থাকলে বিকল্প আলোর ব্যবস্থা করা যেমন- সৌর বিদ্যুৎ, ব্যাটারী বা জেনারেটর চালিত বিদ্যুৎ	নিয়মিত মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা

তথ্য সূত্র ঃ উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত, ১০ জুন, ২০১৯

৪.৩. উখিয়া উপজেলার সম্পদের ছক (যা দুর্যোগকালে ব্যবহৃত হতে পারে) ঃ

ছক - ১৪ ঃ উখিয়া উপজেলার সম্পদের ছক

ইউনিয়ন / সম্পদ	১ নং জালিয়াপালং	২ নং রত্নাপালং	৩ নং হলদিয়াপালং	৪ নং রাজাপালং	৫ নং পালংখালী
ইউনিয়ন ট্যাগ অফিসার	কবির আহমেদ, উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা, উখিয়া, ০১৬৭০৩০৯৯৭০	মোঃ সেলিম হেলালী, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, উখিয়া, ০১৮১৫৩৩৩২৪০	মোঃ খোরশেদ আলম, উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা, উখিয়া, ০১৮৫৯৭৬৯৩৬৬	শরিফুল ইসলাম, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, উখিয়া, ০১৮১৮৩৫৯৭৩৮	মোঃ বদরুল আলম, উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার, উখিয়া, ০১৭১৮১৬১৮২৫
উপজেলা ইওসি	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়, উখিয়া				
	জরুরী যোগাযোগঃ মোঃ নিকারুজ্জামান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, উখিয়া, ০১৭৩৩৩৭৩২০৫; মোঃ আল মামুন, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, ০১৮৮২১৬০০৮২				
উখিয়া উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স				এই ইউনিয়নে অবস্থিত; উখিয়া বাজার, উখিয়া	
উপজেলা কর্মকর্তা / ডিএমসি সদস্যদের জন্য ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম	কমিটির প্রতি সদস্যের ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম রয়েছে				
সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক	এ বি এম আবুল হোসেন রাজু, উপজেলা প্রতিনিধি, সিপিপি, ০১৮১৯৬২২১৮৮				
	ইউনিয়নে ১০ টি ইউনিটে মোট ১৫০ জন স্বেচ্ছাসেবক রয়েছে	ইউনিয়নে ৩ টি ইউনিটে মোট ৪৫ জন স্বেচ্ছাসেবক রয়েছে	ইউনিয়নে ৪ টি ইউনিটে মোট ৬০ জন স্বেচ্ছাসেবক রয়েছে	ইউনিয়নে ৩ টি ইউনিটে মোট ৪৫ জন স্বেচ্ছাসেবক রয়েছে	ইউনিয়নে ৩ টি ইউনিটে মোট ৪৫ জন স্বেচ্ছাসেবক রয়েছে
সিপিপি ইউনিয়ন টিম লিডার	আবদুল মোস্তফা ০১৮১১০১১৫৬৪	মোঃ সোহেল সিকদার ০১৮২০২৯৮১৮৯	জয়নাল উদ্দীন বাবুল ০১৮২৯৭৭৬২৮১	এ বি এম রাজু ০১৮১৯৬২২১৮৮	খলিল আহামদ ০১৮২৮৮২৬৭১৯
বিডিআরসিএস স্বেছাসেবক	মাহমুদুল হাসান চৌধুরী চমক, ইয়ুথ টিম লিডার, উখিয়া উপজেলা, ০১৮৬৮৬৮২৬২৫ উখিয়া উপজেলায় মোট ৪০ জন স্বেচ্ছাসেবক রয়েছে। (ইউনিয়ন পর্যায়ে বিডিআরসিএস এর কোন স্বেচ্ছাসেবক কমিটি নেই তবে উপজেলা হতে পরিচালিত স্বেচ্ছাসেবক রয়েছে)।				
ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র (সক্ষমতা)	উখিয়া উপজেলায় মোট ৪৬ টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র রয়েছে। আশ্রয়কেন্দ্র গুলোর সক্ষমতা ১৮,১৬৫ জন				
ইউনিয়ন ভিত্তিক ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র (সক্ষমতাসহ)	১৪ টি (ধারণক্ষমতা ৬,০০০ জন)	৩ টি (ধারণক্ষমতা ১,২০০ জন)	৪ টি (ধারণক্ষমতা ১,৫৫০ জন)	১৫ টি (ধারণক্ষমতা ৫,৮৫০ জন)	১০ টি (ধারণক্ষমতা ৩,৫৬৫ জন)
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স / কেন্দ্র	ডাঃ আব্দুল মান্নান উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ০১৭৩০-৩২৪৪৭১ ukhia@uhfpo.dghs.gov.bd				
অ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভার / সুপারভাইজারের যোগাযোগ নম্বর এবং ঠিকানা	০১ টি সচল, ০২ টি অচল; জরুরী যোগাযোগঃ ০৩৪২৭৫৬০১১ ড্রাইভার-১ ঃ মোঃ আমিনুল ইসলাম - ০১৮১৯৯৬৭৫৯৭; ড্রাইভার-২ ঃ মোঃ মুনজুর আলম - ০১৮২৯১২৪৯৭৮ বেসরকারি এনজিও কর্তৃক ২ টি অ্যাম্বুলেন্স রয়েছে।				

ইউনিয়ন মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র	৩ টি				
কমিউনিটি ক্লিনিক	উখিয়া উপজেলায় মোট ১৭ টি কমিউনিটি ক্লিনিক রয়েছে				
	৩ টি	৪ টি	৪ টি	৫ টি	১ টি
প্রাইভেট হাসপাতাল/ক্লিনিক	প্রাইভেট হাসপাতাল ৩ টি প্রাইভেট ক্লিনিক ৩ টি				
স্বাস্থ্যসেবাসহ আরসিআরসি/ দেশীয়/আন্তর্জাতিক এনজিও	২ টি হাসপাতাল রয়েছে				
	রেড ক্রিসেন্ট ফিল্ড হসপিটাল, টিভি স্টেশন, বালুখালী, লতিফুর রহমান - ০১৮৩৬-৪২০৮৯৫ এমএসএফ গ্রিন রুফ হসপিটাল, গয়ালমারা, পালংখালী, জামাল উদ্দিন, প্রজেক্ট সাপোর্ট কোঅর্ডিনেটর, ০১৮২৫-১৭২৪১১, ০১৮৪৭-৪৫৪১০১ msfe-ukhiya-liaisonofficer@barcelona.msf.org				
মসজিদ	মসজিদ-৯০টি,	মসজিদ- ৫০ টি	মসজিদ- ৭৯ টি,	মসজিদ- ৯৯ টি,	মসজিদ- ৭০ টি,
জরুরী মজুদাগার (বাংলাদেশ সরকার)	২ টি মজুদাগার। ১ টি উপজেলা ভিত্তিক সরকারি মজুদাগার এবং উখিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ে ১ টি ছোট আকারের জরুরি মজুদাগার রয়েছে।				
	-	-	-	সরকারি মজুদাগার এই ইউনিয়নে অবস্থিত, ধারণক্ষমতা ২০০০ মেঃ টন প্রায়	-
অগ্নি নির্বাপণ কেন্দ্র/উপ-কেন্দ্র এবং যোগাযোগের নম্বরসহ	১ টি, উখিয়া ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, যোগাযোগঃ মো: ইমদাদুল হক, স্টেশন অফিসার, ০১৭১১০৭৯৪৪৭। জরুরী যোগাযোগের নম্বর: ০১৫৩৩২৮৩৮৩২				
	১ টি এ্যামবুলেন্স রয়েছে				
পুলিশ / এএফডি / আনসার ভিডিপি / বিজিবি / র‍্যাব ইত্যাদির যোগাযোগ নম্বর	পুলিশঃ আবুল মনছুর, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, উখিয়া থানা, ০১৭১৩৩৭৩৬৬৫; আনছার ভিডিপিঃ রোকেয়া বেগম, উপজেলা আনছার ও ভিডিপি কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত), ০১৮২৯০৬২৬৫২; মো: আবুল খায়ের, ৩৯ আনছার ব্যাটালিয়ন কমান্ডার সংযুক্ত ক্যাম্প, ০১৮৭৮০৩১৭৯৪; উখিয়া বিজিবিঃ কোম্পানী কমান্ডার কন্ট্রোল নাম্বার: ০১৫৫০০৫১৬৭৯; উখিয়া সেনাবাহিনী কন্ট্রোল নাম্বার: ০১৬৬৯১০৬০২০				

তথ্য সূত্র ঃ উখিয়া উপজেলা প্রশাসন

৪.৪. উখিয়া উপজেলার ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের তালিকা ঃ

বিদ্যমান ও নির্মাণাধীন ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রের তথ্য

উখিয়া উপজেলা, কক্সবাজার।

ছক - ১৫ ঃ উখিয়া উপজেলার ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের তালিকা

ক্রঃ নং	ইউনিয়ন	স্থান/গ্রামের নাম	আশ্রয় কেন্দ্রের নাম	নির্মাণকারী সংস্থার নাম	নির্মাণের বছর	ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠান	বর্তমান অবস্থা (ব্যবহার অনুপযোগী/মেরামত প্রয়োজন)	ধারণ ক্ষমতা
(১)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)		(১০)
১.	জালিয়াপালং	ছেপটখালী	ছেপটখালী সাইক্লোন সেল্টার কাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	সৌদি সরকার	১৯৮৮	বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ	ব্যবহারযোগ্য/সচল	৪০০
২.	জালিয়াপালং	জালিয়াপালং	জালিয়াপালং সাইক্লোন সেল্টার কাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	এলজিইডি	১৯৯৪	বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ	ব্যবহারযোগ্য/সচল	৪০০
৩.	জালিয়াপালং	চোয়াংখালী	চোয়াংখালী সাইক্লোন সেল্টার কাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	সৌদি সরকার	১৯৯৬	বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ	ব্যবহারযোগ্য/সচল	৩০০
৪.	জালিয়াপালং	সোনাইছড়ি	সোনাইছড়ি সাইক্লোন সেল্টার কাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	কারিতাস	১৯৯৬	বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ	ব্যবহারযোগ্য/সচল	৪০০
৫.	জালিয়াপালং	লম্বরী পাড়া	লম্বরী পাড়া সাইক্লোন সেল্টার কাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	এলজিইডি	১৯৯৬	বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ	ব্যবহারযোগ্য/সচল	৩৫০
৬.	জালিয়াপালং	ডেইলপাড়া	ডেইলপাড়া সাইক্লোন সেল্টার কাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	জাপান	১৯৯৭	বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ	ব্যবহারযোগ্য/সচল	৪০০
৭.	জালিয়াপালং	মনখালী	মনখালী সাইক্লোন সেল্টার কাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	সৌদি সরকার	১৯৯৮	বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ	ব্যবহারযোগ্য/সচল	৪০০
৮.	জালিয়াপালং	মোঃ শফির বিল	মোহাং শফির বিল সাইক্লোন সেল্টার কাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	কারিতাস	১৯৯৮	বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ	ব্যবহারযোগ্য/সচল	৪৫০
৯.	জালিয়াপালং	ইনানী	ইনানী সাইক্লোন সেল্টার কাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	কারিতাস	২০০১	বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ	ব্যবহারযোগ্য/সচল	৪০০
১০.	জালিয়াপালং	নিদানিয়া	নিদানিয়া সাইক্লোন সেল্টার কাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	এলজিইডি	২০০১	বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ	ব্যবহারযোগ্য/সচল	৪৫০
১১.	জালিয়াপালং	সোনার পাড়া	সোনার পাড়া সাইক্লোন সেল্টার কাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	এলজিইডি	২০০১	বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ	ব্যবহারযোগ্য/সচল	৪০০
১২.	জালিয়াপালং	রূপপতি	রূপপতি সাইক্লোন সেল্টার কাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	সৌদি সরকার	২০০৭	বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ	ব্যবহারযোগ্য/সচল	৪০০
১৩.	জালিয়াপালং	মাদারবনিয়া	মাদারবনিয়া সাইক্লোন সেল্টার কাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	এলজিইডি	২০০৭	বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ	ব্যবহারযোগ্য/সচল	৪০০
১৪.	জালিয়াপালং	জালিয়াপালং	ছেপটখালী মাদারবনিয়া উপকুলীয় উচ্চ বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন সেল্টার	ডিডিএম	২০১৮	বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ	ব্যবহারযোগ্য/সচল	৮৫০
১৫.	হলদিয়াপালং	চৌধুরী পাড়া	রুমখাঁ পাড়া সাইক্লোন সেল্টার কাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	সৌদি সরকার	১৯৯৬	বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ	ব্যবহারযোগ্য/সচল	৪০০
১৬.	হলদিয়াপালং	নলবনিয়া	নলবনিয়া সাইক্লোন সেল্টার কাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	এলজিইডি	১৯৯৬	বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ	ব্যবহারযোগ্য/সচল	৪৫০
১৭.	হলদিয়াপালং	পাগলির বিল	পাগলির বিল সাইক্লোন সেল্টার কাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	সৌদি সরকার	১৯৯৮	বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ	ব্যবহারযোগ্য/সচল	৩০০
১৮.	হলদিয়াপালং	মরিচ্যাপালং	মরিচ্যাপালং সাইক্লোন সেল্টার কাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	এলজিইডি	২০০৭	বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ	ব্যবহারযোগ্য/সচল	৪০০
১৯.	রত্নাপালং	কামারিয়ার বিল	কামারিয়ার বিল সাইক্লোন সেল্টার কাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	সৌদি সরকার	১৯৯৬	বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ	ব্যবহারযোগ্য/সচল	৪০০
২০.	রত্নাপালং	গয়ালমারা	গয়ালমারা সাইক্লোন সেল্টার কাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	সৌদি সরকার	২০০১	বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ	ব্যবহারযোগ্য/সচল	৪০০

২১.	রত্নাপালং	থিমছড়ি	থিমছড়ি সাইক্লোন সেন্টার কাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	জাপান	২০০২	বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ	ব্যবহারযোগ্য/সচল	৪০০
২২.	রাজাপালং	রাজাপালং	আবুল কাশেম নূরজাহান চৌধুরী উচ্চ বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন সেন্টার	কারিতাস	১৯৯৬	বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ	ব্যবহারযোগ্য/সচল	২৫০
২৩.	রাজাপালং	উত্তর পুকুরিয়া	উত্তর পুকুরিয়া সাইক্লোন সেন্টার কাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	সৌদি সরকার	১৯৯৬	বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ	ব্যবহারযোগ্য/সচল	৩৫০
২৪.	রাজাপালং	পূর্ব ডিগলিয়াপালং	পূর্ব ডিগলিয়া সাইক্লোন সেন্টার কাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	সৌদি সরকার	১৯৯৬	বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ	ব্যবহারযোগ্য/সচল	৪০০
২৫.	রাজাপালং	জাদীমোরা	রাজাপালং বায়তুশ শরফ আদর্শ শাহ জব্বারিয়া বালিকা দাখিল মাদ্রাসা	কারিতাস	১৯৯৬	মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ	ব্যবহারযোগ্য/সচল	২৫০
২৬.	রাজাপালং	দরগাহ বিল	দরগাহ বিল সাইক্লোন সেন্টার কাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	কারিতাস	১৯৯৭	বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ	ব্যবহারযোগ্য/সচল	৩৫০
২৭.	রাজাপালং	কতুপালং	কতুপালং সাইক্লোন সেন্টার কাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	এলজিইডি	১৯৯৭	বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ	ব্যবহারযোগ্য/সচল	৩৫০
২৮.	রাজাপালং	খয়রাতি পাড়া	খয়রাতি পাড়া সাইক্লোন সেন্টার কাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	সৌদি সরকার	১৯৯৭	বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ	ব্যবহারযোগ্য/সচল	৪০০
২৯.	রাজাপালং	মধ্য রাজাপালং	মধ্য রাজাপালং সাইক্লোন সেন্টার কাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	সৌদি সরকার	১৯৯৭	বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ	ব্যবহারযোগ্য/সচল	৩৫০
৩০.	রাজাপালং	রাজাপালং	রাজাপালং সাইক্লোন সেন্টার কাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	সৌদি সরকার	১৯৯৭	বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ	ব্যবহারযোগ্য/সচল	৩৫০
৩১.	রাজাপালং	হরিণমারা	হরিণমারা সাইক্লোন সেন্টার কাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	সৌদি সরকার	১৯৯৭	বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ	ব্যবহারযোগ্য/সচল	৪০০
৩২.	রাজাপালং	ফলিয়া পালং	ফলিয়া পালং সাইক্লোন সেন্টার কাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	সৌদি সরকার	১৯৯৭	বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ	ব্যবহারযোগ্য/সচল	৪০০
৩৩.	রাজাপালং	ডেইল পাড়া	ডেইল পাড়া সাইক্লোন সেন্টার কাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	এলজিইডি	১৯৯৮	বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ	ব্যবহারযোগ্য/সচল	৪০০
৩৪.	রাজাপালং	সিকদার বিল	সিকদার বিল সাইক্লোন সেন্টার কাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	এলজিইডি	১৯৯৮	বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ	ব্যবহারযোগ্য/সচল	৪০০
৩৫.	রাজাপালং	উখিয়া সদর	উখিয়া সাইক্লোন সেন্টার কাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	কারিতাস	২০০২	বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ	ব্যবহারযোগ্য/সচল	৪০০
৩৬.	রাজাপালং	মহুরী পাড়া	নুরুল ইসলাম চৌধুরী টেকনিক্যাল কলেজ বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র	ডিডিএম	২০১৪	কলেজ কর্তৃপক্ষ	ব্যবহারযোগ্য/সচল	৮০০
৩৭.	পালংখালী	রহমতের বিল	রহমতের বিল সাইক্লোন সেন্টার কাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	এলজিইডি	১৯৯৬	বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ	ব্যবহারযোগ্য/সচল	৩২৫
৩৮.	পালংখালী	মোছারখোলা	হাজ্বী গুরামিয়া সাইক্লোন সেন্টার কাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (মোছারখোলা)	সৌদি সরকার	১৯৯৬	বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ	ব্যবহারযোগ্য/সচল	৩২০
৩৯.	পালংখালী	পালংখালী	পালংখালী উচ্চ বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন সেন্টার	সৌদি সরকার	১৯৯৬	বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ	ব্যবহারযোগ্য/সচল	২৫০
৪০.	পালংখালী	পালংখালী	দঃ বালুখালী লতিফুন্নেছা সাইক্লোন সেন্টার কাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	এলজিইডি	১৯৯৭	বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ	ব্যবহারযোগ্য/সচল	৩৫০
৪১.	পালংখালী	থাইংখালী	থাইংখালী সাইক্লোন সেন্টার কাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	সৌদি সরকার	১৯৯৮	বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ	ব্যবহারযোগ্য/সচল	৩২০
৪২.	পালংখালী	পালংখালী	ফারির বিল সাইক্লোন সেন্টার কাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	সৌদি সরকার	২০০১	বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ	ব্যবহারযোগ্য/সচল	৩০০
৪৩.	পালংখালী	আনজুমান পাড়া	আনজুমান পাড়া সাইক্লোন সেন্টার কাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	সৌদি সরকার	২০০৭	বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ	ব্যবহারযোগ্য/সচল	৩৫০
৪৪.	পালংখালী	বালুখালী	বালুখালী সাইক্লোন সেন্টার কাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	সৌদি সরকার	২০০৮	বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ	ব্যবহারযোগ্য/সচল	৪০০
৪৫.	পালংখালী	তেলখোলা	তেলখোলা সাইক্লোন সেন্টার কাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ডিডিএম	২০০৮	বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ	ব্যবহারযোগ্য/সচল	৭০০

৪৬.	পালংখালী	পালংখালী	বালুখালী কাশেমী মিয়া উচ্চ বিদ্যালয় কাম বহুমূখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র	ডিডিএম	২০১৮	বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ	ব্যবহারযোগ্য/সচল	২৫০

তথ্য সূত্র: উপজেলা প্রশাসন, উখিয়া।

উখিয়া উপজেলার অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যা অস্থায়ী জরুরী আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে।

ছক - ১৬ ঃ উখিয়া উপজেলার অন্যান্য অস্থায়ী জরুরী আশ্রয়কেন্দ্রের তালিকা

ইউনিয়ন	বিদ্যালয়/মাদ্রাসা/কলেজ	বিদ্যালয়ের নাম	প্রতিষ্ঠান প্রধানের মোবাইল নাম্বার
হলদিয়াপালং ইউনিয়ন	৪ টি উচ্চ বিদ্যালয়, ৪ টি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ৩ টি মাদ্রাসা	হিলটপ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	১৮৬৩৩৭৪৬৩৮
		মরিচ্যাপালং উচ্চ বিদ্যালয়	১৮১৪৭২৫৬৮৯
		মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	১৮১৮৭৭৭৪৬৬
		সৈয়দ বখতিয়ার চেমন বাহার চৌধুরী উচ্চ বিদ্যালয়	১৮২০২৯৬০৪৯
		ছালে বুলবুল নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১৮২৪৬৫৩২৯৬
		পাতাছড়ি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১৮২২২৪১২৭৯
		এ.টি.এম. জাফর আলম নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১৮২৭৪৯৭৬৮৮
		উম্মে ছালমা বালিকা দাখিল মাদ্রাসা	১৮১৮৭৬৬৬৮৬
		হযরত শাহ সুফি আমানত খান	১৮১২৫৮৬০৯৭
		পাগলির বিল দাখিল মাদ্রাসা	১৮১৫৫৭২২৬১
রত্নাপালং ইউনিয়ন	২টি উচ্চ বিদ্যালয়, ২টি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ৪টি মাদ্রাসা	পালং আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়	১৮১৮১১৯৮৬৬
		ভালুকিয়া পালং উচ্চ বিদ্যালয়	১৮১৬০২৪৭০৬
		রুমখা পালং নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১৮১৯৬২১৮৯৭
		চাকবৈঠা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১৮১৭৩৮১৪২৫
		রুমখা পালং আলীম মাদ্রাসা	১৮১৪৭২২১৮৩
		ফাতেমা তুজ জোহরা বালিকা দাখিল মাদ্রাসা	১৮১৩২২১৮৮৭
		থিমছড়ি দাখিল মাদ্রাসা	১৮৩৫১০২০৭৯
		গয়ালমারা দাখিল মাদ্রাসা	১৮১৯৯৭৪৭৩৯
জালিয়াপালং ইউনিয়ন	২টি উচ্চ বিদ্যালয়, ২টি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ২টি মাদ্রাসা	জালিয়াপালং উচ্চ বিদ্যালয়	১৫৫৪৩১৩২১২
		সোনারপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়	১৮১৮৯৮৪৪৫৮
		ইনানী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় (৮ম শ্রেণী পর্যন্ত)	১৮১৯৩৬০০২৯
		উপকুলীয় নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১৭৯৭০৬৩৯৯২
		আয়েশা সিদ্দিকা দাখিল মাদ্রাসা	১৮৭১৭৮০২৮৪
		সোনারপাড়া দাখিল মাদ্রাসা	১৮১৮৯৯৪৭০৫
রাজাপালং ইউনিয়ন	৩টি কলেজ, ৬টি উচ্চ বিদ্যালয়, ১টি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ৩টি মাদ্রাসা	উখিয়া ডিগ্রী কলেজ	১৮১৯৫২৪৭৮৩
		নুরুল ইসলাম চৌধুরী টেকনিক্যাল কলেজ	১৮১৭৭৭৩৭৭২
		বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা কলেজ	১৬২১৪৯৪২৪২
		কুতুপালং উচ্চ বিদ্যালয়	১৮১৯৯৪৯৮১৩
		নুরুল ইসলাম চৌধুরী গুলজার বেগম উচ্চ বিদ্যালয়	১৮১৩১৭১২৫৬

		ডেইলপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়	১৮২০১১৯৭১৮
		উখিয়া সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়	১৮১৫৬৯৪৫৬৬
		উখিয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	১৮১৯৮০৩০৫৪
		আবুল কাশেম নুরজাহান চৌধুরী উচ্চ বিদ্যালয়	১৮১৯৫১৯৪৫৭
		উখিয়া ইন্টারন্যাশনাল নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১৮১৯৮৮৯৯৩২
		রাজাপালং ফাজিল মাদ্রাসা	১৮১৯৮৬৪৬৭৬
		রাজাপালং জব্বারিয়া বালিকা মাদ্রাসা	১৮১৩৯৬৩২১৯
		হামেদিয়া দারুচ্ছুনাহ দাখিল মাদ্রাসা	১৮১৮০২২৬৪৬
পালংখালী ইউনিয়ন	৩টি উচ্চ বিদ্যালয়, ৪ টি মাদ্রাসা	পালংখালী উচ্চ বিদ্যালয়	১৮১৩৮৪৬৩৭৯
		থাইংখালী উচ্চ বিদ্যালয়	১৮১৯৬০৮৪৭১
		বালুখালী দাখিল মাদ্রাসা	১৬১৩৫০৮২৮৮
		পালংখালী খতিজাতুল কুবরা বালিকা দাখিল মাদ্রাসা	১৮১৩৮৪৫৯৬৮
		রহমতেরবিল দাখিল মাদ্রাসা	১৮১৪৩৬৩৪২৮

তথ্য সূত্র: উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস, উখিয়া ।

উপজেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাজের তথ্য এবং বর্তমান অবস্থা এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হলো

ছক - ১৭ ঃ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাজের তথ্য এবং বর্তমান অবস্থা

<u>জালিয়া পালং ইউনিয়ন</u>

ক্রঃনং	বিদ্যালয়ের নাম	কি কাজ করতে হবে	মন্তব্য
০১	জালিয়া পালং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন সেল্টার	নতুন ভবন, বাউন্ডারী ওয়াল নির্মান।	সাইক্লোন সেল্টার নির্মান কাজ চলছে।
০২	সোনারপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	নতুন ভবন, পুরাতন ভবন মেরামত।	সাইক্লোন সেল্টার নির্মান কাজ সমাপ্ত হয়েছে।
০৩	নিদানিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন সেল্টার	পিইডিপি-২ এর ভবন মেরামত।	সাইক্লোন সেল্টারের কাজ বন্ধ।
০৪	ইনানী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন সেল্টার	নতুন ভবন, পিইডিপি-২ এর ভবন মেরামত, বাউন্ডারী ওয়াল।	সাইক্লোন সেল্টার নির্মান কাজ চলছে।
০৫	মোঃ শফিরবিল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পিইডিপি-২ এর ভবন মেরামত।	মেরামতের জন্য প্রক্রিয়াধীন।
০৬	চোয়াংখালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন সেল্টার	বাউন্ডারী ওয়াল।	সাইক্লোন সেল্টারের কাজ বন্ধ।
০৭	ছেপটখালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন সেল্টার	পিইডিপি-২ এর ভবন মেরামত।	
০৮	মনখালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন সেল্টার	পিইডিপি-২ এর ভবন মেরামত।	সাইক্লোন সেল্টার নির্মান কাজ সমাপ্ত হয়েছে।
০৯	রূপপতি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বাউন্ডারী ওয়াল।	নতুন ভবন নির্মানের জন্য প্রক্রিয়াধীন।
১০	সোনাইছড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন সেল্টার	পিইডিপি-২ এর ভবন মেরামত।	সাইক্লোন সেল্টার নির্মান কাজ চলছে।

১১	আঃ আব্দুর রহমান বদি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	পুরাতন ভবন মেরামত।	নতুন ভবন নির্মানের জন্য প্রক্রিয়াধীন।
১২	মাদারবনিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন সেল্টার	ভবন মেরামত।	নতুন ভবন নির্মানের জন্য প্রক্রিয়াধীন।
১৩	লম্বরী পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন সেল্টার	বাউন্ডারী ওয়াল।	সাইক্লোন সেল্টার মেরামত হয়েছে, পিইডিপি-২ এর ভবন মেরামত প্রক্রিয়াধীন।
১৪	ডেইলপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন সেল্টার	সাইক্লোন সেল্টার মেরামত, পিইডিপি-২ এর ভবন মেরামত ও নতুন ভবন।	
১৫	মনখালী চাকমা পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পুরাতন ভবন মেরামত।	
১৬	পূর্ব পাইন্যাশিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	নতুন ভবন।	বর্তমান ভবনটি মেরামত হয়েছে। বিদ্যালয়ের জমি সংক্রান্ত সমস্যা আছে।
১৭	ইমামের ডেইল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বাউন্ডারী ওয়াল প্রয়োজন।	বিদ্যালয়ের ভবনটি এ বছর চালু হয়েছে।

রত্না পালং ইউনিয়ন

ক্রঃনং	বিদ্যালয়ের নাম	কি কাজ করতে হবে	মন্তব্য
০১	গয়ালমারা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২টি ভবন মেরামত।	বাউন্ডারী ওয়াল নির্মান কাজ আপাততঃ স্থগিত।
০২	থিমছড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন শেল্টার	পিইডিপি-২ এর ভবন মেরামত ও সম্প্রসারন।	সাইক্লোন সেল্টার মেরামত হয়েছে।
০৩	আমতলী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন সেল্টার	পিইডিপি-২ এর ভবন মেরামত।	
০৪	ভালুকিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	নতুন ভবন নির্মানের জন্য টিনশেড ভবনটি ভাঙতে হবে।	মেরামত, বাউন্ডারী ওয়াল নির্মান হয়েছে। নতুন ভবনের জন্য প্রক্রিয়াধীন।
০৫	রত্নাপালং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বাইন্ডারী ওয়াল।	নতুন ভবন নির্মান কাজ চলমান।
০৬	তেলী পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	টিনশেড ভবনটি ভেঙ্গে নতুন ভবন নির্মান।	মেরামত ও বাউন্ডারী ওয়াল নির্মান হয়েছে।
০৭	পশ্চিম রত্না সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বাউন্ডারী ওয়াল।	প্রয়োজনীয় মেরামত সম্পন্ন হয়েছে।
০৮	দক্ষিণ রত্নাপালং মোজাহের ঘোনা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বাউন্ডারী ওয়াল।	মেরামত হয়েছে। নতুন ভবন নির্মানের জন্য প্রস্তাবনা দেওয়া হয়েছে।
০৯	পূর্ব ভালুকিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পুরাতন ভবনটি মেরামত।	নতুন ভবন নির্মান কাজ চলমান।
১০	করইবনিয়া পাহড়িকা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বাউন্ডারী ওয়াল।	নতুন ভবন নির্মান কাজ চলমান।
১১	কামারিয়ার বিল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	নতুন ভবন ও বাউন্ডারী ওয়াল।	
১২	রুহুল্লার ডেবা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মেরামত প্রয়োজন।	বাউন্ডারী ওয়াল নির্মানের জন্য প্রস্তাবনা দেওয়া হয়েছে।

হলদিয়া পালং ইউনিয়ন

ক্রঃনং	বিদ্যালয়ের নাম	কি কাজ করতে হবে	মন্তব্য

০১.	রুমখা পালং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন সেল্টার	পিইডিপি-২ এর ভবন মেরামত।	সাইক্লোন সেল্টার মেরামত প্রক্রিয়াধীন, বাউন্ডারী ওয়াল নির্মান করা হয়েছে।
০২	পাগলির বিল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়		ভবন মেরামত হয়েছে। নতুন ভবন নির্মান কাজ চলামন।
০৩	মরিচ্যা পালং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন সেল্টার	পিইডিপি-২ এর ভবন মেরামত, নতুন ভবন নির্মান।	সাইক্লোন সেল্টার মেরামত প্রস্তাবনা আছে, বাউন্ডারী ওয়াল নির্মান প্রক্রিয়াধীন।
০৪	নলবনিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বাউন্ডারী ওয়াল।	মেরামত হয়েছে। নতুন ভবন নির্মানে প্রস্তাবনা আছে।
০৫	সাবেক রুমখা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বাউন্ডারী ওয়াল।	সাইক্লোন সেল্টার নির্মান কাজ চলমান।
০৬	উত্তর বড়বিল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বাউন্ডারী ওয়াল।	মেরামত হয়েছে। নতুন ভবন নির্মানে প্রস্তাবনা আছে।
০৭	সালেহ বুলবুল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পুরাতন ভবন মেরামত ও নতুন ভবন নির্মান।	
০৮	উত্তর ধুরমখালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বাউন্ডারী ওয়াল।	নতুন ভবন নির্মানে প্রস্তাবনা আছে।
০৯	রুমখাপালং হাতির ঘোনা সাইরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পুরাতন ভবন মেরামত ও নতুন ভবন নির্মান প্রয়োজন। গাইডওয়াল নির্মান খুবই জরুরী।	পরিত্যক্ত ভবনটি খুবই ঝুঁকিপুর্ন ও নতুন ভবন নির্মান খুবই জরুরী।
১০	দক্ষিণ হলদিয়া পালং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পুরাতন ভবন মেরামত।	নতুন ভবন নির্মান কাজ চলমান।
১১	পশ্চিম হলদিয়া পালং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পুরাতন ভবন মেরামত।	নতুন ভবন নির্মান কাজ চলমান। বাউন্ডারী ওয়াল নির্মান হয়েছে।
১২	রুমখা বড়বিল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বাউন্ডারী ওয়াল প্রয়োজন।	মেরামত হয়েছে।
১৩	মধ্যম হলদিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়		সাইক্লোন সেল্টার নির্মান কাজ চলমান।
১৪	গুরাইয়ার দ্বীপ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বাউন্ডারী ওয়াল প্রয়োজন।	নতুন ভবন নির্মান কাজ চলমান। মেরামত হয়েছে।
১৫	হলদিয়া পাতাবাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পুরাতন ভবন মেরামত।	সাইক্লোন সেল্টার মেরামত হয়েছে। বাউন্ডারী ওয়াল নির্মান হয়েছে।

রাজা পালং ইউনিয়ন

ক্রঃনং	বিদ্যালয়ের নাম	কি কাজ করতে হবে	মন্তব্য
০১	মধ্য রাজাপালং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মাঠ সংস্কার, ভবন রং করণ।	একটি প্রাক্ প্রাথমিক শ্রেনী কক্ষ নির্মাণ হয়েছে।
০২	খয়রাতি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	গাইড ওয়াল।	
০৩	উখিয়া মডেল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পুরাতন ভবন মেরামত।	সাইক্লোন সেল্টারের কাজ চলমান।
০৪	কুতুপালং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পুরাতন ভবন মেরামত।	
০৫	ডেইল পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বাউন্ডারী ওয়াল।	
০৬	দরগাহ বিল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পুরাতন ভবন মেরামত।	সাইক্লোন সেল্টার নির্মানের জন্য প্রস্তাবনাধীন।
০৭	চাক বৈঠা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বাউন্ডারী ওয়াল।	সাইক্লোন সেল্টার নির্মানের জন্য প্রস্তাবনাধীন।

০৮	রাজাপালং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন সেল্টার	বাউন্ডারী ওয়াল।	ওয়াশ ও স্যানিটেশন নির্মান কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
০৯	দরগাহ পালং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ওয়াশ ব্লক ও গভীর নলকুপ।	মেরামতের কাজ হয়েছে কিন্তু অনেক কাজ অসম্পূর্ণ অবস্থায় আছে। সাইক্লোন সেল্টার নির্মানের জন্য প্রস্তাবনাধীন।
১০	উত্তর পুকুরিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন সেল্টার	বাউন্ডারী ওয়াল।	
১১	হরিণমারা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পুরাতন ভবন নির্মান।	
১২	তুতুর বিল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ওয়াশ ব্লক	সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ কাজ চলমান।
১৩	নুরুল ইসলাম চৌধুরী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	পুরাতন ভবন মেরামত।	সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ কাজ চলমান।
১৪	অরবিন্দু বড়ুয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	বাউন্ডারী ওয়াল, গভীর নলকুপ, মাঠ সংস্কার ও শ্রেণী কক্ষ সম্প্রসারন।	
১৫	ফলিয়া পাড়া আলী মুদ্দিন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পুরাতন ভবন মেরামত।	সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ কাজ চলমান।
১৬	লম্বাঘোনা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পুরাতন ভবন মেরামত।	সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ কাজ চলমান।
১৭	দোছড়ি পাহাড়িয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বাউন্ডারী ওয়াল, মাঠ সংস্কার ও শ্রেণী কক্ষ সম্প্রসারন।	
১৮	পুর্ব ডিগলিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বাউন্ডারী ওয়াল, শ্রেণী কক্ষ সম্প্রসারন।	
১৯	রাজাপালং মোহছেন আলী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বাউন্ডারী ওয়াল, মাঠ সংস্কার।	
২০	রেজুরকুল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বাউন্ডারী ওয়াল, মাঠ সংস্কার ও ৩টি শ্রেণীকক্ষ সম্প্রসারন।	
২১	ঘোনারপাড়া শফি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পুরাতন ভবন মেরামত।	সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ কাজ চলমান।
২২	হাতিমোরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বাউন্ডারী ওয়াল, ১টি শ্রেনী কক্ষ সম্প্রসারন।	
২৩	সিকদার বিল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বাউন্ডারী ওয়াল।	
২৪	নতুন পাড়া জে. চৌধুরী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বাউন্ডারী ওয়াল, পুরাতন ভবন মেরামত।	সাইক্লোন সেল্টার নির্মানের জন্য প্রস্তাবনাধীন।
২৫	পাতাবাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পুরাতন ভবন মেরামত।	সাইক্লোন সেল্টার নির্মানের জন্য প্রস্তাবনাধীন।

<u>পালংখালী ইউনিয়ন</u>

ক্রঃনং	বিদ্যালয়ের নাম	কি কাজ করতে হবে	মন্তব্য
০১	আঞ্জুমান পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১টি শ্রেনীক্ষ ও গাইড ওয়াল।	
০২	ফারিরবিল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন সেল্টার	পুরাতন ভবন মেরামত।	
০৩	বালুখালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বাউন্ডারী ওয়াল।	
০৪	রহমতের বিল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বাউন্ডারী ওয়াল।	
০৫	থাইংখালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পুরাতন ভবন মেরামত।	

০৬	দক্ষিন বালুখালী লতিফুন্নেসা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পুরাতন ভবন মেরামত।	জলছাদ করা হয়েছে।
০৭	পালংখালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩টি শ্রেনীকক্ষ সম্প্রসারন ।	
০৮	তেলখোলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়		সাইক্লোন শেল্টার নির্মানের জন্য প্রস্তাবনাধীন। (মাটি পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে।
০৯	হাজী গুরামিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বাউন্ডারী ওয়াল, মাঠ সংস্কার, ওয়াশ ব্লক, গভীর নলকুপ।	

তথ্য সূত্র: উপজেলা শিক্ষা অফিস, উখিয়া

৪.৫. উখিয়া উপজেলার বিভিন্ন হাট ও বাজারে অবস্থিত কয়েকটি পাইকারী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের তালিকা।

জরুরী সময়ে উক্ত দোকানগুলো হতে প্রয়োজনীয় শুকনো খাবার যেমন: চিড়া, মুড়ি, চাল, ডাল, লবণ ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর সংস্থান করা যেতে পারে।

ছক - ১৮ ঃ উখিয়া উপজেলার দোকানের তালিকা (ইউনিয়ন ভিত্তিক)

জালিয়াপালং ইউনিয়ন

ইউনিয়নের নাম	দোকানের নাম ও বাজার	মালিক / স্বত্ত্বাধিকারী	ফোন নাম্বার
জালিয়াপালং ইউনিয়ন পরিষদ	মেসার্স হাফজা ষ্টোর, সোনারপাড়া	মো: সাইফুল ইসলাম	০১৮১৫০৭১১৯৭
জালিয়াপালং ইউনিয়ন পরিষদ	মেসার্স সিরাজ ষ্টোর	সিরাজুল ষ্টোর	০১৮১৪৩৭৭৯২০ ০১৮১৪৩৭৭৯১৯
জালিয়াপালং ইউনিয়ন পরিষদ	মেসাস আবির ষ্টোর	ফারুক সওদাগর	০১৮২৪৮৫৬২০০ ০১৮৪০৮৭৯৮২৭
জালিয়াপালং ইউনিয়ন পরিষদ	মেসার্স মনজুর এন্ড ব্রাদার্স	মো: আবুল কালাম	০১৮১৮৪৯২৬৯৯৩ ০১৮১৩৯৭৯০৭৩
জালিয়াপালং ইউনিয়ন পরিষদ	মেসার্স সাগর ষ্টোর	সাগর আলম	০১৮১৬১৫৭০৪৫ ০১৮৫৯২১৬৮৩৪
জালিয়াপালং ইউনিয়ন পরিষদ	মেসার্স জোবাইদা ষ্টোর	মো: রফিক	০১৮৬২৪৪৮২৫৬ ০১৮৩৮৭৩৪৬৯০
রত্নাপালং ইউনিয়ন পরিষদ	মেসার্স জালাল ষ্টোর	মো: আফাজ উদ্দীন	০১৮২৩১৬৬৫৮০

হলদিয়াপালং ইউনিয়ন

ইউনিয়নের নাম	দোকানের নাম ও বাজার	মালিক / স্বত্ত্বাধিকারী	ফোন নাম্বার
হলুদিয়া ইউনিয়ন	মেসার্স আলিফ ষ্টোর (মরিচ্যা বাজার)	মো: আহসান উল্লা	০১৮১১৭০৭৬৭৬
হলুদিয়া ইউনিয়ন	মেসার্স হাজী রশিদ ষ্টোর	হাজী রশিদ আহম্মদ	০১৮১৬৮০০০৭৫
হলুদিয়া ইউনিয়ন	মেসার্স জুবলি ষ্টোর এন্ড ইলেকট্রিক	সুদত্ত বড়ুয়া (চামু)	০১৮১৯৬২৪১৭৯ ০১৮৫১৫৬৯৬৫০
হলুদিয়া ইউনিয়ন	মেসার্স বেবী ষ্টোর	বাবুল সওদাগর	০১৮২০১৮৫২৮৫
হলুদিয়া ইউনিয়ন	মেসার্স করিম এন্ড ব্রাদার্স	মো: সামসুল আলম	০১৮১৫৩৮৯৯৪

			০১৮৬৯০০২২৭৯
হলুদিয়া ইউনিয়ন	মেসার্স জোবাইদা ষ্টোর	মোঃ রফিক	০১৮৬২৪৪৮২৫৬ ০১৮৩৮৭৩৪৬৯০
হলুদিয়া ইউনিয়ন	মেসার্স মামা ভাগ্নে ষ্টোর	মো; আবদুর সামাদ	০১৮১৪২৬৭৯৩৩

রত্নাপালং ইউনিয়ন

ইউনিয়নের নাম	দোকানের নাম ও বাজার	মালিক / স্বত্ত্বাধিকারী	ফোন নাম্বার
রত্নাপালং ইউনিয়ন পরিষদ	মেসার্স কামাল ষ্টোর, কোর্ট বাজার	মো: কামাল উদ্দীন	০১৮৪০০০২৭৪১
রত্নাপালং ইউনিয়ন পরিষদ	মেসার্স রিয়াজ ষ্টোর	আল হাজ্ব ফজলুল করিম	০১৭২৭০৩২৯৫৯
রত্নাপালং ইউনিয়ন পরিষদ	মেসাস আলমগীর ষ্টোর	সাহাব উদ্দীন	০১৮৪৫৬৬৫৯৪৫ ০১৮১৬৯১৭৭৪৬
রত্নাপালং ইউনিয়ন পরিষদ	মেসার্স কামাল ষ্টোর, ভালুকিয়াপালং হাজী মোজাফফর মার্কেট	কামাল উদ্দীন সওদাগর	০১৮১২৭৩৫৬৫৫
রত্নাপালং ইউনিয়ন পরিষদ	হক ষ্টোর ভালুকিয়া উখিয়া কক্সবাজার	মো: হক	০১৮১১৭৫৯৭৫৪
রত্নাপালং ইউনিয়ন পরিষদ	মেসার্স জোবাইদা ষ্টোর	মো: রফিক	০১৮৬২৪৪৮২৫৬ ০১৮৩৮৭৩৪৬৯০
রত্নাপালং ইউনিয়ন পরিষদ	এস আলম ষ্টোর ভালুকিয়া উখিয়া কক্সবাজার	প্রো: ছৈয়দ আলম	০১৮২৬৩০৫৬৬৬ ০১৮১৭৩৮৭৬৯২
রত্নাপালং ইউনিয়ন পরিষদ	মেসার্স পুস্প ষ্টোর ভালুকিয়া উখিয়া কক্সবাজার	প্রো: জদু বড়ুয়া	০১৮২৫১৫৮১৯১ ০১৮৩৩৮১৭৩৩২

রাজাপালং ইউনিয়ন

ইউনিয়নের নাম	দোকানের নাম ও বাজার	মালিক / স্বত্ত্বাধিকারী	ফোন নাম্বার
পালংখালী ইউনিয়ন পরিষদ	আমিন ষ্টোর, থাইংখালী বাজার	মো: আমিন	০১৮৪৩৫৬১৮৮২
পালংখালী ইউনিয়ন পরিষদ	মেসার্স হাসান ষ্টোর, থাইংখালী বাজার	জয়নাল	০১৮৪৩০৫৪৫৮৬
পালংখালী ইউনিয়ন পরিষদ	মস্তাক ষ্টোর, থাইংখালী বাজার	মস্তাক	০১৮১৮৮১৯৮১১৫
পালংখালী ইউনিয়ন পরিষদ	মেসার্স কামাল, ষ্টোর, পালংখালী বাজার	মো: কালাম	০১৮৭৭০৩০৪১৭৩
পালংখালী ইউনিয়ন পরিষদ	মেসার্স ভাই ভাই, ষ্টোর, পালংখালী বাজার	আব্দুর রহমান	০১৮১৫৯১৫০৪২
পালংখালী ইউনিয়ন পরিষদ	মেসার্স ইব্রাহিম, ষ্টোর, পালংখালী বাজার	মো: ইব্রাহিম	০১৮৬৪৭৬৬৩৭৯

পালংখালী ইউনিয়ন

ইউনিয়নের নাম	দোকানের নাম ও বাজার	মালিক / স্বত্ত্বাধিকারী	ফোন নাম্বার
পালংখালী ইউনিয়ন পরিষদ	আমিন,ষ্টোর, থাইংখালী বাজার	মো: আমিন	০১৮৪৩৫৬১৮৮২
পালংখালী ইউনিয়ন পরিষদ	মেসার্স হাসান, ষ্টোর, থাইংখালী বাজার	জয়নাল	০১৮৪৩০৫৪৫৮৬

পালংখালী ইউনিয়ন পরিষদ	মস্তাক ষ্টোর, থাইংখালী বাজার	মস্তাক	০১৮১৮৮১৯৮১১৫
পালংখালী ইউনিয়ন পরিষদ	মেসার্স কামাল, ষ্টোর, পালংখালী বাজার	মো: কালাম	০১৮৭৭০৩০৪১৭৩
পালংখালী ইউনিয়ন পরিষদ	মেসার্স ভাই ভাই, ষ্টোর, পালংখালী বাজার	আব্দুর রহমান	০১৮১৫৯১৫০৪২
পালংখালী ইউনিয়ন পরিষদ	মেসার্স ইব্রাহিম, ষ্টোর, পালংখালী বাজার	মো: ইব্রাহিম	০১৮৬৪৭৬৬৩৭৯

তথ্য সূত্র ঃ স্থানীয়ভাবে সংগৃহিত

৪.৬. আপদকালীন তহবিল:

ECHO ,র অর্থায়নে, জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) ,র সহযোগিতায় এবং একশনএইড বাংলাদেশ কর্তৃক বাস্তবায়িত ”স্ট্রেনদেনিং এক্সট্রিম ওয়েদার এন্ড ডিজাস্টার প্রিপেয়ার্ডনেস - এস.ই.ডব্লিউ.ডি.পি প্রকল্পের মাধ্যমে উখিয়া উপজেলার রত্নাপালং, রাজাপালং ও পালংখালী ইউনিয়নে দুর্যোগে জরুরী সাড়া প্রদানের লক্ষ্যে আপদকালীন তহবিল হিসাবে প্রতি ইউনিয়নে ৪২১ ,১২৫ টাকা (প্রায়) অনুদান এর মাধ্যমে গঠন করা হয়েছে । উক্ত তহবিল অনুমোদিত ইউনিয়ন আপদকালীন তহবিল নির্দেশিকা অনুসারে ব্যবহার করা হবে।

পঞ্চম অধ্যায় ঃ উদ্ধার ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা

৫.১. উখিয়া উপজেলার সমন্বয়ের ছকঃ

দুর্যোগ পূর্ববর্তি, দুর্যোগকালীন, পরবর্তি উদ্ধার ও পুনর্বাসন এবং স্বাভাবিক ঝুঁকি হ্রাসমূলক কাজের সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়েছে।

ছক - ১৯ ঃ আপদকালীন সময়ের সমন্বয় ছক

সংস্থা	যোগাযোগকারী ব্যক্তির বিবরণ	সিপিপি প্রতিনিধি	বিডিআরসিএস এর প্রতিনিধি	রোহিঙ্গা সংকটে সাড়াদান প্রতিনিধি
জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	মোঃ রইসউদ্দিন মুকুল জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, কক্সবাজার ০১৭১৫৫৬০৬৮৮ ০৩৪১-৬৪২৫৪ drrocox'sbazar@ddm.gov.bd	হাফিজ আহমদ উপ-পরিচালক, সিপিপি, ০১৭১২০২৬৩০৪ Hafiz.cpp95@gmail.com	আবু হেনা মোস্তফা কামাল সাধারণ সম্পাদক, কক্সবাজার জেলা, ০১৮১৯৪১৮৮০৫	মোঃ মাহবুব আলম তালুকদার শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার, কক্সবাজার ০৩৪১-৬৩৫১৩ rrrc_cox@yahoo.com contact@rrrc.gov.bd
উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	মোঃ আল মামুন, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, উখিয়া। ০১৮৮২১৬০০৮২	এ বি এম আবুল হোসেন রাজু, উপজেলা প্রতিনিধি, সিপিপি ০১৮১৯৬২২১৮৮	মাহমুদুল হাসান চৌধুরী চমক, ইয়ুথ টিম লিডার, বিডিআরসিএস ০১৮৬৮৬৮২৬২৫	মোঃ নিকারুজ্জামান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উখিয়া, ১৭৩৩৩৭৩২০৫

উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির ১৭, সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে এই পরিকল্পনা অনুমোদন করা হলো।

অনুমোদনকারী

জনাব হামিদুল হক চৌধুরী

চেয়ারম্যান

উখিয়া উপজেলা পরিষদ, উখিয়া, কক্সবাজার

(সীল)

সংযুক্তিসমূহ

৬. সংযুক্তি ০১ ঃ (ইউনিয়ন পরিষদে প্রদত্ত জরুরী উদ্ধার ও ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম)

উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সকল সদস্যের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সামগ্রী হিসেবে গামবুট ও রেইনকোট রয়েছে যা ইউএনডিপি'র সহযোগিতায় প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি ইকো,র অর্থায়নে, ইউএনডিপি,র সহযোগিতায় এবং একশনএইড এর বাস্তবায়নে "স্ট্রেনদেনিং এক্সট্রিম ওয়েদার এন্ড ডিজাস্টার প্রিপেয়ার্ডনেস (এসইডব্লিউডিপি)" প্রকল্পের মাধ্যমে পালংখালী, রত্নাপালং ও রাজাপালং ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি সমূহকে নিম্ন ছকে বর্ণিত ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সামগ্রী ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উপকরণ হস্তান্তর করা হয়েছে যা সদস্যদের ব্যক্তিগত পর্যায়ে ও ইউনিয়ন পরিষদ সমূহে সংরক্ষিত রয়েছে।

List of UDMC level Search & Rescue Equipment's and Personal Protective Gear

SL #	Description	Unit of Measurement	Specifications	Unit wise Quantity			Total Quantity	Remarks
				Quantity per Set	Unions	Individuals		
				1	3	113		
1	Rescue Kit box (Steel trunk)	Pcs.	Size:29*39, Gage: 24	1	3		3	
2	Rescue Tool Box	Set	Standard	1	3		3	
3	Hand saw	Pcs.	Size: 16"	2	3		6	
4	Claw Hammer	Pcs.	Weight: 1/2 pound	2	3		6	
5	Cutting knife (Da)	Pcs.	Size: Standard Made: Steel Handle	2	3		6	
6	Hex blade	Unit	Made in China	2	3		6	
7	Axe	Pcs.	Made in China 1 Kg	2	3		6	
8	Wrench	Set	Size 12" with Rubber Handle	2	3		6	
9	Screw driver	Set	Standard nos. of items	2	3		6	
10	Ply range	Set	Size: 8"	2	3		6	
11	Tester	Pcs.	Standard	2	3		6	
12	Measuring Tape	Pcs.	100 rubber/fabric tape	2	3		6	
13	Hard Gloves	Pair	Rubber made	2	3	113	226	
14	Pulley (Copycall)	Set	Capacity: 500-700KG	2	3		6	
15	Transparent plastic body	Set	White colour	5	3		15	
16	Tin Cutter	Pcs.	Size: 14 " Made in China	2	3		6	
17	Whistle with ribbon	Pcs.	Plastic made in China	1	3	113	113	
18	Canvas Belt	Set	Locally lather made	1	3	113	113	
19	Jute rope (15yard 1 Inch thik)	Feet	Dia: 01"	40	3		120	
20	Jute rope (15 yards 0.5 inch thick)	Yard	Dia: 0.5"	40	3		120	

21	Jute rope (15 yards 0.25 inch thick)	Yard	Dia: 0.25"	40	3		120	
22	Pillow (inflatable)	Pcs.	Standard	2	3		6	
23	Stretcher	Set	Standard	2	3		6	
24	Steel Water Bucket	Pcs.	Capacity: 10 Litter	4	3		12	
25	Megaphones	Set	Size: Medium ER-2230(14000); ER-3215 With rechargeable & dry cell battery options	2	3		6	
26	Transistor radios	Set	4 Band Radio (2 dry cell battery); Standard Size, Model: M/SM/SW/TW2-5CH; Frq. Range: MWMEAS: 480/395/380	9	3		27	
27	Signal flags	Set	with rope	54	3		162	
28	Stand (20 Feet)	Pcs.	Size: 20'; 2 " GI pipe 2.6mm-2.9mm	9	3		27	
29	Shovel (Balcha)	Pcs.	Size: 5 feet, 16mm	5	3		15	
30	Spade (Pickaxes)	Pcs.	Good quality wooden handle	5	3		15	
31	Life jackets	Pcs.	Orange color concott fabric, foam, reflection tape & logo, easy open ties, Zipper, black ribbon	1	3	113	113	
32	Torch Light	Pcs.	Plastic Battery with rechargeable and dry cell battery options	1	3	113	113	
33	Helmets	Pcs.	Yellow Color, Inner catching is redbin and ribbon, made in china	1	3	113	113	
34	Torch (headlamp)	Pcs.	Made in China	1	3	113	113	
35	Life buoya	Pcs.	Local fiber made	5	3		15	
36	Fire Extinguisher	Unit	ABC powder, Weight: 5 KGs, renowned brand	10	3		30	
37	Fire Blanket	Pcs.	Standard Size	5	3		15	
38	Eye Guard	Pcs.	Plastic made, Transparent	1	3	113	113	
39	Nose Musk	Pcs.	Fabric & foam made	1	3	113	113	
40	Long Backboard	Pcs	Plastic	2	3		6	

৭. সংযুক্তি ০২ ঃ উখিয়া উপজেলা আনসার/ভিডিপি সংঘঠনের জনবল তালিকা

(যেকোন দুর্যোগে আনসার ভিডিপি সদস্যরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উদ্ধারকারী ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে)

ক্রমিক নং	পদবী	সংখ্যা	মন্তব্য
০১	উপজেলা প্রশিক্ষিকা ও ভারপ্রাপ্ত আনসার ভিডিপি কর্মকর্তা	১ জন	সরকারী বেতন ভুক্ত
০২	উপজেলা প্রশিক্ষক (পুরুষ)	১ জন	ঐ
০৩	উপজেলা আনসার কোম্পানী কমান্ডার	১ জন	সম্মানী ভাতা ভুক্ত
০৪	উপজেলা সহকারী কোম্পানী কমান্ডার (মহিলা)	১ জন	ঐ
০৫	উপজেলা প্লাটুন কমান্ডার (মহিলা)	১ জন	ঐ
০৬	ইউনিয়ন আনসার কমান্ডার	৫ জন	ঐ
০৭	ইউনিয়ন সহকারী আনসার কমান্ডার	৫ জন	ঐ
০৮	ইউনিয়ন ভিডিপি দলপতি (পুরুষ)	৫ জন	ঐ
০৯	ইউনিয়ন ভিডিপি দলনেত্রী (মহিলা)	৫ জন	ঐ
১০	ভিডিপি সদস্য ও সদস্যা	২৫০০ জন	স্বেচ্ছাসেবী

তথ্য সূত্র ঃ উপজেলা আনসার ভিডিপি কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) উখিয়া, কক্সবাজার

৮. সংযুক্তি ৩.১ ঃ উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা (পৃষ্ঠা-১)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
(দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ শাখা)
উখিয়া উপজেলা, কক্সবাজার।
www.ukhiacoxsbazar.gov.bd

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক তারিখ, ০৬ মাঘ ১৪২১ বঙ্গাব্দ/১৯ জানুয়ারী ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ প্রজ্ঞাপন অনুসারে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি (Upazila Disaster Management Committee-UDMC) সদস্যগনের তালিকাঃ

উপদেষ্টাঃ জনাবা শাহীন আক্তার, মাননীয় সংসদ সদস্য, কক্সবাজার-৪ (উখিয়া-টেকনাফ)।

ক্রমঃ নং	নাম	পদবী	পদবী ও বিভাগ/প্রতিষ্ঠান	মোবাইল
০১.	জনাব হামিদুল হক চৌধুরী	সভাপতি	উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান	০১৮১৯-৫১৯৯০২
০২.	জনাব মোঃ নিকারুজ্জামান চৌধুরী	সহ-সভাপতি	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	০১৭৩৩ ৩৭৩২০৫
০৩.	জনাব জাহাঙ্গীর আলম	সদস্য	উপজেলা পরিষদ ভাইস- চেয়ারম্যান	০১৮৩২ ৯৪১১২৫
০৪.	জনাব কামরুন নেছা বেবী	সদস্য	উপজেলা পরিষদ ভাইস- চেয়ারম্যান	০১৮১৫ ৫২৩৬২৬
০৫.	জনাব নুরুল আমিন চৌধুরী	সদস্য	চেয়ারম্যান, ০১নং জালিয়াপালং ইউনিয়ন পরিষদ	০১৮১৫ ১১৪৫৭৭
০৬.	জনাব মোঃ খাইরুল আলম চৌধুরী	সদস্য	চেয়ারম্যান, ০২নং রত্নাপালং ইউনিয়ন পরিষদ	০১৭১৪ ৩৭৫১৩৪
০৭.	জনাব মোঃ শাহ্ আলম	সদস্য	চেয়ারম্যান, ০৩নং হলদিয়াপালং ইউনিয়ন পরিষদ	০১৮২২ ৯১২৭৯৯
০৮.	জনাব জাহাঙ্গীর কবির চৌধুরী	সদস্য	চেয়ারম্যান, ০৪নং রাজাপালং ইউনিয়ন পরিষদ	০১৮১৯ ৬০৮৩৩০
০৯.	জনাব এম গফুর উদ্দীন চৌধুরী	সদস্য	চেয়ারম্যান, ০৫নং পালংখালি ইউনিয়ন পরিষদ	০১৮১৯ ০৩৫৮৭৬
১০.	মোঃ ফখরুল ইসলাম	সদস্য	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	০১৬৭১ ৬৭৩০৬৩
১১.	জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম	সদস্য	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	০১৮১৮ ৩৫৯৭৩৮
১২.	জনাব ডাঃ আবদুল মান্নান	সদস্য	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা	০১৮১৮ ১২০১৮০
১৩.	জনাব ডাঃ মোঃ সাহাব উদ্দিন	সদস্য	উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা	০১৮১৯ ০৭৩৬৬১
১৪.	শেখ মোঃ এরশাদ বিন শহীদ	সদস্য	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০১৮১৯ ০৭৬৫৪৪
১৫.	জনাব সুব্রত কুমার ধর	সদস্য	উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা	০১৮১৩ ২৮৩০৫৩
১৬.	জনাব মোঃ রবিউল ইসলাম	সদস্য	উপজেলা প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	০১৭১৮ ৬৩৬৪০৫
১৭.	জনাব মোঃ সিরাজ উদ্দিন	সদস্য	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা (অঃদাঃ)	০১৯৭২ ৫০৫৪৩০
১৮.	জনাব জসীমুদ্দিন মোঃ ইউসুফ	সদস্য	উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা	০১৮৩২ ৬১৬২৮০
১৯.	জনাব মোঃ সেলিম হেলালী	সদস্য	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক	০১৮১৫ ৩৩৩২৪০
২০.	জনাব মোঃ আবুল খায়ের	সদস্য	ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উখিয়া থানা	০১৭১৩ ৩৭৩৬৬৫
২১.	ইব্রাহিম খলিল	সদস্য	উপ-সহকারী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	০১৫৫৭ ৪৪৮৭১৮
২২.	জনাব মোহাম্মদ সাজ্জাদুল হক	সদস্য	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	০১৮১৯ ৮১৯২৪১
২৩.	জনাব কবির আহমদ	সদস্য	উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা	০১৬৭০ ৩০৯৯৭০
২৪.	জনাব মোঃ রাইহানুল ইসলাম মিঞা	সদস্য	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	০১৭১৬ ১১০২৪৭

৮. সংযুক্তি ৩.২ ঃ উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা (পৃষ্ঠা-২)

২৫.	মোহাঃ আলমগীর কবীর	সদস্য	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা (অঃদাঃ)	০১৭২১ ১০৬৪২৩
২৬.	জনাবা [illegible]াকেয়া বেগম	সদস্য	উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা (ভাঃ)	০১৮২৯ ০৬২৬৫২
২৭.	জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম	সদস্য	স্টেশন অফিসার, উপজেলা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন	০১৮৩৩ ২৪৩৮১৫
২৮.	জনাব প্রকৌশলী গোলাম ছরওয়ার মোর্শেদ	সদস্য	ডিজিএম, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, উখিয়া	
২৯.	জনাবা মনোয়ারা বেগম (ইউপি সদস্য জালিয়াপালং ইউনিয়ন)	সদস্য	ইউনিয়ন পরিষদ সংরক্ষিত মহিলা সদস্যগনের মধ্য হইতে উপজেলা পরিষদের জন্য নির্বাচিত সদস্য	০১৮১৫ ৬৭৩৭২১
৩০.	জনাব ছৈয়দ আলম	সদস্য	উপজেলা সভাপতি, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড	
৩১.	হাফিজ আহমদ	সদস্য	সহকারী পরিচালক, ঘুর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচী (সিপিপি)	০১৭১২ ০২৬৩০৪
৩২.	জনাব মোহামদুল হাসান চমক	সদস্য	ইয়ুথ টিম লিডার (উপজেলা প্রতিনিধি, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি)	০১৮৬৮ ৬৮২৬২৫
৩৩.	জনাব এসএম জগলুল রাজীব	সদস্য	প্রকল্প ব্যবস্থাপক, SEWDP, ActionAid Bangladesh (উপজেলা নিবর্হী কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত আন্তর্জাতিক এনজিও'র প্রতিনিধি)	০১৭৮০ ২৪২৯৩১
৩৪.	জনাব মোঃ আবদুল বারেক	সদস্য	ফিল্ড ম্যানেজার, রিফিউজি ক্রাইসিস্ প্রোগ্রাম, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ (উপজেলা নিবর্হী কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত আন্তর্জাতিক এনজিও'র প্রতিনিধি)	০১৭৫৫ ৬০৭৪৬৯
৩৫.	জনাব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম	সদস্য	জেলা প্রতিনিধি, ব্র্যাক, (উপজেলা নিবর্হী কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত জাতীয় এনজিও'র প্রতিনিধি)	০১৭৩০ ৩৫০৭০০ ০১৭৩০ ৩৪৬৬৯৩
৩৬.	জনাব আদিল উদ্দিন চৌধুরী	সদস্য	উপজেলা নিবর্হী কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি বা সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধি	০১৮১৮ ২৭৫৮০৩
৩৭.	জনাব মোঃ সরোয়ার আলম শাহিন	সদস্য	সভাপতি, উপজেলা প্রেস ক্লাব, উখিয়া	০১৮১৫ ৪৯০৫০০
৩৮.	জনাব কবির আহমদ	সদস্য	সভাপতি, উপজেলা চেম্বার অব কমার্স	০১৮১৯ ২১৩১১৩
৩৯.	কাজী সাহাব উদ্দিন	সদস্য	অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত), বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেছা মহিলা কলেজ	
৪০.	জনাব পরিমল বড়ুয়া	সদস্য	মুক্তিযোদ্ধা	০১৮১৪ ৯২২৮৩৮
৪১.	জনাব মোঃ আল মামুন	সদস্য সচিব	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	০১৭১৫ ৯৭৪৭১৮

(মোঃ নিকারুজ্জামান)
উপজেলা নিবর্হী অফিসার
উখিয়া, কক্সবাজার।
ফোনঃ ০৩৪২৭-৫৬০০১

৯. সংযুক্তি ৩.৩ ঃ উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা (পৃষ্ঠা-৩)

স্মারকনংঃ- ৫১.[illegible]১.২২৯৪.০০০.৪১.২০১৯-

তারিখঃ ৩০/০৬/২০১৯ খ্রিঃ

অনুলিপিঃ -

১। মাননীয়সংসদ সদস্য, কক্সবাজার-৪ (উখিয়া-টেকনাফ) -সদয়জ্ঞাতার্থে

২। জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার।(সদয়জ্ঞাতার্থে)

৩। জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, কক্সবাজার।

৪। ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, জালিয়াপালং/রত্নাপালং/হলদিয়াপালং/রাজাপালং/পালংখালী ইউনিয়ন, উখিয়া, কক্সবাজার।

৫। ... ... কর্মকর্তা, উখিয়া, কক্সবাজার।

৬। অফিস নথি।

(মোঃ নিকারুজ্জামান)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
উখিয়া, কক্সবাজার।
ফোনঃ ০৩৪২৭-৫৬০০১

১০. সংযুক্তি ০৪ ঃ উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা (উখিয়া উপজেলা স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত) ১ বছর মেয়াদী

উপজেলা ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান
উখিয়া, কক্সবাজার
(প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করবে এমন উন্নয়ন পরিকল্পনা সমূহ উল্লেখ করা হয়েছে)

ক্রমিক নং	উন্নয়ন খাত	১ বছর মেয়াদী				মন্তব্য
		উপখাত	বিবরণ	সরকারি/ বেসরকারিভাবে অর্থায়ন	বাজেট	
	যোগাযোগ ও অবকাঠামো	রাস্তা, ব্রিজ, কালভার্ট নির্মাণ	মাতবরপাড়ায় সী-বিচ সড়ক হইতে উত্তর দিকে চাঁদ মিয়া সওদাগরের বাড়ি পর্যন্ত ফ্লাট সলিন ও ছড়ার উপর একটি কালভার্ট নির্মাণ।	ঐ	৮,০০,০০০/-	
			মাঝেরপাড়া কালাচাঁদ সড়ক সংলগ্ন তুলাতলি হিলট্রেক রোডের রাবার ড্যাম পর্যন্ত কার্পেটিং দ্বারা উন্নয়ন ও ০১টি স্লাব কালভার্ট নির্মাণ।	ঐ	১৫,০০,০০০/-	
			তুলাতলি বিজিবি সড়ক হইতে অছির আহমদের দোকান পর্যন্ত এইচ.বি.বি. দ্বারা উন্নয়ন ও ০১টি স্লাব কালভার্ট নির্মাণ।	ঐ	৪,০০,০০০/-	
			তুলাতলি পুর্বকুল খালের উপর ব্রীজ নির্মাণ।	ঐ	২০,০০,০০০/-	
			কোটবাজার সাতঘরিয়া পাড়ার রাস্তার পার্শ্বে ড্রেইন নির্মাণ।	সরকারি	৪,০০,০০০/-	
			তুলাতলি মিলঘরের দক্ষিণ পার্শ্বে রাস্তার বক্স কালভার্ট নির্মাণ	ঐ	১,৮০,০০০/-	
			মাস্টার নাজির হোছন এর বাড়ির দক্ষিণ পাশে স্লাব কালভার্ট নির্মাণ	ঐ	৭০,০০০/-	
			চাকবৈঠা করইবনিয়া স্কুল রাস্তায় গাইডওয়াল নির্মাণ।	ঐ	৩,০০,০০০/-	
			মীর আহমদ মেম্বার এর বাড়ীর পার্শ্বে রাস্তা হইতে তেচ্ছি ব্রীজ এর দক্ষিণ পার্শ্বে খালের পাড়ে গাইড ওয়াল নির্মাণ।	ঐ	৩,৫০,০০০/-	
			তেলিপাড়া ছৈয়দ আলমের বাড়ি হইতে মনিকার বাড়ি পর্যন্ত ড্রেইন নির্মাণ	ঐ	৩,০০,০০০/-	
			তেলিপাড়া আমেরিকা কবিরের বাড়ি হইতে সোনা মিয়ার দোকান পর্যন্ত ড্রেইন নির্মাণ	ঐ	১,৫০,০০০/-	
			রাবার ড্যামের রাস্তায় ড্রেইন ০১টি স্লাব কালভার্ট নির্মাণ।	ঐ	৩,০০,০০০/-	
			চাকবৈঠা করইবনিয়া বাশবনিয়া রাস্তায় স্লাভ কালভার্ট নির্মাণ।	ঐ	১,০০,০০০/-	
			চাকবৈঠা মৌ: নুরুল হকের বাড়ির পাশে স্লাভ কালভার্ট নির্মাণ।	ঐ	৮০,০০০/-	
			তুতুরবিল খালকাচাপাড়া রাস্তা কবির আহাম্মদেও বাড়ি হতে রশিদ আহম্মদের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা (বেড়ি বাঁধ) নির্মাণ	ঐ	৫,০০,০০০	

			তুতুরবিল ফজলের ঘোনা সংযোগ সড়কে জাফর আলমের বাড়ি হতে কবির আহাম্মদের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মাটি দ্বারা উন্নয়ন	ঐ	১,০০,০০০	
			পিনজির কুল ঘোনার পাড়া সংযোগ সড়ক মোহাম্মদ হোসের বাড়ি হতে পশ্চিম দিকে নূর হোসেনের দোকান পর্যন্ত রাস্তা মাটি দ্বারা উন্নয়	ঐ	১,০০,০০০	
			পিনজির কুল সিরাজের দোকান হতে পশ্চিম দিকে কবিরের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মাটি দ্বারা উন্নয়ন	ঐ	২,০০,০০০	
			রেজুর খাল বড়ুয়া পাড়া ধীরেন্দ্র বড়ুয়ার বাড়ির সামনে রাস্তায় স্ল্যাব কালভার্ট নিমাণ	ঐ	২,০০,০০০	
			তুতুরবিল ভিতরের ডেবা রাস্তায় মিয়া হোসেনের বাড়ির সামনে স্ল্যাব কালভার্ট নির্মান	ঐ	২,০০,০০০	
			পিনজির কুল জামে মসজিদ সড়কে মরহুম হাফেজ রফিক উদ্দিনের বাড়ির সামনে স্ল্যাব কালভার্ট নির্মাণ	ঐ	২,০০,০০০	
			পিনজির কুল ঘোনারপাড়া রাস্তায় হেডম্যান শুক্কুরের বাড়ির সামনে স্ল্যাব কালভার্ট নির্মাণ	ঐ	২,০০,০০০	
			ফজলের ঘোনা রাস্তায় আম বাগানের পূর্ব পার্শ্বে স্ল্যাব কালভার্ট নির্মাণ	ঐ	২,০০,০০০	
			পিনজির কুল পিনজির ছড়ায় এজাহার চৌধুরীর বাড়ির সামনে ভাঙ্গন রোধে অসমাপ্ত গাইডওয়াল সমাপ্তকরণ	ঐ	৫,০০,০০০	
			তুতুরবিল ফজলের ঘোনা সংযোগ সড়কে ফরিদ মিস্ত্রির বাড়ির পাশে স্ল্যাব কালভার্ট নিমার্ণ	ঐ	১,৫০,০০০	
			তুতুরবিল মশরফ আলী ঘোনা সংযোগ সড়কে লিচুবাগানের পাশে স্ল্যাব কালভার্ট নির্মাণ	ঐ	১,৫০,০০০	
			তুতুরবিল জামে মসজিদ রাস্তায় স্ল্যাব কালভার্ট নির্মাণ	ঐ	২,০০,০০০	
			তুতুরবিল তুতুবী ছড়ায় আমির হামজা বাড়ির সামনে কাঠের ব্রিজ নির্মাণ	ঐ	২,০০,০০০	
			তুতুরবিল বড়জোম রাস্তায় জাফরের বাড়ির পার্শ্বে বড় ডেবা খালের উপর কাঠের সেতু নির্মাণ	ঐ	২,০০,০০০	
			মোজাহার মেম্বার এর বাড়ির সামনের রাস্তায় স্ল্যাব কালভার্ট নির্মাণ	ঐ	২,৫০,০০০	
			আলীমোড়া ফয়েজ এর বাড়ির সামনের রাস্তায় স্ল্যাব কালভার্ট নির্মাণ		২,০০,০০০	
			একনটি স্কুল হতে বাঁশখলা খালের বাঁধ পর্যন্ত পানির ছরা সংস্কার	ঐ	৩,০০,০০০	
			ফজুবর বাড়ি হতে মতলব মার্কেট পর্যন্ত ছরা সংস্কার	ঐ	৪,০০,০০০	
			আবুল হাসান বাড়ির সামনে হতে জহুর আলী সিকদার এর বাড়ি পর্যন্ত খালে বেড়ি বাঁধ নির্মাণ	ঐ	১,০০,০০০	

ক্রম নং	উন্নয়ন খাত	১ম বছর মেয়াদী প্ল্যান				মন্তব্য
		উপখাত	বিবরণ	অর্থায়ন	বাজেট	
	যোগাযোগ ও অবকাঠামো	রাস্তা, ব্রিজ, কালভার্ট নির্মাণ	নয়াপাড়া ঘাটের উপর ১টি ব্রিজ নির্মান	সরকারি	১০,০০,০০০/-	পালংখালী
			কাস্টমস্ বাদশার দোকান হইতে পশ্চিমদিকে শামসুর বাড়ি পর্যন্ত মাটির রাস্তা নির্মান ও এইচবিবি করন এবং উক্ত রাস্তায় ১টি ব্রিজ নির্মান	ঐ	২০,০০,০০০/-	
			বালুখালী পুরাতন বাজারে লুতফুন্নাহারের বাড়ির সামনে হইতে সম্পানঘাটা পর্যন্ত ড্রেইন নির্মান		৫,০০,০০০/-	
			জুমেরছড়া বশরের বাড়ি হইতে মোহাম্মদ আলমের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তার পার্শে গাইডওয়াল নির্মান ও উক্ত রাস্তায় ১টি কালভার্ট নির্মান		৬,০০,০০০/-	
			উখিয়ারঘাট নুর মোহাম্মদের বাড়ির সামনে ১টি কালভার্ট নির্মান		১,২০,০০০/-	
			উখিয়ারঘাট সোনালীর বাড়ির সামনে তেলিপাড়া খালের উপর ১টি ব্রিজ নির্মান		৬,০০,০০০/-	
			তেলিপাড়া খালের উপর ১টি রাবারড্রেম নির্মান		৩০,০০,০০০/-	
			উখিয়াঘাট তেলীপাড়া হইতে দ:পাড়া বাবলু মিয়ার চিংড়ীঘেরের দ:পাশ পর্যন্ত বেড়িবাঁধ নির্মান		৫০,০০,০০০/-	
			বালুখালী ছড়ার উপর ১টি রাবারড্রেম নির্মান		৩০০০০০০	
			বালুখালী হাজী আব্দুল গফুরের বাড়ির সামনে কালভার্ট নির্মান		১,২০,০০০/-	
			দক্ষিন রহমতেরবিল আব্দুজলিলের বাড়ি হইতে রাশেদা বেগমের বাড়ি পর্যন্ত		৮,০০,০০০/-	

ক্রম নং	উন্নয়ন খাত	১ম বছর মেয়াদী প্ল্যান				মন্তব্য
		উপখাত	বিবরণ	অর্থায়ন	বাজেট	
			রাস্তার উভয় পার্শ্বে পানি নিষ্কাশনের ড্রেইন নির্মান			
			দ:রহমতেরবিল রুস্তমআলীর বাড়ি হইতে মকবুল আহমদের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তার পার্শ্বে পানি নিষ্কাশনের ড্রেইন নির্মান		২,০০,০০০/-	
			দ:রহমতেরবিল কবরস্থানের রাস্তার উভয় পার্শ্বে গাইডওয়াল নির্মান ও একটি কালভার্ট নির্মান		৭,৫০,০০০/-	
			উ:রহমতেরবিল ছৈয়দ আলম সও: বাড়ি হইতে মৌ: আমিন উল্লাহর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তার পার্শ্বে পানি নিষ্কাশনের ড্রেইন নির্মান		৩,০০,০০০/-	
			ঘোনারপাড়া রাস্তায় ছৈয়দ আহমদের বাড়ির পার্শ্বে রাস্তায় কালভার্ট নির্মান		২,৫০,০০০/-	
			আনজুমানপাড়া মোস্তাকের বাড়ির সামনে ১টি কালভার্ট নির্মান		৫,০০,০০০/-	

ক্রম নং	উন্নয়ন খাত	উপখাত	বিবরণ	অর্থায়ন	সম্ভাব্য ব্যয়	মন্তব্য
			পাগলির বিল ছৈয়দ আহমদের বাড়ী পার্শ্বে রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ।	ঐ	২,০০,০০০/-	
			পাগলির বিল মোহাম্মদ হোছনের বাড়ী পার্শ্বে কালভার্ট নির্মাণ।	ঐ	১,০০,০০০/-	
			পাগলির বিল শামসুল আলমের বাড়ী পার্শ্বে কালভার্ট	ঐ	১,০০,০০০/-	
			বউ বাজার পরিতুষ বড়ুয়ার বাড়ির পাশে পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেন নির্মাণ		৪,০০,০০০/-	
			পশ্চিম ঘোনারপাড়া অমুল্য শর্মার বাড়ির পাশে পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেন নির্মাণ		৬,০০,০০০/-	
			মহাজনপাড়া কমিউনিটি ক্লিনিক হইতে পশ্চিম বড়ুয়াপাড়া মৃত নিলাকান্ত বড়ুয়া বাড়ি পর্যন্ত মাটি দ্বারা ড্রেন সংস্কার		৪,০০,০০০/-	

ক্রম নং	খাত	উপখাত	বিবরণ	অর্থায়ন	বাজেট	মন্তব্য
			নিদানিয়া কলাতলি ছড়া পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেইন নির্মাণ	সরকারী	৭,০০,০০০	
			ছেপটখালী চিকন ছড়ায় পানি নিষ্কাশনের জন্য ইউ ড্রেইন নির্মাণ	ঐ	২৫,০০,০০০	
		কাবিখা/কাবিটা	গ্রামীন রাস্তাঘাট ও যোগাযোগের টেকসই উন্নয়ন, সংস্কারাধীন জলাধার/পুকুরপারে এবং রাস্তার সীমানায় বৃক্ষ/তালগাছ রোপন, সেচকাজে/জলাবদ্ধতা নিরসনে খাল খনন	ঐ	৮০,০০,০০০	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিস
		সেতু/কালভার্ট	এডিপি এর আওতায় গ্রামীন রাস্তায় ১৫মিটার দৈর্ঘ্য সেতু কালভার্ট নির্মাণ	ঐ	২,৫০,০০,০০০	

ক্রমিক নং	উন্নয়ন খাত	১ বছর মেয়াদী				মন্তব্য
		উপখাত	বিবরণ	সরকারি/বেসরকারিভাবে অর্থায়ন	বাজেট	
			ওয়াশ ব্লক নির্মাণ ১০টি	সরকারি/বেসরকারি		
			টিউবওয়েল ১৪টি	ঐ		
			সাইক্লোন শেল্টার কাম স্কুল মেরামত ১৪টি	ঐ		
			উন্নত পানি সরবরাহ/স্বাস্থ্যসম্মত ওয়াশ ব্লক নির্মাণ	ঐ	৫০,০০,০০০	
ঘ	শিল্প	কুটির শিল্প	ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রসারে ১০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান	সরকারি	১,০০,০০০	
ঙ	স্বাস্থ্য	অবকাঠামো উন্নয়ন	কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহে সীমানাপ্রাচীর নির্মাণ (৫টি)	সরকারি	৩৫,০০,০০০	
			হাসপাতাল এর অভ্যন্তরীন নালা সংস্কার	সরকারি	২,৫০,০০০	
		আসবাব ও যন্ত্রপাতি	পেশেন্ট ওয়েটিং গ্যালারী নির্মাণ	সরকারি	৫,০০,০০০	
				সরকারি	৫,০০,০০০	

ক্রমিক নং	উন্নয়ন খাত	১ বছর মেয়াদী				মন্তব্য
		উপখাত	বিবরণ	সরকারি/বেসরকারিভাবে অর্থায়ন	বাজেট	
			ওয়াশ ব্লক নির্মাণ ১০টি	সরকারি/বেসরকারি		
			টিউবওয়েল ১৪টি	ঐ		
			সাইক্লোন শেল্টার কাম স্কুল মেরামত ১৪টি	ঐ		
			উন্নত পানি সরবরাহ/স্বাস্থ্যসম্মত ওয়াশ ব্লক নির্মাণ	ঐ	৫০,০০,০০০	
			ইউনিয়ন সাব সেন্টার এবং কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহে সোলার সিস্টেম স্থাপন (৭টি)			
			পেশেন্ট বেড ক্রয়/সরবরাহ	সরকারি	১০,০০,০০০	
			র‍্যাবিস ভ্যাকসিন, রি এজেন্ট ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি ক্রয়	সরকারি	১০,০০,০০০	
চ	খাদ্য	খাদ্য গুদাম নির্মাণ	৫০০ মেট্রিক টন ধারণক্ষম নতুন ০১টি খাদ্য গুদাম নির্মাণ	সরকারি		
ছ	পরিবেশ	সামাজিক বনায়ন	সড়ক ও সরকারি বিভিন্ন স্থাপনায় বৃক্ষরোপন	সরকারি/বেসরকারি	১,০০,০০০	
জ	পানি	গভীর নলকুপ স্থাপন	উপজেলায় সরকারি অফিস ও ইউনিয়ন পয়ায়ে গভীর নলকুপ স্থাপন	ঐ	২০,০০,০০০	
ঝ	দক্ষতা উন্নয়ন	যুব ও যুব মহিলাদের কর্মমূখী প্রশিক্ষণ	বছরে ১৫০ জন যুব ও যুব মহিলাকে বিভিন্ন কর্মমূখী প্রশিক্ষণ প্রদান	সরকারি	১৫,০০,০০০	
		খামার স্থাপন	চিংড়ি, মৎস্য, প্রাণি পালন সম্পর্কিত খামার স্থাপন	সরকারি (বিআরডিবি, যুব উন্নয়ন, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, সমাজসেবা, সমবায়)	৫,০০,০০০	
ঞ	কৃষি	চারা বিতরণ (ফলদ)	কৃষকদের মাঝে ফলদ চারা বিতরণ	সরকারি	২,০০,০০০	
ট	তথ্য ও যোগাযোগ	কম্পিউটার প্রশিক্ষণ	শিক্ষার্থী, শিক্ষিত বেকার যুবক ও যুবমহিলাদের স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী কম্পিউটার প্রশিক্ষণ	সরকারি ও বেসরকারি	৫,০০,০০০	
ঠ	দুর্যোগ	ঘুর্নিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র	উপকুলীয় ঘুর্নিঝড় প্রবন এলাকায় বহুমুখী ঘুর্নিঝড় আশ্রয়ন কেন্দ্র নির্মাণ	সরকারি	৩,৯০,০০,০০০	

তথ্য সূত্র ঃ উখিয়া উপজেলা পঞ্চবার্ষিক কর্মপরিকল্পনা, ২০১৯

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণে সহযোগিতায় ঃ